এই কি রামের অযোধ্যা

অথবা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অযোধ্যার অবস্থা।

[ঐতিহাসিক উপন্যাস।]

শ্রীচণ্ডীচরণ সেন প্রণীত।

কলিকাতা।

শঙ্করঘোষের লেন, নব্যভারত-বসুমতীপ্রেসে,
শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ দ্বারা মুদ্রিত ও
শ্রীবিপিনবিহারী রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
এপ্রিল, ১৮৯৫।

উৎসর্গ পত্র।

পরমারাধ্যতম পিতৃদেব ৺নিমচাঁদ সেন
মহাশয়ের শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু—

পিতঃ! বয়োবৃদ্ধি সহকারে বাল্যজীবনের ঘটনাবলি সর্ব্বদাই স্মৃতিপথারূঢ় হয়। বাল্যাবস্থার বিবিধ ঘটনা চিন্তা করিলেই মনে হয় যে পরমেশ্বরের প্রতি আপনার প্রগাঢ় ভক্তি, ধর্ম্মাচরণ উদ্দেশ্যে আপনার নিরন্তর জপ, তপ, উপবাস এবং তীর্থ পর্য্যটন আমার বাল্যহৃদয়ে ধর্ম্মানুসন্ধানের বাসনার উদ্রেক করিয়াছিল। আপনার জীবনের সেই সকল সদ্দৃষ্টান্ত বাল্যাবস্থায় হৃদয়ে মুদ্রিত না হইলে, নিশ্চয়ই এ পাষাণহৃদয় নাস্তিকতা এবং ঘোর অবিশ্বাসের দিকে পরিচালিত হইত।

ইংরেজি শিক্ষা দ্বারা অন্ধ বিশ্বাস বিদূরিত হয়। কিন্তু এ শিক্ষা-দ্বারা ভক্তি এবং ধর্ম্মানুরাগে হৃদয় পরিপূর্ণ হয় না। এ সংসারে আপনি এবং মাতৃদেবীই আমার সর্ব্ব প্রধান ধর্ম্মগুরু। দীর্ঘকাল হইতে মনে মনে চিন্তা করিতে ছিলাম—"কি আছে আমার —কি দিব তব চরণে"—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে বিগত তিনমাসে অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে প্রত্যেক দিন দুই ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি লিখিয়াছি। এই যৎসামান্য উপহার আপনার চরণে অর্পণ করিলাম।

সেবক শ্রীচণ্ডীচরণ সেন।

ভূমিকা।

শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত টম্‌কাকার কুটীর, মহারাজ নন্দকুমার, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, অযোধ্যার বেগম, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদাতা এবং ঝান্সীর রাণী সর্ব্ব সমাদৃত হইয়াছে। আমরা আশা করি যে তাঁহার প্রণীত "**এই কি রামের অযোধ্যা**" সাদরে গৃহীত হইবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অযোধ্যার সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে।

ভারতে ঠগী এবং দস্যুর অত্যাচার, এবং রাজ-পুরুষদিগের আচরণ পাঠ করিলে ভারতের বর্ত্তমান দুরবস্থার কারণ সহজেই অনুভূত হইবে। পুস্তক খানি যে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হইবে তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

১লা এপ্রিল ১৮৯৫।

শ্রীবিপিনবিহারী রায়
প্রকাশক।

সূচীপত্র।

এই কি রামের অযোধ্যা।

অবতরণিকা।

The number, influence and enormous amount of the salaries, pensions and emoluments of the Company's servants, Civil and Military in the Vizier's service now became an intolerable burden upon the Revenue (of Oude)—*Warren Hastings.*

অযোধ্যা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ধনাগার। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গবর্ণর জেনেরলের টাকার প্রয়োজন হইলেই ছলে বলে কৌশলে অযোধ্যার উজীরের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করেন। উজীর কঠিন হস্তে প্রজা-পীড়ন পূর্ব্বক রাজস্ব আদায় করিয়া কোম্পানির অর্থাভাব মোচন করেন—কোম্পানির ঋণ পরিশোধ করেন। কিন্তু এ অক্ষয় ঋণ!—যত পরিশোধ করেন ততই বৃদ্ধি হয়;—সুতরাং অযোধ্যার প্রজাপীড়ন আর হ্রাস হয় না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অযোধ্যা-প্রবেশের সময় হইতে প্রজাপীড়ন দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। আর সে রামের অযোধ্যা নাই। কবিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি বলেন—"রামরাজ্যের প্রজার ঘরে ঘরে মঙ্গলাচরণ ও জয়ধ্বনি হইত।" কিন্তু সে মঙ্গলাচরণ এবং জয়-ধ্বনির পরিবর্ত্তে এখন প্রজার ঘরে ঘরে ক্রন্দন ধ্বনি শুনা যায়।

প্রজাপুঞ্জের হাহাকার শব্দে সমগ্র অযোধ্যা নিনাদিত হই। আর সে রামরাজ্যের চিহ্নও নাই।

অযোধ্যার উজীর সাদাতালি দেখিলেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ঋণ কোন প্রকারেই পরিশোধ হয় না। দিন দিন নূতন নূতন ঋণের দাবী উপস্থিত হইতেছে। সুতরাং ঋণের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য স্বীয় রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদান করিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে নূতন সন্ধি সংস্থাপিত হইল। এই সন্ধি অনুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উজীর প্রদত্ত অর্দ্ধ রাজ্যের রাজস্ব আদায় করিয়া সৈন্যব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন; উজীরের নিকট ভবিষ্যতে আর কখনও টাকা চাহিতে পারিবেন না। অর্দ্ধরাজ্য প্রদান দ্বারা অযোধ্যার উজীরের সমুদয় ঋণ পরিশোধ হইল।

কিন্তু রাজ্যবিনাশ-শোক সাদাতালির অসহনীয় হইয়া পড়িল। অর্দ্ধরাজ্য প্রদানের পর ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দে রাজ্যশোকে সাদাতালি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার পুত্র গাজিউদ্দিন হায়দর অযোধ্যার সিংহাসনারূঢ় হইলেন।

বাল্যাবস্থায় অনাদৃত—যৌবনে নির্ব্বাসিত—দরিদ্রতার অঙ্কে প্রতিপালিত নবাবপুত্র সাদাতালী প্রৌঢ়াবস্থায় শূন্য-রাজকোষ এবং ঋণ-ভারাক্রান্ত রাজপদ প্রাপ্তি-নিবন্ধন বিলাস-বিমুখ এবং মিতব্যয়ী ছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য সৈনিক পুরুষের সহিষ্ণুতা, ক্ষিপ্রকারিতা এবং কার্য্যদক্ষতার পরিচয় প্রদান করিত। তিনি দরিদ্রতার বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া অর্থ সঞ্চয়ের উপকারিতা বিলক্ষণ বুঝিয়া ছিলেন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যু-কালে অযোধ্যার রাজকোষ পরিপূর্ণ ছিল। গাজিউদ্দিন সিংহা-

সনারূঢ় হইবার সময় অযোধ্যার ধনাগারে চৌদ্দ কোটী টাকা সঞ্চিত রহিয়াছে। কিন্তু সে টাকা দ্বারা অযোধ্যার প্রজার দুঃখ দুর্গতি দূর হইল না। অযোধ্যায় সুখ-সূর্য্য সূর্য্যবংশ্যগণের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে অস্তমিত হইয়াছে। প্রাচীন কবি বলিয়াছেন অযোধ্যা স্বর্গ,—অযোধ্যা সুখ শান্তির চির-আবাস ভূমি। উনবিংশ শতাব্দীর কবি বলিবেন—

"অযোধ্যা শ্মশান হউক্,
মরু হয়ে পড়ে রউক্।"

কি অশুভক্ষণে ইংরেজদিগের সঙ্গে নেপালের যুদ্ধারম্ভ হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গবর্ণর জেনেরল লর্ড ময়রা অযোধ্যার মধ্য দিয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে চলিলেন। অযোধ্যার উপর আবার শনির দৃষ্টি পড়িল। গবর্ণর জেনেরল লর্ড ময়রা গাজিউদ্দিনহায়দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। গাজিউদ্দিন মুসলমান। মুসলমানের ভাষা ও ব্যবহার, শিষ্টাচার,অত্যধিক ভদ্রতা এবং বিনীত বাক্যে পরিপূর্ণ। দোকানদারী কথা, দেনা পাওনা, দাবী দাওয়া ইত্যাদি বাক্য এই ভাষায় অত্যন্ত বিরল। গাজিউদ্দিন হায়দর আবার কেতাবি মোল্লা বলিয়া পরিচিত হইতে বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। দিবারাত্রি কোরাণ কেতাবের পাতা উল্টাইতেন। তাঁহার মুখ হইতে সর্ব্বদা কেতাব কোরাণের কথা বিনির্গত হইত। স্বীয় রাজ্যে অভ্যাগত লর্ড ময়রাকে ভদ্রতা প্রকাশচ্ছলে বলিলেন "মেরা মাল ও জান আপ্‌কা ওয়াস্তে।"

লর্ড ময়রা বাণিজ্য ব্যবসায়ীর প্রধান কর্ম্মচারী। গাজি উদ্দিনের সুমধুর কথা কয়েকটা তাঁহার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিল।

কথা কয়েকটা তৎক্ষণাৎ স্মৃতি পুস্তকে(Memorandum Book) লিখিয়া রাখিলেন। পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটরী সুইণ্টন সাহেব এবং কৌন্সিলের মেম্বর আদম সাহেব এই কথার সাক্ষী রহিলেন।

নেপাল যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ধনাগার নিঃশেষিত হইয়া পড়িল। অর্থের অত্যন্ত অনাটন। এখন কি উপায়! অযোধ্যার উজীরের নিকট আর টাকা চাহিবার পথ নাই। উজীরের অর্দ্ধ রাজ্য আত্মসাৎ করিবার সময় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাঁহার নিকট আর টাকা চাহিতে পারিবেন না। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ এবং অসিতাঙ্গের মধ্যে কি প্রতিজ্ঞা হইতে পারে! অসিতাঙ্গ লোক এক প্রকার জানওয়ার। তাহাদের সঙ্গে আর প্রতিজ্ঞা কি? বিশষতঃ লর্ড ময়রা অত্যন্ত প্রথর লোক। গাজিউদ্দিন হায়দরের সুমধুর কথা কয়েকটা তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে মুদ্রিত রহিয়াছে। "মেরা জান ও মাল আপ্‌কাওয়াস্তে" এমন সুমধুর বাক্য কি তিনি ভুলিতে পারেন?

ইষ্ট ইণ্ডিয়াকোম্পানির অভিধানে "মেরা জান ও মাল" এই কথার অর্থ এক কোটী টাকা দান। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ বড় সাধু। তাঁহারা দান গ্রহণ করেন না। দান গ্রহণ করিতে সাহসও করেন না। ইংলিশ পার্লিয়ামেণ্ট!—স্বাধীনতার আবাস ভূমি! আবার কে বার্ক কি সেরিডনের ন্যায় চীৎকার করিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিদিগকে অপদস্থ করিবে? ঋণ-স্বরূপ টাকা গ্রহণ করিলে আর কোন বিপদাশঙ্কা নাই। না হয় কোম্পানি একশত বৎসর পরে কিম্বা

হাজার বৎসর পরে এ ঋণ পরিশোধ করিবেন। সুতরাং লর্ডময়রা গাজিউদ্দিনহায়দরের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণের বন্দোবস্ত করিতে হুকুম করিলেন।

গবর্ণর জেনেরলের সেক্রেটরী রিকেট সাহেব ১৮১৫ খৃঃ অব্দের ১০ই ডিসেম্বর লক্ষৌর রেসিডেণ্ট কর্ণেল বেলি সাহেবকে লিখিলেন।—*"আপনি বিশেষ কার্য্যদক্ষতার সহিত এক কোটী টাকা ঋণ গ্রহণের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কিন্তু আর এক কোটী টাকা না লইলে চলে না। নবাবের ধনাগার এখন বেশ পরিপূর্ণ ইত্যাদি ইত্যাদি * * * * * * * ইহার পর ১৮১৫ খৃঃ অব্দের ১৫ই জানুয়ারি তারিখে লিখিলেন। †—"মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া আর এক কোটী টাকা ঋণ স্বরূপ গ্রহণের বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করুন।

লক্ষৌর রেসিডেণ্ট কর্ণেল বেলি প্রত্যুত্তরে লিখিলেন। ‡ "আমার স্মরণ হয় না যে গাজিউদ্দিন হায়দর আমার সাক্ষাতে গবর্ণর জেনেরলকে দুই কোটী টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি মুসলমান। শিষ্টালাপচ্ছলে বলিয়াছিলেন—"মেরা জান ও মাল আপনার কার্য্যার্থে। আপনি বলিতেছেন যে গাজিউদ্দিন হায়দর আমার অনুপস্থিতিতে গবর্ণর জেনেরলকে এক কোটী টাকা দান স্বরূপ দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার

* Vide note (1) in the appenpix.

† Vide note (2) in the appendix.

‡ Vide note (3) in the appendix.

লিখিত পত্রাদিতে তদ্রূপ ভাব প্রকাশ করে না। তিনি লিখিয়াছেন যে ঋণস্বরূপ এক কোটী টাকা মাত্র দিতে পারেন। এক কোটীর অধিক টাকা দিতে কোন ক্রমেই সম্মত হয়েন না।

১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে রিকেট সাহেব আবার লিখিলেন, "দুই কোটী টাকা না হইলে কোন প্রকারেই চলে না।"*

প্রত্যুত্তরে লক্ষ্ণৌর রেসিডেণ্ট লিখিলেন †—"উজীর কিছুতেই দুইকোটী টাকা দিতে সম্মত হয়েন না। অগত্যা অনেক কথাবার্ত্তার পর তিনি আর পঞ্চাশলক্ষ টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন।"

কিন্তু গবর্ণর জেনেরল উজীরকে কিছুতেই ছাড়িলেন না। ছলে বলে কৌশলে তাঁহার নিকট হইতে দুই কোটী টাকা ঋণ স্বরূপ আদায় করিলেন।

লর্ড ময়রা নেপাল যুদ্ধাবসানে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলেন। লর্ড আমহর্ষ্ট তৎপদে নিযুক্ত হইয়া ভারতে আসিলেন। তাঁহার ভারতে আসিবার অব্যবহিত পরে ব্রহ্মদেশের রাজার সহিত যুদ্ধারম্ভ হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আবার অর্থের অনাটন হইল। অর্থাভাবে যুদ্ধের ব্যয় চলে না, কিন্তু কিরূপে লর্ড আমহার্ষ্ট ঈদৃশ অর্থাভাব মোচন করিলেন তাহা বিশেষরূপে এই স্থানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। পাঠক ও পাঠিকাগণ ভারতের ইতিহাস পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারিবেন। ব্রহ্মদেশের যুদ্ধাবসানে অত্যধিক বন্ধুতা প্রকাশ পুর্ব্বক লর্ড আমহার্ষ্ট গাজিউদ্দিন

---

* Vide note (4) in the appendix.

† Vide note (5) in the appendix.

হায়দরকে লিখিলেন,—"ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে অত্যধিক ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু ঈদৃশ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আপনি এক কোটী টাকা ঋণ প্রদানের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া যে অসাধারণ বন্ধুতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য ইতিপূর্ব্বে আমি রেসিডেণ্ট রিকেট সাহেবের দ্বারা আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছি।

"আপনার ঈদৃশ ঋণ প্রদানের প্রস্তাব অত্যন্ত উপকারপ্রদ হইয়াছে। এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মিত্র-রাজগণ মধ্যে আপনিই অকপট বন্ধুতার পরিচয় প্রদান করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।

"আপনার ও আমাদের মধ্যের পারস্পরিক বন্ধুতার চির-প্রফুল্ল এবং চির-প্রস্ফুটিত উদ্যান এবার বিশেষ রূপে ফুলে ফলে সুসজ্জিত হইল। এই অপরিমিত বন্ধুতার লাভ ও ফল কি এই দেশের কি বিলাতের সকল স্থানের ইংরেজগণের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিল। আপনার ঈদৃশ ভ্রাতৃভাব কথনও কোন ইংরেজ হৃদয় হইতে বিমোচিত হইবে না।

আপনার প্রধান মন্ত্রী,—প্রধান সেনাপতি—সংগ্রাম ক্ষেত্রে সিংহ স্বরূপ,—রাজ্যের ভারবাহক ও স্তম্ভ স্বরূপ,—পৃথিবীর রাজা অযোধ্যার বাদসাহ গাজিউদ্দিন হায়দরের চির-অনুরক্ত ভৃত্য নবাব মহম্মদ মুক্তার উল মূলকের ব্যবহার এবং আচরণ আমি সর্ব্বান্তকরণে অনুমোদন করি—ইত্যাদি ইত্যাদি।"

---

* Vide note (6) in the appendix.

প্রথম অধ্যায়।

মহাত্মা-নিকেতন।

There are more things in heaven and earth, *Horatio.*
Than are dreamt in your philosophy—Hamlet

ভারতবর্ষ আজ কাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানালোকে আলোকিত। জনসাধারণের কুসংস্কার, অজ্ঞানতা এবং অমূলক ধর্ম্ম-বিশ্বাস দিন দিন বিলোপ হইতেছে। যুক্তি এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে কেহ কাহারও প্রচারিত মত ও ধর্ম্ম গ্রহণ করেন না। অভ্রান্ত-গুরু, অভ্রান্ত-শাস্ত্র দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। জন বিশেষের ধর্ম্ম-নির্ব্বাচন স্বাধীনতা, জনবিশেষের স্বাধীনমতের অধিকার ধীরে ধীরে সর্ব্ব-স্বীকৃত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ঈদৃশ বিজ্ঞান চর্চ্চা, এই রূপ স্বাধীন অনুসন্ধানের মধ্যে কে বিশ্বাস করিবে যে মনুষ্যের অগম্য চিরতুষারাবৃত হিমালয় পর্ব্বতের স্থানে স্থানে অনাসক্ত, জীবনমুক্ত মহাত্মা, সিদ্ধপুরুষ এবং যোগিগণ বাস করিতেছেন? কিন্তু এই বিশাল বিশ্ব সংসারে শত শত অলৌকিক ঘটনা, অলৌকিক দৃশ্য আমাদিগের দৃষ্টিপথে পড়িয়া সর্ব্বদাই আমাদের চিন্তা এবং বুদ্ধির গর্ব্বকে খর্ব্ব করিতেছে। এ সংসারে আমাদের অন্ধাবস্থায় জন্ম,—অন্ধাবস্থায়ই মৃত্যু। চিরান্ধ হইয়া আমরা সংসারে বিচরণ করিতেছি। সুতরাং জনপ্রবাদ-প্রসূন কোন অলৌকিক ঘটনা এই উপন্যাসে উল্লিখিত হইলে পাঠক ও পাঠিকাগণ তাহা একবারে কল্পনাসম্ভূত বলিয়া মনে করিবেন না। সকল প্রকার প্রবাদের মধ্যেই কিঞ্চিৎ সত্যের কণিকা থাকিতে পারে।

* সেই চিরতুষারাবৃত হিমাচল শৃঙ্গের স্থানে স্থানে প্রকৃতি বিনির্ম্মিত সুরম্য মনোহর মহাত্মা-নিকেতন সকল বিরাজিত রহিয়াছে। এই সকল পবিত্র আবাসে মহাত্মাগণ যোগাসনে, নিমিলিত নেত্রে সর্ব্বদা সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকেন। মহাত্মাদিগের মধ্যে কেহ কেহ যোগবলে জড়দেহ বিবর্জ্জিত হইয়া সূক্ষ্ম শরীরে জগতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করেন। জগতে শান্তি সংস্থাপন, জগতের দুঃখ নিবারণ, জগতের ধর্ম্মোন্নতি, ইহাদিগের একমাত্র তপস্যা এবং চেষ্টা। কিন্তু জড়জগতে তাঁহারা কার্য্য করেন না। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, তৃষ্ণাতুরকে বারি প্রদান, দরিদ্রকে ধন বিতরণ করিতে তাঁহারা ব্যস্ত নহেন। এই মহাত্মাগণ আধাত্মিক জগতে কার্য্য করিয়া সংসারের দুঃখ দরিদ্র্যেরমূলে কুঠারাঘাত করিবার চেষ্টা করেন। বাসনা ও কামনা বিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বদা পরহিতে রত রহিয়াছেন। তাঁহারা জাতিবিশেষ কি দেশবিশেষ কিম্বা শাস্ত্রবিশেষের পক্ষপাতী নহেন। পৃথিবীর সকল জাতি,সকল দেশ, সকল ধর্ম্মশাস্ত্র তাঁহারা সমভাবে নিরীক্ষণ করেন। তাঁহাদিগের ভাষা ও বাক্যালাপ জনসাধারণের ভাষা এবং বাক্যালাপ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এমন কি তাঁহাদের কথাবার্ত্তা সহজে কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই।

১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে অযোধ্যার দ্বিতীয় রাজা নসিরদ্দি হায়দরের রাজত্বকালে একদিন হিমাচল স্থিত কোন মহাত্মা-নিকেতনে দুই জন মহাপুরুষ পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন। তাঁহাদের পরস্পরের কথাবার্ত্তা দ্বারা বোধ হয় যে তাঁহাদের মধ্যে এক জন গুরু; দ্বিতীয় চেলা।

চেলার শরীর কম্বলাবৃত। সুতরাং তাঁহার শারীরিক অবস্থা

দেখিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তিনি এখনও পর্য্যন্ত দিব্য-শরীর লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু গুরুর শরীর শীতোষ্ণ বিবর্জ্জিত। চেলা এখনও চর্ম্মচক্ষে দর্শন করেন। কিন্তু গুরুর কথা শুনিলে বোধ হয় যে তাঁহার সম্পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি লাভ হইয়াছে। তিনি লোকের মুখ দেখিলেই তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারেন। আজ চেলার মুখমণ্ডল বিমর্ষের ছায়ায় পরিবেষ্টিত দেখিয়া গুরু বলিতেছেন—"বৎস! হৃদয়ের দুঃখ দূর কর। সুখ দুঃখ উভয়ই মানব মনের বিকার। সুখ দুঃখই মানবের অধোগতির কারণ। শীতোষ্ণ যদ্রূপ শরীরের উপর কার্য্য করিয়া শরীর মধ্যে বিবিধ রোগ আনয়ন করিতেছে; সুখ দুঃখ তদ্রূপ মানসিক রোগ উৎপাদন করে।"

চেলা কহিলেন—"প্রভো! মনের দুঃখ শত চেষ্টা করিয়াও পরিহার করিতে পারি না।"

গুরু। তবে তুমি স্বদেশে প্রস্থান কর। এ কঠিন যোগের পথ অবলম্বন করিতে পারিবে না।

চেলা গুরুর কথা শুনিয়া নির্ব্বাক রহিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু বিসর্জ্জিত হইতে লাগিল।

কিন্তু গুরু আবার বলিলেন—"তুমি এখন স্বদেশে প্রস্থান কর। তোমার হৃদয়ের মোহান্ধকার এখনও দূর হয় নাই।"

গুরুর শেষোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া চেলা তৎক্ষণাৎ গুরুর পদতলে পড়িয়া বলিলেন—"আমার স্বদেশ কোথায়?—শ্মশানই আমার স্বদেশ—গঙ্গার বক্ষই আমার মাতৃক্রোড়। আপনি কেন আমাকে মাতৃক্রোড়চ্যুত করিলেন?"

গুরু ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন "তোমাকে গুরুতর পাপ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত।"

চেলা। তবে এখন আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

গুরু। আমার সাধ্য নাই।

চেলা। আপনি ইচ্ছা করিলেই পারেন।

গুরু। তুমি নির্ব্বোধ! যোগলব্ধ শক্তি কি কেহ কাহাকে দিতে পারে। যোগবলে এ শক্তি লাভ করিতে হইবে।

চেলা। কত বৎসরে লাভ করিতে পারিব?

গুরু। সে তোমার মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। হয় তো পঞ্চাশ বৎসরেও লাভ করিতে পারিবে না।

চেলা। তবে আর আমার বাসনা পূর্ণ হইল না।

গুরু। বাসনা কামনা বিবর্জ্জিত না হইলে কেহ যোগী হইতে পারে না।

চেলা। আত্মসুখ-বাসনা তো দীর্ঘ কাল হইল পরিত্যাগ করিয়াছি। এ তো জগতের মঙ্গল কামনা।

গুরু। সকল প্রকার কামনা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

চেলা। জগতের মঙ্গল কামনাও পরিত্যাগ করিতে হইবে? আপনি তো সর্ব্বদাই জগতের মঙ্গল কামনা করেন।

গুরু। পরমেশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক—এই আমার কামনা।

চেলা। এই ভীষণ অত্যাচার দূর করা কি পরমেশ্বরের ইচ্ছা নহে।

গুরু। তাঁহার ইচ্ছা হইলে এখনই দূর হইত।

চেলা। তবে এ ঘোর অত্যাচার তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী হইতেছে।

গুরু। জগতের এই সকল নিগূঢ় তত্ত্ব তুমি বুঝিতে পারিবে না। অত্যাচার, বিপদ, দুঃখ এবং যন্ত্রণা সকলই জন-বিশেষ কিম্বা জাতিবিশেষের কর্ম্মের ফল।

চেলা কিছুক্ষণ নির্ব্বাক্ থাকিয়া পরে বলিলেন—"তবে এখন আমাকে কি করিতে বলেন।"

গুরু। অবিলম্বে তুমি অযোধ্যায় গমন কর।

চেলা। অযোধ্যায় যাইয়া কি হইবে—অযোধ্যার এ ভীষণ অত্যাচার আর দেখিতে ইচ্ছা হয় না।

গুরু। এইরূপ ভীষণ অত্যাচার চিরকাল থাকিবে না।

চেলা। কতদিনে এ অত্যাচার দূর হইবে?

গুরু। জন সাধারণের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশ ব্যাপ্ত অত্যাচার এবং অরাজকতা ক্রমে হ্রাস হইবে।

চেলা। এ অত্যাচার নিবারণের কি অন্য কোন উপায় নাই?

গুরু। না—এ অত্যাচার কথনও নিবারিত হইবে না—কর্ম্ম-ফল কেহই এড়াইতে পারে না।

চেলা। তবে এ পাপরাজ্য পরিত্যাগ করিতে পারিলেই সকল দুঃখ দূর হইবে।

গুরু। সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা তোমাকে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করিয়াছে। তুমি কর্ত্তব্যের পথানুসরণ কর।

চেলা। নরকসদৃশ মুসলমান অন্দর হইতে মানকুমারীকে উদ্ধার করিতে না পারিলে নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিব।

গুরু। আমি অবিলম্বে তাহার উদ্ধারের উপায় অবলম্বন করিব।

চেলা। কি উপায় অবলম্বন করিবেন।

গুরু। তাহার জন্ত তুমি চিন্তা করিও না। সে সিংহের গহ্বর হইতে—ব্যাঘ্রের মুখ হইতে অক্ষুণ্ণ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবে।

চেলা। ইহা কি সম্ভব!—ইন্দ্রিয়াসক্ত নসিরদ্দি হায়দরের গৃহে থাকিয়া আপন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থা হইবে?

গুরু। যথা রাবণের গৃহে সীতা।

চেলা। আপনার সকল কথাই আমার প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়। এই অদূরদর্শিনী বালিকার কিছুমাত্র আত্মরক্ষার শক্তি নাই।

গুরু। বিপদ অত্যুৎকৃষ্ট শিক্ষাগুরু। বিপদ বালিকাকে প্রবীণা করে—অদূর দর্শীকে দূরদর্শী করে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এই বালিকার যড়যন্ত্রে দর্শনসিংহ সপরিবারে বিনষ্ট হইবে এবং নসিরদ্দিও প্রাণ হারাইবে।

চেলা। রাজা দর্শনসিংহ সপরিবারে বিনষ্ট হইবে? আমি তাঁহার নিরপরাধা পরিবারের বিনাশ কামনা করি না। কিন্তু দর্শনসিংহের বিনাশ সর্ব্বদাই প্রার্থনা করি। তাহার চক্রান্তেই মানকুমারীর সর্ব্বনাশ হইয়াছে; এবং কত শত কুলকামিনীর ধর্ম্ম নষ্ট হইতেছে।

গুরু। তুমি চেষ্টা করিলে দর্শন সিংহের স্ত্রী পুত্রকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারিবে।

চেলা। আমি কিরূপে রক্ষা করিব।

গুরু। সময় উপস্থিত হইলে সকল জানিতে পারিবে।

এখন অযোধ্যায় গমন কর। গত কল্য যেরূপ বলিয়াছি তদনুসারে কার্য্য করিবে।

চেলা সকৃতজ্ঞ চিত্তে গুরুর চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

পিসিমা।

This "greatest of his friends" was a former resident with whom the king had been on very intimate terms; let us call him Mr. Smith, that name will do as well as any other. Mr. Smith had a very captivating wife; and scandal did say that the king was fonder of Mrs. Smith than of her husband.

—*W. Knighton.*

১৮২৭ খ্রীঃ অব্দে অযোধ্যার প্রথম বাদসাহ গাজিউদ্দিনহায়দরের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র নসিরদ্দি হায়দর অযোধ্যার সিংহাসনারূঢ় হইলেন। গাজিউদ্দিনের মৃত্যুর পূর্ব্বেই অযোধ্যার রাজকোষ শূন্যপ্রায় হইয়াছিল। পিতৃ-সঞ্চিত বিপুল অর্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদান করিয়া গাজিউদ্দিন বাদসাহ উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। গাজিউদ্দিনের রাজত্বের পূর্ব্বে অযোধ্যার নবাব পুরুষপরম্পরায় অযোধ্যার উজীর বলিয়া অভিহিত হইতেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গাজিউদ্দিনের নিকট হইতে অনেক

ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন। গাজিউদ্দিন তাঁহাদের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা প্রত্যুপকারচ্ছলে গাজিউদ্দিনকে লিখিলেন যে, তাঁহার উজীর উপাধি দিল্লীর বাদসাহের অধীনতার পরিচয় প্রদান করে। তিনি বাদসাহ উপাধি গ্রহণ করিলে আর দিল্লীর বাদসাহের অধীনতা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে না। গাজিউদ্দিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বাদসাহ উপাধি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এই নূতন উপাধি তাঁহাকে দীর্ঘকাল ধারণ করিতে হইল না। রাজ্য-বিনাশ-শোকে তাঁহার পিতা সাদাতালির মৃত্যু হইল। পিতৃ-সঞ্চিত-অর্থ-শোকে গাজিউদ্দিন অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

সাদাতালি অতিশয় প্রখর, কার্য্যদক্ষ এবং মিতব্যয়ী ছিলেন। গাজিউদ্দিন কার্য্যদক্ষ না হইলেও বিলাসপ্রিয় ছিলেন না। কিন্তু বর্ত্তমান অযোধ্যাধিপতি নসিরদ্দি হায়দরের স্বভাব চরিত্র তাঁহার পিতা পিতামহের স্বভাব চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। নসির বাল্যাবস্থা হইতেই রমণী-সংসর্গ-প্রিয়। বিবিধ কুশিক্ষা-প্রদ নবাব অন্দরে যাঁহার বাল্য শিক্ষা—লজ্জা-ভয়-বিবর্জ্জিত পশ্বাচারী সুরাসক্ত ফেরেঙ্গি এবং ইংরেজ সংসর্গে যাঁহার যৌবনাতিপাত তিনি যে কি প্রকার চরিত্র লাভ করিয়াছেন, তাহা পাঠক সহজেই অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন। ইহার চরিত্র গঠনের বিবরণ উল্লেখ করিতে হইলে পুস্তক অশ্লীলতা পূর্ণ হইয়া পড়িবে।

নসিরকে ফেরেঙ্গি এবং ইংরেজ-সংসর্গ-প্রিয় দেখিয়া গাজিউদ্দিন তাঁহাকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। একবার তিনি নসিরের প্রাণ বিনাশ করিতে উদ্যত

হইলেন। কিন্তু গাজিউদ্দিনের প্রধানা বেগম বিশেষ কৌশলে নসিরের প্রাণ রক্ষা করিলেন।

নসিরের সিংহাসনারূঢ় হইবার অব্যবহিত পরেই রাজকোষ হইতে প্রায় দুই কোটী টাকা ব্যয় হইল। ইহাতে অযোধ্যার ধনাগার একেবারে শূন্য হইল। অত্যল্প কাল মধ্যে দুই কোটী টাকা কিরূপে ব্যয় হইল তাহা কেহই জানে না। লক্ষ্ণৌ নগরের জনসাধারণের বিশ্বাস যে নসিরদ্দি হায়দর লক্ষ্ণৌর তৎকালের রেসিডেন্টের সহধর্ম্মিনীকে এই টাকা দিয়াছেন।

এ দেশের রমণীগণ পর্দ্দানসিন। এ দেশের লোকের শিক্ষা এবং আচার ব্যবহার ইংরেজদিগের শিক্ষা এবং আচার ব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইংরেজ রমণীগণ পুরুষের সঙ্গে একত্রে আহার বিহার করেন, একত্রে চলাচলতি করেন। সুতরাং ইংরেজেরা ঈদৃশ আচার ব্যবহার অন্যায় বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু এদেশীয় লোক কোন রমণীকে পুরুষের সঙ্গে চলিতে দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতে আরম্ভ করেন। দেশাচার অনুসারেই লোকের চরিত্র গঠিত হয়। সুতরাং এ দেশীয় লোকদিগকেও আমরা তজ্জন্য অপরাধি বলিয়া মনে করি না।

লক্ষ্ণৌর তৎকালের রেসিডেন্ট সাহেবের স্ত্রী অত্যন্ত প্রখরা, বুদ্ধিমতি এবং রূপবতী ছিলেন। অন্যান্য ইংরেজ মহিলার ন্যায় তিনি এদেশীয় লোকদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না। বরং নবাব কিম্বা রাজগণের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা প্রকাশ করিতেন। আসল কথা তিনি লোকের সঙ্গে কিছু অধিক আলাপ করিতেন। তাঁহার অসাধারণ রূপলাবণ্য এবং চরিত্রের

উদারতা দর্শনে নসির তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনিও মধ্যে মধ্যে নসিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন।

এই শুদ্ধাচারিণী ইংরেজ মহিলাটীকে কখনও কখনও নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে দেখিয়া লক্ষ্ণৌর কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই নানাবিধ অপবাদ রটনা করিতে আরম্ভ করিল। ইংলণ্ডের চিরপ্রচলিত নিয়মানুসারে আত্মীয়তা কিম্বা বন্ধুতা প্রদর্শনার্থ রমণীগণ পুরুষের মুখচুম্বন করেন এবং পুরুষকেও আপন আপন মুখচুম্বনের অধিকার প্রদান করেন। আমরা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু হইতে পারে—প্রাগুক্ত রেসিডেণ্ট সাহেবের স্ত্রী বিশেষ উদারতা প্রদর্শন পূর্ব্বক নসিরের মুখচুম্বন করিয়াছিলেন; কিম্বা নসিরকে স্বীয় মুখচুম্বনের অধিকার প্রদান করিয়া থাকিবেন। লক্ষ্ণৌ নগরের অধিকাংশ হিন্দু এবং মুসলমান চিরকালই আহম্মক। এই সকল হীনবুদ্ধি আহম্মক মনে করিতেন মুখচুম্বন হইলেই অর্দ্ধেক নিকা হইল। ইহারা জানে না যে ইংরাজী আচার ব্যবহারানুসারে মুখচুম্বনে বিশেষ দোষ নাই। সুতরাং লক্ষ্ণৌ নগরে এইরূপ জনরব হইল যে নসিরদ্দিহায়দর রেসিডেণ্ট সাহেবকে দুই কোটী টাকা প্রদান করিয়াছেন। রেসিডেণ্ট সাহেব তাঁহার বর্ত্তমান স্ত্রীকে নবাবের নিকট বিক্রয় করিয়া বিলাতে যাইবেন। সেথানে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিবেন। অযোধ্যার হিন্দু এবং মুসলমানদিগের যেমন বুদ্ধি তেমন বিশ্বাস! এই জনরব প্রথমতঃ নবাব গৃহের হীনবুদ্ধি ভৃত্যগণ চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিতে লাগিল।

প্রায় এক মাস পর্য্যন্ত আহম্মক উল্লা, বক্সু, রহিম, আজিমালি, নিয়ামতখাঁ এবং নবাবের খানসামা রোসনআলি বাজারে

প্রত্যেক লোকের নিকট চুপে চুপে এই সকল কথা বলিতেছে এবং প্রত্যেককেই আবার সাবধান করিয়া দিতেছে—"মিঞা এ কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।" ক্রমে এই অমূলক জনরব সর্ব্বত্রে প্রচার হইল। এমন কি অযোধ্যার বাদসাহের আসিষ্টাণ্ট দেওয়ান রাজা মেওয়ারাম সিংহ রাজা বক্তার সিংহের সঙ্গে কখনও কখনও এই সকল কথা লইয়া হাস্য পরিহাস করিতেন।

লক্ষ্ণৌর প্রধান মৌলবী মীরকেরামতআলিখাঁ মৌলবী হোসনালির সঙ্গে এই প্রস্তাবিত নিকা সম্বন্ধে কোরাণের মতামত সমালোচনা করিলেন। কেরামতআলি বলিলেন "নিকার পূর্ব্বে মেমকে কলমা পড়িতে হইবে—মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা না হইলে কাফেরের সঙ্গে মুসলমানের নিকা হইতে পারে না।" হোসনালী বলিলেন—"কলমা পড়িলেই পর্দ্দানসিন হইতে হইবে। বিলাতী মেম কি কখনও পর্দ্দানসিন হইবে?"

এই কথা শুনিয়া কেরামতআলি হি হি করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"সোবান আল্লা! বেগম হইয়া বেপর্দ্দা থাকিবে!"

একদিন নবাবের প্রধান খানসামা রোসনালি লক্ষ্ণৌ বাজারে ইয়ারমহম্মদের দোকানে বসিয়া গুড়্গুড়ি হুঁকায় তামাক খাইতেছেন। অন্যান্য দোকান হইতে একেবারে বিশ পঁচিশ জন লোক আসিয়া তাহার নিকট জুটিল—কেহ জিজ্ঞাসা করিল—"মিঞা কবে বড় সাহেবের মেমের সঙ্গে নবাবের নিকা হইবে?" কেহ বলিল—"বোধ হয় এই মাসেই হইবে।"

রোসন আলির প্রত্যুত্তর প্রদানের পূর্ব্বেই সমবেত লোক

মধ্যে মৌলাবক্স বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ এই মাসেই নিকা হইবে। দশ ক্রোড় টাকার কাবিন নাদিলে মেম নবাবকে নিকা করিবে না। বিলাতি মেম—সোজা কথা নহে।"

রোসনআলি স্বীয় পদমর্য্যাদা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিলেন—"মিঞা চুপ কর; ও সকল বড় ঘরের কথায় কাজ কি।"

রোসনআলির ভাব ভঙ্গি দেখিয়া সমবেত লোকদিগের মধ্য হইতে বৃদ্ধ হোসেনখাঁ বলিল—"মিঞা! আমার দাড়ী গোঁপ পাকিয়াছে। নবাব আসফউদ্দৌলার সময় হইতে এই লক্ষ্ণৌতে দোকানদারি করি। সকলই দেখি। সকলই জানি। সোবান আল্লা। আমরা কাহার নিকট কিছু বলি না। মিঞা আমাকে এত কাঁচা লোক মনে করিবেন না।"

হোসেনখাঁর কথা শেষ হইতে না হইতে ছিন্ন পাগড়ি, ছিন্ন চাপকান, ময়লা এবং ছিন্ন পাজামা পরিহিত নবাব বাড়ীর এক জন সিপাহী মূলারাম সিংহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাহার ছিন্ন বস্ত্র দেখিয়া এই জনতার মধ্য হইতে এক জন সহাস্য বদনে বলিলেন—আয়ে সাহেব! এছা হাল কেঁও? ফাটা পাগড়ি!—ময়লা লেবাস!—

সিপাহী বলিলেন—"ভাই দো বরছ হুয়া এক পয়সা বি তলব নেই মেলা—ইয়া নকরি বি ছোড় দেনে হোগা—নবাব বড় সাব্‌কা মেম কো হর্ রোজ লাখোঁ রুপেয়া দেতে হায়। নফর চাকর লোককো তলব নেই মেলা।"

জনতার মধ্য হইতে অন্য এক জন বলিয়া উঠিল—"আর তিন বৎসরেও সিপাহীদের তলব মিলিবে না। নবাব

বড়সাহেবের মেমকে নিকা করিলে দশ কোটী টাকা দিতে হইবে।”

তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন—হাঁ দশ কোটী টাকা! এক লাখ টাকা দিলে অমন পাঁচটা মেম নিকা করিতে পারি। বুড় মেম—ওর জন্য দশ কোটী টাকা—

চতুর্থ বলিলেন—“ভাই তোমার সাদা চামড়া—তুমি বিনা টাকায় কত মেম আনিতে পার। তোমার চেহারা দেখিয়াই কত মেম আসিবে।”

পঞ্চম—“কেবল সাদা চামড়ায় বিলাতি মেম ভোলে না। তাহারা টাকা বড় চিনে।”

চতুর্থ ব্যক্তি আবার কহিলেন—“নবাব, আমির, উমরার যেমন বুদ্ধি তেমন চক্ষু—নবাব যে কি দেখিয়া ভুলিল তাহা আমরা বুঝি না”।—

ইহাদিগের এইরূপ কথাবার্ত্তার সময় এই স্থান হইতে অনতিদূরে, বাজারের অন্য এক দোকানের নিকট, অকস্মাৎ অনেক লোকের গোলমাল শুনিতে পাইয়া সমুদয় লোক সেই দিকে দৌড়িয়া গেল। সেখানে একটী স্ত্রীলোক একজন হাতীর মাহুতকে গালি বর্ষণ করিতেছে। অন্যান্য লোক স্ত্রীলোকটীর পক্ষ হইয়া মাহুতকে ভর্ৎসনা করিতেছে। মাহুত বলিতেছে “আমি কি করিব। তিন দিনের মধ্যে হাতীর আহার মিলে নাই। হাতী ফলের ঝুড়ি সম্মুখে দেখিয়া সমুদয় ফল খাইয়াছে”।

স্ত্রীলোকটী বলিতেছে তুমি দুষ্টামি করিয়া হাতীকে আমার ফল খাওয়াইয়াছ। অন্যান্য লোকও স্ত্রীলোকটীর কথায় সায় দিতেছে। বস্তুত মাহুত দুরভিসন্ধি করিয়াই ফল খাওয়াইয়াছে।

বৎসরেক যাবৎ নবাবের পিলখানার নির্দ্ধারিত ব্যয়ের নিমিত্ত যথা সময়ে টাকা পাওয়া যায় না। এক এক জন মাহুত দুই তিন দিন পরে আপন হাতী সহ বাজারে যায়; ফলের দোকান হইতে হাতী শুঁড় দ্বারা ফল উঠাইয়া লইয়া তদ্দ্বারা উদর পূর্ণ করে।

এক এক দিন বাজারে এইরূপ এক একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইলেই সকলে মিলিয়া রেসিডেণ্ট সাহেবের মেমের নিন্দাবাদ করিতে আরম্ভ করেন। সকলেই বলেন নবাবের সকল টাকাই মেমসাহেব নিতেছেন। নবাবের চাকরেরা বেতন পায় না। নবাবের হাতী ঘোড়ার আহার মিলে না।

এ দিকে রাজস্ব আদায় উপলক্ষে অযোধ্যার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রজার উপর ঘোর অত্যাচার আরম্ভ হইল। প্রজাগণও লোক পরম্পরায় শুনিলেন নবাব প্রত্যেক দিন রেসিডেণ্টের মেমকে লক্ষ টাকা প্রদান করেন। সুতরাং মেম সাহেবের এই অমূলক অপবাদ সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল। সকলের অভিসম্পাত এই নিরপরাধা ইংরেজরমণীর শিরে বর্ষিত হইতে লাগিল।

রেসিডেণ্ট সাহেব রাজ্যের সকল প্রকার সংবাদ সংগ্রহ করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত। তিনি রাজ্যের সংবাদ সংগ্রহার্থ গোয়েন্দা নিযুক্ত করেন। রাজ্যের সকল খবরই রাখেন। কিন্তু নিজের ঘরের খবর রাখেন না। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর যে এইরূপ অপবাদ প্রচার হইতেছে তাহা তিনি জানিতেন না। জানিলে কি কখনও তাঁহার সঞ্চিত টাকা এই সময় বাহির করিতেন? তিনি ঠিক এই সময় তাঁহার সঞ্চিত টাকা হইতে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা বাহির করিলেন। এই পঁচাত্তর লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ ক্রয়

করিয়াছিলেন—কি টাকা বিলাতে প্রেরণ করিলেন—তাহা আমরা নিশ্চয় জানি না। কিন্তু তিনি যে পঁচাত্তর লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক তখন গবর্ণর জেনারল। মেটকাফ্ কৌন্সিলের মেম্বর। ইঁহারা উভয়েই ধার্ম্মিক লোক। লক্ষ্ণৌর রেসিডেণ্ট পঁচাত্তর লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাদিগের চক্ষু স্থির! তাঁহারা অবাক হইয়া পড়িলেন; এবং নানা প্রকার সন্দেহ করিতে লাগিলেন। কর্ত্তব্যের অনুরোধে অগত্যা কৌন্সিল গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তদন্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া রেসিডেণ্ট সাহেব গবর্ণমেণ্টে পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহার এস্তফাপত্র মঞ্জুর করিলেন না। রেসিডেণ্ট তখন বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সস্ত্রীক ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন।

গবর্ণমেণ্টের অনুসন্ধানের ফলাফল কাহারও জানিবার সাধ্য নাই। অনুসন্ধানের সময় কৌন্সিল গৃহের দ্বাররুদ্ধ ছিল। ভারতের মিত্ররাজ্য সম্বন্ধে কৌন্সিলে যে সকল বিষয়ের সমালোচনা হয় তাহা পরমেশ্বর ভিন্ন মনুষ্যের জানিবার সাধ্য নাই। তবে হিমাচলবাসী যে সকল মহাপুরুষদিগের অন্তর্দৃষ্টি লাভ হইয়াছে তাঁহারা জানিতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা জানিলেও কাহার নিকট কিছু প্রকাশ করেন না। তবে কৌন্সিল গৃহের দ্বারে ছিদ্র থাকিলে বিলাতী কিম্বা দেশীয় ভূতেরা কলে কৌশলে কৌন্সিলের সংবাদ বাহির করেন। কিন্তু ভূতের চীৎকার কে বিশ্বাস করিবে? বিশেষতঃ ভূতের চীৎকারে যে সকল সংবাদ বাহির হয় তাহার পৌনে ষোল আনা মিথ্যা।

প্রাগুক্ত রেসিডেণ্ট সাহেবের চরিত্র অনুসন্ধানের ফলাফল চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভূতের বাবাও জানিতে পারিলেন না। চারি পাঁচ বৎসর পরে ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দের ৯ জুলাই তারিখের মিরাট অবজারবরে (Meerat observer) ভূতের চীৎকার আরম্ভ হইল। ২৩ জুলাই কলিকাতার ভূত পূর্ব্বোক্ত ভূতের মতামত কতকটা খণ্ডন করিলেন। কিন্তু রেসিডেণ্ট সাহেবকে যে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক বরখাস্থ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ রহিল না।

প্রাগুক্ত রেসিডেণ্ট সাহেব বরখাস্ত হইয়াছিলেন শুনিয়া পাঠক ও পাঠিকাগণ হয় তো মনে করিবেন যে অযোধ্যার অধিবাসিগণ রেসিডেণ্ট সাহেবের সহধর্ম্মিনী সম্বন্ধে যে জনরব বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা হয় তো সত্য হইবে। উপন্যাস লেখক অনর্থক তাহাদিগকে হীনবুদ্ধি আহম্মক বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। উপন্যাস লেখক নিজেই আহম্মক। কিন্তু পাঠক তাহা নহে। আমরা নিশ্চয় জানি রেসিডেণ্ট সাহেবের সহধর্ম্মিনীর সঙ্গে নসিরদ্দির নিকার প্রস্তাব কখনও হয় নাই। মেম বোধ হয় নসিরদ্দি হায়দরের পিসিমা হইয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়াসক্ত হীনবুদ্ধি নসিরের মনের কথা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু মেম সাহেব সত্য সত্যই নসিরের দরবারে পিসিমার আসন গ্রহণ করিতেন। নসিরকে নিকা করিবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে কখনও প্রবেশ করে নাই। তবে বিলাতি পিসিমা এবং বাঙ্গালী পিসিমার মধ্যে যে কতকটা বিভিন্নতা আছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। বাঙ্গালী পিসিমার পঁচিশ বৎসরের অধিক বয়স হইলেই তিনি বৃদ্ধার আসন গ্রহণ করেন; এবং

তাঁহার বয়সের কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই দুই কুড়ি সাত গণ্ডা বৎসর বয়স হইয়াছে বলেন। কিন্তু বিলাতি পিসিমা সহজে বৃদ্ধা হইতে চাহেন না। বিলাতি পিসিমার দুইকুড়ি সাত গণ্ডা বৎসর বয়স হইলেও তিনি প্রাণান্তে পঁচিশ বৎসরের অধিক বয়স হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের দন্ত পড়িয়া গেলে কৃত্রিম দন্ত ব্যবহার করিয়া দাঁতের অভাব মোচন করেন। গণ্ডদ্বয় ভাঙ্গিয়া পড়িলে নেক্‌ড়ার পুঁটলী মুখে রাখিয়া গণ্ডদ্বয় স্ফীত রাখেন। কিন্তু যস্মিন্ দেশে যদাচার। বিলাতি পিসিমা-দিগের ঈদৃশ ব্যবহার নিবন্ধন তাহাদিগকে নিন্দা করা যায় না। বাঙ্গালি পিসিমাদিগের আর বিবাহের আশা নাই। বিলাতি পিসিমাগণ বৃদ্ধা হইলেও একেবারে আশা বিবর্জ্জিত নহেন। বাঙ্গালি পিসিমাগণ একেবারে পেন্সন গ্রহণ করেন। কিন্তু বিলাতি পিসিমাগণ অধিকাংশ বাঙ্গালি হাকিম বাবুদের ন্যায় মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রাণান্তেও পেন্সন গ্রহণ করিতে চাহেন না। বাহাত্তর বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে কাহারও পঞ্চান্ন বৎসর পূর্ণ হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়।

পারিষদ বর্গ।

Engaged in every species of debauchery, and surrounded by wretches, English, Eurasian and natives, of the lowest description, his whole reign was one continued satire upon the subsidiary and protected system—*Calcutta Review Vol III.*

কালের কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! এক সময় যে স্থান স্বর্গ ছিল, আজ সেই স্থান নরক সদৃশ হইয়া পড়িয়াছে। যে অযোধ্যায় রামচন্দ্র সদৃশ জিতেন্দ্রিয় প্রজাবৎসল রাজগণ রাজত্ব করিয়াছেন, আজ সেই অযোধ্যার সিংহাসনে ইন্দ্রিয়াসক্ত বিলাসপ্রিয় নসিরদ্দিনহায়দর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। অযোধ্যার দ্বিতীয় বাদসাহ্ নসিরদ্দিন হায়দরের চরিত্রের পরিচয় প্রদান করিবার প্রয়োজন নাই। পণ্ডিতেরা বলেন, জনবিশেষের চরিত্র তাঁহার বন্ধুর চরিত্রে প্রতিবিম্বিত হয়। সুতরাং বাদসাহের পারিষদদিগের চরিত্র সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিলেই পাঠক ও পাঠিকাগণ স্বয়ং বাদসাহের চরিত্রের বিলক্ষণ পরিচয় পাইবেন।

নসিরের প্রধান পাঁচটী পারিষদই ইংরেজ এবং ফেরেঙ্গি। তন্মধ্যে একজন তাঁহার শিক্ষক, দ্বিতীয় পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ (Librarian) তৃতীয় জর্ম্মণ চিত্রকর এবং গায়ক, চতুর্থ শরীর রক্ষক কাপ্তান; পঞ্চম ইংরেজ নাপিত। এই নাপিত সাহেবই

বাদসাহের খাস দরবারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। এই উপন্যাসের উল্লিখিত অনেক ঘটনার সঙ্গেই নাপিত সাহেবের সংশ্রব রহিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ইহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকদিগের জ্ঞাতার্থ এই অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইল।

ইনি লণ্ডন নগরের কোন ইংরেজ রমণীর গর্ভজাত সন্তান। বিলাতে যে সকল ইংরেজ-নন্দনের পিতার নাম জানিবার সম্ভব নাই, তাহারা প্রায়ই মাতৃনামে পরিচিত। ইহারও পিতার নাম কেহ জানিতেন না। সুতরাং জনৈক ইংরেজ রমণীর সন্তান বলিয়া ইহাকে পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিতে হইল। বাল্যকালে ইনি লণ্ডন নগরে ক্ষৌরকার্য্য শিক্ষা করিয়া নাপিতের ব্যবসা আরম্ভ করেন। ইহার অর্থোপার্জ্জনের তৃষ্ণা সাতিশয় প্রবল ছিল। ইনি লোক পরম্পরায় শুনিলেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা নগরে ইংরেজ-নাপিত একেবারেই নাই। সেখানে ইংরেজ-নাপিতের প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র রহিয়াছে। সুতরাং ভারতে আসিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভারতে আসিবার জাহাজ ভাড়া প্রদান করিবার তাহার শক্তি নাই। অগত্যা পোতারোহীদিগের ভৃত্য স্বরূপ কাজ করিতে স্বীকার করিয়া (অর্থাৎ Cabin boy স্বরূপ) বিনা ব্যয়ে লণ্ডন নগর হইতে কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতায় পৌছিয়া ক্ষৌর ব্যবসা অবলম্বন পূর্ব্বক কিছু অর্থ সঞ্চয় করিলেন। পরে ক্ষৌর ব্যবসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবিধ বিলাতি পণ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া জলপথে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। বাণিজ্য উপলক্ষে তিনি লক্ষ্ণৌ নগরে

পৌঁছিলেন। লক্ষ্ণৌর তৎকালের রেসিডেন্টের মস্তকে পাতলা কেশ ছিল। কিন্তু গবর্ণর জেনেরলের মস্তকে ঝাপটা কুঞ্চিত কেশ। বড় লোকের পরিচ্ছদ—বড় লোকের আচার ব্যবহার সকলেই অনুকরণ করেন। রেসিডেণ্ট সাহেব মনে করিতেন ইংরেজ নাপিতের সাহায্যে তিনি স্বীয় মস্তক কোঁকড়ান কেশে ভূষিত করিতে পারিবেন। টুপী খুলিলে আর মস্তকের সাদা চর্ম্ম কেহ দেখিতে পাইবে না। ঘটনাক্রমে পণ্য দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রাগুক্ত ইংরেজ-নাপিত লক্ষ্ণৌ নগরে আসিলেন। নাপিত রেসিডেণ্টকে কামাইলেন। রেসিডেণ্ট, নাপিত সাহেবের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ক্ষৌরকার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য নসিরদ্দিহায়দরকে অনুরোধ করিলেন। রেসিডেণ্টের অনুরোধ দেশীয় রাজগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির গবর্ণর জেনেরলের হুকুম স্বরূপ মান্য করেন। সুতরাং নসিরদ্দিহায়দর প্রথমে ক্ষৌরকার্য্যার্থ ইহাকে নিযুক্ত করিলেন। অত্যল্প কাল মধ্যে এই ইংরেজ-নন্দন বাদসাহের প্রধান প্রিয়পাত্র হইলেন। বাদসাহ ইহার সঙ্গে একত্রে এক টেবিলে আহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার নামটী * শুনিলে ইহাকে ভদ্র কুলোদ্ভব বলিয়া কেহ স্বীকার করেন না। বাদসাহের অন্যান্য ইংরেজ পারিষদ ইহার সঙ্গে এক টেবিলে আহার করিতে সময় সময় অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। সুতরাং নসির ইহাকে মুসলমান উমরার উপাধি প্রদান পূর্ব্বক ইহাকে সরফরাজ খাঁ নামে অভিহিত করিলেন।

বিলাতি নাপিত মুসলমান উমরার পদ প্রাপ্ত হইয়া এখন

---

* Vide note (7) in the appendix.

নসিরের সঙ্গে এক টেবিলে আহার করেন! সুরাপান উপলক্ষে আমোদ প্রমোদের সময় কখনও কখনও নসিরের চাচাদিগের পাগড়ী ধরিয়া টানেন। মস্তকের উষ্ণীষ ধরিলে মুসলমানদিগের বিশেষ অপমান করা হয়। কিন্তু বিলাতি নাপিত সর্ব্বদাই বাদসাহের চাচাদিগকে এইরূপ অপমান করিতেন। বিলাতি নাপিতের নিকট এখন লক্ষ্ণৌর রেসিডেণ্ট ভিন্ন অযোধ্যার সমুদয় লোকই অধীনতা স্বীকার করেন।

নসিরের পিতা গাজিউদ্দিনহায়দরের কার্য্যকলাপ এবং আচার ব্যবহার বদ্ধমূল মুসলমানি সংস্কারের পরিচয় প্রদান করিত। তিনি অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। সুতরাং ইংরেজি আচার ব্যবহার ঘৃণা করিতেন। কিন্তু ইংরেজ-সংসর্গপ্রিয় নসির ইংরেজি আচার ব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতি। তিনি ইংরেজদিগের ন্যায় টেবিলে আহার করেন এবং টেবিলের খরচ পত্রের ভার সরফরাজখাঁর হস্তে অর্পণ করিলেন। সরফরাজখাঁ কলিকাতা হইতে কোন মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকার, কোন মাসে যাট হাজার টাকার বিলাতি মদিরা আনাইতে লাগিলেন। কিন্তু এ দিকে রাজকোষ একেবারে শূন্য হইয়া পড়িল।

এই সময় নবাব মাতেমদ উল উদ্দৌলা নসিরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইনি আগা মীর নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত। অযোধ্যার তৎকালের দেওয়ান রাজা রামদয়াল। গত বৎসর প্রজাদিগের উপর ঘোর অত্যাচার করিয়া ইঁহারা যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন, তাহা বৎসর শেষ না হইতেই ব্যয় হইয়া গিয়াছে। অনেকানেক পরগণার প্রজাগণ পলায়ন পূর্ব্বক নেপালের প্রান্ত-প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে। শত শত প্রজা কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ

পূর্ব্বক এখন ঠগী এবং দস্যুদল ভুক্ত হইয়াছে। সমগ্র অযোধ্যা চোর ডাকাইতের আবাস ভূমি হইয়া পড়িয়াছে।

বৎসর প্রায় শেষ হইল। এখন ফাল্গুন মাস। দোকানদার এবং কনট্রাক্টর সকলেই আপন আপন পাওনা টাকার জন্য দেওয়ান রামদয়ালের দরবার করিতেছে। রাজা রামদয়াল আবার সর্ব্ব-প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ(Prime Minister) নবাব আগা মিরের নিকট এই সকল দেনার হিসাব প্রেরণ করিতেছেন। মির্জা আগা-বাহাদুর অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছেন—ভাবিতেছেন যে সরকারি ব্যয় চালাইতে অসমর্থ হইয়া পড়িলে নিশ্চয়ই নবাবের কোপানলে পড়িয়া পদচ্যুত হইবেন। প্রজার উপর যে ঘোর অত্যাচার হইতেছে, দেশ যে ছারখারে যাইতেছে, তৎপ্রতি কি রাজা রামদয়াল কি মিরজা আগাবাহাদুর, কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। সকলেই কিরূপে আপন আপন পদ প্রভুত্ব রক্ষা করি-বেন তাহারই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু নসিরের আমলে কাহারও পদ প্রভুত্ব চিরস্থায়ী নহে। ফাল্গুন মাসের শেষভাগে এক দিন অযোধ্যাধিপতি নসিরদ্দিহায়দর প্রাতঃ ভোজনের (ছোটা হাজ্‌রি) পর বেলা নয় ঘটীকার সময় একাকী বসিয়া আছেন। চারিজন ইংরেজ পারিষদ ছোটাহাজরি আহার করিয়া অশ্বারোহণে নগর ভ্রমণে গমন করিয়াছেন। তাঁহারা আর এগার ঘটীকার পূর্ব্বে নবাবের নিকট আসিবেন না। সরফরাজখাঁ উপাধি প্রাপ্ত নাপিত এই সময় খরচের হিসাব হস্তে করিয়া নসিরের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।

নসির তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিবামাত্র সহাস্য বদনে বলিলেন—"হাঁ খাঁ সাহেব—খরচের হিসাব ?"

সরফরাজখাঁ ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন—মুল্‌কে জামানিয়া! গত মাসের হিসাব।

সরফরাজখাঁর হিসাব ইংরেজ দোকানের হিসাবের ন্যায় বান্ধা বহিতে কিম্বা বাঙ্গালীদিগের হিসাবের ন্যায় কান-ফোঁড়া ফর্দ্দে লিখিত হইত না। সরফরাজ একখানি কুষ্ঠীর ন্যায় সুদীর্ঘ কাগজে হিসাব লিখিতেন। কাগজ খানি দলিলের ন্যায় গুটান থাকিত। নসিরদ্দিহায়দর হিসাব দেখিতে উদ্যত হইবামাত্র সরফরাজ কাগজের অগ্রভাগ ধরিয়া নীচের দিকে ছাড়িয়াদিলেন। গুটান কাগজ আপনা আপনি খুলিয়া গৃহের মেজেপর্য্যন্ত পড়িল। একখানি চিত্রপটের ন্যায় সরফরাজ কাগজ খানি নসিরের সম্মুখে ধরিলেন। কাগজ খান অন্যূন সাত আট হাত লম্বা। মেজের উপর পড়িয়াও কতকাংশ গুটান রহিল। নসির হিহি শব্দে হাস্ত করিয়া সরফরাজকে কাগজ খানি মাপিতে বলিলেন। সরফরাজ কাগজ খানি মাপিয়া দেখিলেন আট হাত হইয়াছে। নসির সরফরাজকে আবার হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"মোট কত টাকা হইয়াছে।" সরফরাজ বলিলেন—নব্বই হাজার টাকা—মুল্‌কেজামানিয়া!

নসির কহিলেন—"অন্যান্য মাসের খরচ অপেক্ষা অনেক বেশী" প্রত্যুত্তরে সরফরাজ কহিলেন—মুল্‌কে জামানিয়া—অন্যান্য মাসের খরচ অপেক্ষা কিছু বেশী হইবারই কথা। এই মাসে নূতন প্লেট আনিতে হইয়াছে। আর পশুশালায় তিনটা নূতন হাতী চারিটা নূতন বাঘ আসিয়াছে। এবারের এক একটা বাঘ দুইটা মহিষের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবে।"

"বেশ হইয়াছে—নবাব আগাবাহাদুরের নিকট হইতে টাকা

চাহিয়া লও।” এই বলিয়াই নসির হিসাবের কাগজে দস্তখত করিলেন।

সরফরাজখাঁ হিসাব হাতে করিয়া নবাব আগা মিরের নিকট চলিলেন। আগা মির হিসাব দেখিয়াই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বাদসাহ হিসাবে দস্তখত করিয়াছেন। টাকা এখনই দিতে হইবে। টাকা না দিলে বাদসাহের হুকুম অমান্য করা হয়। সুতরাং রাজা রামদয়ালকে টাকা দিতে আদেশ করিলেন।

অপরাহ্নে আগা মীর বাদসাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন—“মুল্‌কে জামানিয়া—আপনার সংসার সরফরাজখাঁ লুট করিতেছে। এত টাকা কখনও ব্যয় হয় নাই।”

প্রত্যুত্তরে নসির কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—“আমি তাহাকে বড় মানুষ করিব। আমি জানি এত টাকা খরচ হয় নাই—তোমার কিছু বলিতে হইবে না।”

মিরজা আগাবাহাদুর তিরস্কৃত হইয়া চলিয়া আসিলেন। সরফরাজের হিসাবের টাকা দেওয়া হইল। কিন্তু ইহার পরে কি হইবে ধনাগারে একেবারেই টাকা নাই।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে নসিরের আবার টাকার প্রয়োজন হইল। এ পর্য্যন্ত নসিরের বিবাহিতা বেগম কেবল তিন জন মাত্র। উপপত্নীর সংখ্যা অধিক থাকিতে পারে। উপপত্নীদিগের মধ্যে একটী নর্ত্তকীকে নসির বেগমের পদ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। নসির অযোধ্যার বাদসাহ। তাঁহার যখন যে ইচ্ছা হইবে তৎক্ষণাৎ তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে। কাহার সাধ্য নসিরকে সে কার্য্য হইতে বিরত রাখিতে পারে?

একটী নর্ত্তকীকে নসির বিবাহ করিয়া তাহাকে তাজমহল নাম প্রদান করিলেন। তাজমহলের ভ্রাতা পূর্ব্বে সামান্য সেতারওয়ালা ছিলেন। এখন ভগ্নীর সাহায্যে উমরার পদ প্রাপ্ত হইয়া নবাব আমীরউদ্দৌলা নামে পরিচিত হইলেন। নব বেগম তাজমহল বিবাহোপলক্ষে যে জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন, তাহার বার্ষিক আয় ২৪০০০ চব্বিশ হাজার টাকা। কিন্তু এ জায়গীরের কর আদায় উসুলের ভার বেগমের ভ্রাতা নূতন উমরা আমির উদ্দৌলার উপর অর্পিত হইল। যাহা কিছু এবৎসর আদায় হইল, তৎসমুদয় তিনি আত্মসাৎ করিলেন। নূতন বেগমের খরচ চলে না। নবাবকে খরচের টাকা দিতে হইবে। এদিকে সরফরাজখাঁ নবাবের আমোদের জন্য কএকটী নূতন জানোয়ার ক্রয় করিয়াছেন। সুতরাং মিরজা আগাবাহাদুরের উপর আবার টাকার তলব হইল। মিরজা আগা এবং রাজা রামদয়াল আপন আপন পদ রক্ষার্থ রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রত্যেক চাকলাদারের উপর কঠিন হুকুম জারি করিলেন; ৩০ শে চৈত্রের পূর্ব্বে টাকা না পাঠাইলে চাকলাদারগণকে বরখাস্ত করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন। চাক্‌লাদারগণ পদচ্যুতির ভয়ে সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক এক এক গ্রামে প্রবেশ করিয়া গ্রাম জনশূন্য করিতে লাগিলেন। জমিদার এবং প্রজাগণের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদের পরিবারের স্ত্রীলোকদিগকে কয়েদ করেন। টাকা না দিলে স্ত্রীলোকদিগের ইজ্জত নষ্ট করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন। অযোধ্যার অধিবাসিগণ মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। স্ত্রীলোকের ইজ্জত নষ্ট হিন্দুর কতদূর কষ্টকর এবং কি প্রকার অসহনীয় তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। অসহায় জমিদার এবং

প্রজাগণ যথাসর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া আপন আপন স্ত্রী কন্যা ভগ্নী প্রভৃতির ইজ্জত রক্ষা করিতে লাগিলেন। যে সকল জমিদারের নিজের অধিক লোক জন সৈন্য সামন্ত ছিল; এবং আপন আপন বাড়ী দুর্গের ন্যায় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল তাঁহারা বিদ্রোহী হইয়া কোন কোন চাকলাদারকে সসৈন্যে সমন সদনে প্রেরণ করিলেন। মোহাম্‌দি সীতাপুর প্রভৃতি প্রদেশে ঘোর বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। কিন্তু সহস্র সহস্র গরিব প্রজা এবং জমিদারের দুঃখ কষ্টের কথা আর এ স্থলে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা হয় না। ইহাদের সৈন্য সামন্ত নাই যে চাকলাদারগণের সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন; অর্থ নাই যে অর্থ প্রদান দ্বারা আপন আপন স্ত্রী ও কন্যার ইজ্জত রক্ষা করিবেন; সুতরাং ইহাদিগের পরিবারের উপর ঘোর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল। লজ্জা, অপমান এবং মনদুঃখে এই সকল হতভাগা নর নারী নদীবক্ষে আত্ম সমর্পণ করিয়া সংসারের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

ঈদৃশ ভীষণ অত্যাচার—এইরূপ নারীহত্যা নিবন্ধন সমগ্র ভারত পাপার্ণবে ডুবিল। ভারতের যোগিগণ, সিদ্ধপুরুষগণ এই শ্মশান সদৃশ ভারত পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিমাচলের গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু পুণ্যসলিলা—সন্তান বৎসলা ভারত-ধাত্রী দেবী সুরধুনী গঙ্গা সন্তান-স্নেহ পরিত্যাগে অসমর্থা হইয়া অত্যাচার নিপীড়িতা সহস্র সহস্র পুত্র কন্যাকে দিন দিন স্বীয় বক্ষে লুকাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রধান মন্ত্রী এবং সেনাপতি।

"Ajab! Apki Badshahi
Thamam khilkat ki tabani"
"How strange; Though true thy royal reign
But only proves a nation bane."

অযোধ্যার ইতিহাসের প্রত্যেক ঘটনাই সৌভাগ্যের চঞ্চলতা, পদপ্রভুত্বের অনিত্যতা এবং সংসারের অসারতা সপ্রমাণ করে। পূর্ব্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত ঘটনার দুই মাস পরে অযোধ্যার প্রধান রাজমন্ত্রী আগা মীর বাহাদূর এবং দেওয়ান রাজা রামদয়াল উভয়ই কারারুদ্ধ হইলেন। তাঁহাদের বাড়ী ঘর ধন সম্পত্তি নসিরদ্দিহায়দরের আদেশানুসারে ক্রোক হইল। ফরক্কাবাদ হইতে নবাব মন্তাজিম উদ্দোলা লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়া প্রধান মন্ত্রীর আসন গ্রহণ করিলেন। ইনিই হেকিম মেহেন্দি আলি খাঁ নামে সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন।

অযোধ্যার ইতিহাস লেখকেরা বলেন যে উজীর আগা মীর এবং দেওয়ান রাজা রামদয়াল রাজসরকারের অনেক অর্থ আত্মসাৎ করিয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানদিগের রাজত্বকালে কি অযোধ্যায় কি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সর্ব্বত্রই রাজমন্ত্রী এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী রাজ-সরকারের অর্থ অপহরণ করিতেন। এই অপরাধে যে ইহারা কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। অযোধ্যার বাদসাহ

নসিরদ্দিহায়দরের প্রধান প্রিয়পাত্র নাপিত। নাপিতের অনন্ত বুদ্ধি। তাহাতে আবার বিলাতি-নাপিত। বাদসাহের অন্দরের সমুদয় খোজার সঙ্গে নাপিতের সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হইয়াছে। নাপিত নিজে অন্দরে প্রবেশ করিতে না পারিলেও তাহার পরামর্শ এবং উপদেশ অন্দরে সর্ব্বদাই প্রেরিত হয়। হইতে পারে উজীর আগা মীর এবং রাজা রামদয়াল নাপিতের ষড়যন্ত্রেই বা পদচ্যুত এবং কারারুদ্ধ হইয়া থাকিবেন; কিন্তু নবাব আগা মীর এবং রামদয়ালের সঙ্গে এই উপন্যাসের উল্লিখিত ঘটনার বিশেষ সংশ্রব নাই। সুতরাং ইহাদিগের বিষয়ে অধিক বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। পাঁচ ছয় মাস কারাবাসের পর ইংরেজ রেসিডেণ্টের কৃপায় তাঁহারা কারামুক্ত হইলেন। আগা মীর বাহাদুর অযোধ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাণপুরে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। পদচ্যুতির পর ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে কাণপুরে তাঁহার মৃত্যু হইল।

হেকিম মেহেন্দিআলি খাঁ বড় কার্য্যদক্ষ লোক। আপন প্রভুর নিকট চিরবিনীত—জনসাধারণের উপর চিরউগ্র—তোষামোদপ্রিয়—ষড়যন্ত্রে বিশেষ পারদর্শী এবং ইংরেজ রেসিডেণ্টের চিরানুগত। এই নূতন উজীর নব উৎসাহ সহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি বাদসাহের দরবার প্রকোষ্ঠে বসিয়া কাজ করিতেছেন। হঠাৎ বাদসাহ নসিরদ্দিহায়দর স্বয়ং সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বাহিরে চলিয়া গেলেন। মেহেন্দি আলি খাঁ বাদসাহকে দেখিতে পায়েন নাই। বাদসাহ প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইলে পর শুনিলেন মুল্‌কে জামানিয়া প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু অনবধানতা নিবন্ধন

তাঁহাকে সেলাম করেন নাই। সুতরাং মেহেন্দি আলির বিশেষ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। আপন প্রভুকে সেলাম করেন নাই,এই অপরাধে নিজের উপর বিশ সহস্র মুদ্রা জরিমানার হুকুম করিলেন। কি ভয়ানক ন্যায়পরতা ; কি অপরিমিত নিরপক্ষ পাতিত্ব। উজীর আপনাকেও ক্ষমা করেন না। এই প্রকার মন্ত্রী যে রাজ্যের শাসন কর্ত্তা সে কি আর রামরাজ্য নহে ? সে রাজ্যের প্রজার দুঃখ যন্ত্রণা নিশ্চয়ই দূর হইবে।

হেকিম মেহেন্দি আলি মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরে রাজা দর্শনসিংহ অযোধ্যার বাদসাহের সেনাপতির পদে অভিষিক্ত হইলেন। অযোধ্যা পূর্ব্ব হইতে ইংরেজ সৈন্যের রক্ষণাধীনে রহিয়াছে। পাঠকগণ হয় তো মনে করিবেন যে রাজা দর্শনসিংহ সেই ইংরেজসৈন্যের সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু তাহা নহে। রাজস্ব আদায় করিবার নিমিত্ত কিম্বা নগরে শান্তি রক্ষার জন্য যে অল্প সংখ্যক সিপাহী ছিল,রাজা দর্শনসিংহ সেই সৈন্যদলের সেনাপতি। নামে সেনাপতি কাজে পুলিসের সুপারইনটেনডেণ্ট।: এখন বঙ্গদেশে ডিষ্ট্রীক সুপারইনটেনডেণ্টদিগকে যে কাজ করিতে হয় সেনাপতি দর্শনসিংহের উপর সেই কার্য্যের ভার ছিল। এখন উদার ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যদ্রূপ নিতান্ত বুদ্ধিহীন, কার্য্যে অনুপযুক্ত সুপণ্ডিত ইংরেজ নন্দনদিগের আহারের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত ডিষ্ট্রীক্ট সুপারইনটেনডেণ্টের পদ সৃজন করিয়াছেন, অযোধ্যার বাদসাহ নসিরুদ্দি হায়দরও এই রাজনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার আমোদ প্রমোদের সঙ্গী দর্শনসিংহের ন্যায় কার্য্যদক্ষ লোককে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন।

সেনাপতি রাজা দর্শনসিংহ নসিরুদ্দি হায়দরের খাস দরবারের পারিষদ—আমোদপ্রমোদের সঙ্গী এবং মোসাহেব। তিনি সরফরাজ খাঁ উপাধি প্রাপ্ত বিলাতি নাপিতের পদ লাভ করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সে পদ লাভ করিবার বিশেষ সুযোগ ছিল না। অপরাহ্ণে আহারের সময়ই নসিরুদ্দি ইংরেজ পারিষদদিগের সঙ্গে একত্রে সুরাপান এবং বিবিধ আমোদ প্রমোদ করিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ দর্শনসিংহের আহারের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। সেখানে টেবিলের উপর গো মাংস রহিয়াছে। গো মাংসের সুগন্ধে গৃহ আমোদিত হইতেছে। দর্শনসিংহ হিন্দু। তাঁহার অদৃষ্টে সে সুগন্ধ ভোগ বিধাতা লিখেন নাই।

দর্শনসিংহ মনে করিতেন বাদসাহের আহারের সময়ে অনুপস্থিত থাকিলেও অন্যান্য বিষয়ে নাপিত অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যদক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়া নসিরের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইবেন। বস্তুতঃ বিষয়-বিশেষে দর্শনসিংহের বিলাতি নাপিত অপেক্ষা যে সমধিক কার্য্য-দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিবার সুযোগ ছিল তাহা আমরা অস্বীকার করি না। দর্শনসিংহের চেষ্টা এবং যত্নেই তাজমহল,নুরমহল প্রভৃতি নসিরের নূতন নূতন বেগমের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বাদসাহের অন্দর, দর্শনের যত্নেই অনেকটা পরিপূর্ণ হইয়াছে।

কিন্তু আবার পক্ষপাত শূন্য ইতিহাস লেখকের কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে আমাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে বাদসাহের অন্দর পূর্ণ করিতে নাপিতসাহেবও একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তবে দর্শনের কার্য্যক্ষেত্র সমগ্র অযোধ্যা।

নাপিতের কার্য্যক্ষেত্র কেবলমাত্র লক্ষ্ণৌনগরের চতুর্সীমার অন্তর্গত। কিন্তু বাদসাহ আমোদ প্রমোদ উপলক্ষে যখন দেশীয় রমণীগণকে বিলাতি পরিচ্ছদে সাজাইতে বলিতেন তখন এই নাপিতের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন হইত। এদিকে নবাব অন্দরে পাঁচ ছয় জন ইংরেজ পরিচারিকা নাপিত সাহেবই সংগ্রহ করিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় কিরূপে যে দর্শনসিংহ নাপিতের উপর প্রাধান্য লাভ করিবেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। দর্শনসিংহ না থাকিলেও নসির সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারেন। কিন্তু বিলাতি নাপিত সরফরাজ খাঁ নসিরের খাস দরবারের নবরত্ন মধ্যে অমূল্য রত্ন। সরফরাজখাঁর অভাবে নসিরের কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহিত হইত না।

রাজা দর্শনসিংহ মুখে সরফরাজখাঁর সঙ্গে বিশেষ আত্মীয়তা করেন; কিন্তু গোপনে গোপনে তাঁহার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন। সরফরাজও দর্শনের তদ্রূপ শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। কিন্তু ইহাদের উভয়ের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য এক প্রকার ছিল না। রাজা দর্শনসিংহের উদ্দেশ্য যে নসিরের প্রিয়পাত্র হইয়া জায়গীর, জমীদারি পদ-প্রভুত্ব লাভ করিবেন। কিন্তু নাপিতের উদ্দেশ্য শীঘ্র শীঘ্র অনেক টাকা সঞ্চয় পূর্ব্বক বিলাতে যাইয়া ব্যারোনেট্ হইবেন। দর্শনের দৃষ্টি স্থাবর সম্পত্তির উপর, নাপিতের দৃষ্টি অস্থাবরের উপর। দর্শনের অস্ত্র তাঁহার মুখখানি—নাপিতের অস্ত্র শানিত ক্ষুর। দর্শনের রাজত্ব বাজারের লোকের উপর, নাপিতের রাজত্ব অন্দর মহলে। দর্শন নসিরের জন্য রমণী সংগ্রহ উপলক্ষে কথনও কথনও আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করেন।

নাপিত বিশেষ ত্যাগ স্বীকার পূর্ব্বক নিজের পরিবারস্থ স্ত্রীলোক দান করিতেও বোধ হয় কুণ্ঠিত নহেন।

হেকিম মেহেন্দি আলিখাঁ কখনও নাপিতের সঙ্গে বন্ধুতা করিয়া দর্শনের বিপক্ষতাচরণ করেন; কখনও কখনও আবার দর্শনের সঙ্গে সৌহৃদ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক নাপিতকে পদ ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। নসিরের অপর চারিটী ইংরেজ পারিষদ প্রাতে ছোট হাজরি ভক্ষণ উপলক্ষে আপন আপন উদর বিলক্ষণ পূর্ণ করেন। সুতরাং ইহার পর নিয়মিত আহারের সময় বড় ক্ষুধা হয় না। তাহারা ক্ষুধা বৃদ্ধির জন্য প্রায়ই নয় ঘটীকার পর অন্যূন দুই ঘণ্টা অশ্ব পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেন, এবং আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে খাস দরবারে হাজির হইয়া আহার্য্য দ্রব্যের যথোচিত সদ্ব্যবহার করেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ নাপিতের প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট। নাপিতকে পদভ্রষ্ট করিবার জন্য ইহারাও ষড়যন্ত্র করিতে ক্রটী করেন না।

হেকিম মেহেন্দি আলিখাঁ সমুদয় ইংরেজ পারিষদকে পদচ্যুত করিবার জন্যই বিশেষ সচেষ্ট। কিন্তু এ চেষ্টা যে তাঁহার নিজের পদচ্যুতির কারণ হইবে, তাহা তিনি এখন ও বুঝিতে পারেন নাই। আজ হেকিম মেহেন্দি আলিখাঁ বিশেষ সাহসপ্রদর্শনপূর্ব্বক বাদসাহের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া নসিরদ্দির সঙ্গে রাজকার্য্য সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা উপলক্ষে বলিলেন—"মুল্‌কে জামানিয়া বিচারে নওসিরওয়ান তুল্য—দানে হাতিমের ন্যায়—পরমেশ্বর আপনার বাদসাহি পদ সহস্র বৎসর বজায় রাখুন।"

উজীরের প্রশংসা বাক্য শ্রবণ করিয়া বাদসাহ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার কোন অভিপ্রায় আছে। সুতরাং তিনি সহাস্য

মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কিছু প্রার্থনা আছে?" মেহেন্দি আলি বিশেষ বিনীত ভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন—"গোলামের গোস্তাকী যদি ক্ষমা করেন, তবে বলিতে সাহস করি।"

নসির কহিলেন "বল—ভয় নাই।"

তখন নবাব মেহেন্দি আলিখাঁ করযোড়ে বলিতে লাগিলেন—মুল্‌কে জামানিয়া! বাদসাহী দরবারের প্রাচীন নিয়ম বড়খেলাপ হইতেছে।

"কি নিয়ম বড়খেলাপ হইয়াছে। কোরাণে চারি বেগম গ্রহণের নিয়ম থাকিলেও আমি ছয়টী বেগম গ্রহণ করিব।"

"আজ্ঞে সে বিষয় আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না—বাদসাহদিগের পক্ষে ছয় বেগম গ্রহণের বিধান থাকিতে পারে।"

"তবে কোন বিষয়—"

"আজ্ঞে পাদুকাসহ দরবারে প্রবেশ করিবার নিয়ম কখনও ছিল না। মুল্‌কে জামানিয়ার স্বর্গীয় পিতা—পুরুষ সিংহ—পৃথিবীর রাজা—অযোধ্যার বাদসাহ গাজিউদ্দিন হায়দর কখন পাদুকাসহ কাহাকেও আপন দরবারে প্রবেশ করিতে দিতেন না। কিন্তু মুল্‌কে জামানিয়ার দরবারে ইংরেজেরা সর্ব্বদাই পাদুকাসহ প্রবেশ করিতেছে।"

নসির ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"ইংলণ্ডের রাজা বড় না আমি বড়?"

"মুল্‌কে জামানিয়া ভারতবর্ষের সকল রাজা অপেক্ষা বড়; দিল্লীর বাদসাহ অপেক্ষাও বড়।

"কি বলিলে—ইংলণ্ডের রাজা অপেক্ষা আমি বড়?"

"মুল্‌কে জামানিয়া!—গোলাম কি আপন প্রভু অপেক্ষা অন্য কাহাকেও বড় বলিতে পারে; কিম্বা বড় বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে।"

"শোন! মেহেন্দি আলি! ইংলণ্ডের রাজা আমার প্রভু। তাঁহার দরবারে যদি ইহারা পাদুকা সহ প্রবেশ করে, তবে আমার দরবারে প্রবেশ করিতে পাদুকা ত্যাগ করিবে কেন? ইহারা কখনও টুপী মস্তকে রাখিয়া আমার দরবারে প্রবেশ করিয়াছে?"

"আজ্ঞে না—ইহারা টুপী খুলিয়া আপনার দরবারে প্রবেশ করে।"

"তবে ইহাদের কোন গোস্তাকী হয় নাই। তোমরা পাদুকা খুলিয়া সম্মান প্রদর্শন কর;—ইহারা টুপী খুলিয়া সম্মান প্রদর্শন করে। তুমি যদি পাগড়ি খুলিয়া দরবারে আসিতে স্বীকার কর, আমি তোমাকেও পাদুকাসহ প্রবেশ করিতে দিব।"

মুসলমানের পক্ষে মস্তকের উষ্ণীষ পরিত্যাগ অত্যন্ত অপমান। সুতরাং মেহেন্দি আলির চতুরতা নিষ্ফল হইল। তিনি মনে মনে আশা করিয়াছিলেন যে ইংরেজ পারিষদদিগকে পাদুকা খুলিয়া দরবারে প্রবেশ করিতে বলিলেই তাহারা চলিয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহার অভীষ্ট অনায়াসে সিদ্ধ হইবে। কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইল।

ইহার পর মেহেন্দিআলি এইরূপ মনে করিলেন যে বাদসাহের অর্থাভাব দূর করিতে পারিলে, হয়তো তাঁহাকে বিশেষ সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন। কিন্তু অযোধ্যার অনেকানেক প্রদেশের জমিদারগণ বিদ্রোহী হইয়াছে। এখন কিরূপে রাজস্ব আদায়

করিবেন। অবশেষে বিদ্রোহী প্রজাদিগকে শাসন করিবার জন্য ইংরেজসৈন্য প্রেরণের বন্দোবস্ত করিলেন। ইংরেজসৈন্যের এক এক রেজিমেণ্ট এক এক প্রদেশের চাকলাদারদিগের সঙ্গে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। আবার অযোধ্যায় অত্যাচারানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। আবার শত শত রমণী শিশু সন্তান বক্ষে করিয়া ভারত মাতা দেবী সুরধুনীর সুশীতল অমৃত ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আপন আপন পত্নী ভগ্নী বৃদ্ধা জননী এবং শিশু সন্তানদিগকে গঙ্গার বক্ষে লুকাইয়া রাখিয়া, অযোধ্যার সদাচারী অধিবাসীগণ মধ্যে কেহ বা প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া দস্যু এবং ঠগীর দল ভুক্ত হইলেন ; আর কেহ কেহ সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

সীতাপুরের দুর্গ।

"In all my wanderings and tribulations in this vale of miseries I often find that I am guided by a divine impulse which is breathed into my soul by an unknown spirit"—*C's Diary.*

অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিম বিভাগে সীতাপুর। সীতাপুরের অনেকানেক জমিদার বিদ্রোহী হইয়াছে। চাক্‌লাদার, তহসিলদারগণের আর সীতাপুরে প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। দিগ্বিজয়সিংহ সীতাপুরের একজন প্রধান জমিদার ছিলেন। অযোধ্যার প্রথমবাদসাহ গাজিউদ্দিনহায়দরের রাজত্বকালে

দিগ্বিজয়সিংহের সঙ্গে বাদসাহের সৈন্যের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধেই দিগ্বিজয় প্রাণ হারাইলেন। দিগ্বিজয়সিংহ সীতাপুরের রাজা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পৈত্রিক বাড়ী পরিখা এবং প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং সীতাপুরের দুর্গ বলিয়া খ্যাত।

এই দুর্গের উত্তর,দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম প্রত্যেক দিকেই সিংহ-দ্বার আছে। উত্তরদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে সম্মুখে একটী বাজার দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমদিকে বিবিধ দেবালয়, মন্দির এবং মট রহিয়াছে। দক্ষিণে বহু সংখ্যক ভৃত্য এবং প্রজাদিগের বসত বাড়ী। এই স্থানের গৃহসমষ্টি একটী ছোট পল্লি বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বদিকে সৈন্যনিবাস। এই সৈন্যনিবাস হইতে প্রায় দুইশত হাত পশ্চিমে দুর্গাধিপতির বাহিরের চতুঃশালা। এই চতুঃশালার ভিন্ন ভিন্ন গৃহে হস্তী অশ্ব গো, মহিষ প্রভৃতি জন্তু রহিয়াছে। ইহার পশ্চিমে দ্বিতীয় চতুঃশালা। এই দ্বিতীয় চতুঃশালার কোন গৃহে জমিদারি কাচারি; কোন গৃহে রাশি রাশি কাগজ পত্র। কোন কোন গৃহে শত শত প্যাদা পাইক রহিয়াছে। দ্বিতীয় চতুঃশালার পশ্চিমে তৃতীয় চতুঃশালা। তৃতীয় চতুঃশালার মধ্যস্থানে নাট-মন্দির। পশ্চিমদিকের গৃহে বৈঠকখানা, এবং দরবার প্রকোষ্ঠ, উত্তরদিকের গৃহে বিবিধ প্রতিমূর্ত্তি। এবং অন্যান্য গৃহে পারিবারিক ভৃত্যদিগের থাকিবার স্থান। তৃতীয় চতুঃশালার পর প্রাচীর পরিবেষ্টিত পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যানের মধ্যস্থানে পূর্ব্ব পশ্চিম মুখী ক্ষুদ্র রাস্তা রহিয়াছে। সে রাস্তার একপ্রান্ত তৃতীয় চতুঃশালার পশ্চিম দ্বারের সঙ্গে অপরপ্রান্ত অন্দর মহলের দ্বারের সঙ্গে মিলিয়াছে। অন্দর মহলের মধ্যে প্রশস্ত প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনের চারিদিকে চারিটী দ্বিতল গৃহ।

এই বাড়ীর বর্ত্তমান অবস্থা প্রফুল্লতার পরিচয় প্রদান করে না। সমগ্র বাড়ী বিষাদে পরিপূর্ণ—বিমর্ষের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন—এবং নিরাশ সাগরে নিমগ্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলে বোধ হয় গৃহস্বামী শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে এখানে বাস করিতেছেন। বাড়ীর সর্ব্বত্র পরিষ্কার রাখিবার যত্ন নাই। কোন কোন স্থান জঙ্গলাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন প্রকোষ্ঠ অন্ধকারাছন্ন রহিয়াছে।

ইংরেজি ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে (অর্থাৎ ১২৩৮ সালের মাঘ মাসে) একদিন গভীর রাত্রিতে অন্দর মহলের চতুঃশালার পশ্চিম দিকের দ্বিতল গৃহে দুইটী বিধবা রমণী দুইখানি ব্যাঘ্র চর্ম্মের উপর বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। রমণীদ্বয়ের বসিবার স্থান হইতে অনতিদূরে একখানি পর্য্যঙ্ক রহিয়াছে। অস্থিচর্ম্মসার একটী বৃদ্ধ সেই পর্য্যঙ্কের উপর শয়ন করিয়া আছেন। রমণীদ্বয় প্রায় সমবয়স্ক এবং তাঁহাদের মুখাকৃতি এক প্রকার। অনেক-ক্ষণ কথাবার্ত্তার পর একজন অপরকে বলিলেন,—"দিদি! যদি ইংরেজসৈন্য দুর্গমধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে বাবার কি উপায় হইবে? তিনি যে এখন একেবারে চলৎশক্তি হীন হইয়া পড়িয়াছেন। আমরা না হয় নদীতে ঝাঁপদিয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিব।"

দ্বিতীয়া রমণী বলিলেন—"দুর্গ মধ্যে তাহারা প্রবেশ না করে তজ্জন্য একটী কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে।"

প্রথমা—"কি কৌশল অবলম্বন করিবে?"

দ্বিতীয়া—আমাদের সৈন্য সহ এখান হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে বিজয়গঞ্জে যাইয়া ইংরেজসৈন্যের গতিরোধের চেষ্টা করিলে, সেখানেই যুদ্ধারম্ভ হইবে। যুদ্ধে নিশ্চয়ই আমাদের লোক

পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিবে। ইংরেজ সৈন্য তাহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য তাহাদিগের অনুসরণ করিবে। তাহারা যে দিকে পলায়ন করিবে সেইদিকে ইংরেজ সৈন্য ধাবিত হইবে। তাহা হইলে দুর্গের দিকে ইংরেজ সৈন্যগণ কখনও আসিবে না।

প্রথমা—ইংরেজ সৈন্য দুর্গে প্রবেশ না করিলেও চাকলাদার স্বীয় লোকজন সহ ঘরের জিনিস পত্র লুট করিবার জন্য নিশ্চয় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবে।

দ্বিতীয়া—চাকলাদারের আর কত লোক আছে? তাহাদিগকে বাড়ীর পাহারাওয়ালাগণ তাড়াইয়া দিতে পারিবে।

প্রথমা—তাহারা তাড়িত হইয়া পরে যদি ইংরেজ সৈন্য সঙ্গে করিয়া দুর্গে প্রবেশ করে।

দ্বিতীয়া—তাহারা যে সময় তাড়িত হইবে তখন ইংরেজ সৈন্য অন্য প্রদেশে চলিয়া যাইবে। একদল ইংরজেসৈন্য তিন পরগণার প্রজা ধৃত করিতে আসিয়াছে।

প্রথমা—এসকল তোমার কল্পনার কথা। আমি নিজের জন্য কিছু ভাবিনা। কিন্তু বাবার জন্য বড় ভাবনা হইতেছে।

দ্বিতীয়া—অনাথের নাথ সীতাপতি! তিনি রক্ষা করিবেন।

প্রথমা রমণী দ্বিতীয়া রমণীর বাক্যাবসানে নির্ব্বাক রহিলেন। বোধ হইল যেন তিনি ত্রাসিত চিত্তে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতেছেন। কিন্তু দ্বিতীয়া রমণী আবার বলিতে লাগিলেন— "আমি যেরূপে পারি এই দস্যুদিগের আক্রমণ হইতে বাবাকে রক্ষা করিব। তুমি তাহার জন্য চিন্তা করিও না। বাবা যদি পূর্ব্বে এখানে আসিতে সম্মত হইতেন তবে কি মানকুমারীর

বিপদ ঘটিত? মহারাজের মৃত্যুর পর আমি নিশ্চয়ই সহমৃতা হইতাম। কেবল বাবার জন্যই জীবন ধারণ করিতেছি। তুমি একান্ত চিত্তে পরমেশ্বরকে চিন্তা কর। এ বিপদ হইতে তিনি নিশ্চয়ই উদ্ধার করিবেন।”

প্রথমা—পরমেশ্বর ভিন্ন আমাদের আর কে আছে। কিন্তু পূর্ব্বেই একটা উপায় স্থির করিতে হইবে। আসন্ন বিপদের সময় মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা একেবারে লোপ পায়।

দ্বিতীয়া—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) আমি আসন্ন বিপদের সময়ই শুভ বুদ্ধি লাভ করি।

প্রথমা রমণী দ্বিতীয়া রমণীকে ঈষৎ হাস্য করিতে দেখিয়া একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন—“এ কি পরিহাসের সময়?”

দ্বিতীয়া—আমি পরিহাস করি নাই—সত্য সত্যই বলিতেছি আসন্ন বিপদের সময়ই আমি শুভবুদ্ধি লাভ করি।

প্রথমা—বিপদের সময় কি মন স্থির থাকে? তোমার চিরকালই পাগ্‌লামি।

দ্বিতীয়া—এ পাগ্‌লামী নহে। অত্যন্ত আশ্চর্য্য ঘটনা। শুনিলে তুমি বিশ্বাস করিবে না।

প্রথমা—কি আশ্চর্য্য ঘটনা? বল দেখি।

দ্বিতীয়া—সে কথা শুনিয়া কি করিবে।

প্রথমা—শুনিলে কতকটা আশ্বস্ত হইতে পারি।

প্রথমা রমণীর এইরূপ আগ্রহাতিশয় দর্শনে দ্বিতীয়া রমণী বলিতে লাগিলেন—“আমি মহারাজের মৃত্যুর পর এই কয়েক

বৎসর এক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতেছি। এই সকল ঘটনার কিছুই মর্ম্মভেদ করিতে পারি না। মহারাজের মৃত্যু হইলে আমি তাঁহার শোকে অত্যন্ত অধীরা হইয়া পড়িলাম। মনে মনে স্থির করিলাম তাঁহার সহমৃতা হইব; নিশ্চয়ই তাঁহার চিতারোহণ করিব। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অকস্মাৎ একটী মানুষের ছায়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিবিধ উপদেশ দ্বারা এই পথ হইতে আমাকে বিরত রাখিল। সেই ছায়া বারম্বার বলিতে লাগিল—"অন্ততঃ তোমার পিতার সেবা শুশ্রূষার্থ জীবন ধারণ কর।"—আমি তাঁহার বাক্য লঙ্ঘন করিতে একেবারে অসমর্থা হইয়া পড়িলাম। ইহার পর গত বৎসরের পূর্ব্ব বৎসর বাদসাহের সৈন্য এদিকে প্রেরিত হইলে আমাদের লোক জন তাহাদের ভয়ে পলায়ন করিল। আমি আপন ধর্ম্মরক্ষার্থ নদীতে ঝাঁপ দিলাম। কিন্তু অচৈতন্যাবস্থায় কে যে আমাকে এই বাড়ীতে রাখিয়া গেল আজপর্য্যন্তও তাহা কিছুই জানি না। আমার চেতনা লাভ করিবার পর দেখিলাম এই গৃহে শয়ন করিয়া রহিয়াছি। একে একে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলাম যে কে আমাকে নদীর মধ্য হইতে উঠাইয়াছে; কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিল না। ইহার পর অনেকানেক ঘটনা উপলক্ষে হিতাহিত স্থির করিতে না পারিলে ব্যাকুল চিত্তে চিন্তা করি। চিন্তা করিতে করিতে একটু নিদ্রাবেশ হইলেই সেই পূর্ব্ব পরিচিত মানুষের ছায়া দেখিতে পাই। তাহার কথা স্পষ্টরূপে আমার কর্ণে প্রবেশ করে। আজ এই আসন্ন বিপদের বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম। স্নানের পর বেলা এক প্রহর হইতে প্রায় সায়ংকাল পর্য্যন্ত রামসীতার মন্দিরে বসিয়া

রাম নাম জপ করিতেছিলাম। অকস্মাৎ একটু নিদ্রাবেশ হইল। সেই পূর্ব্ব পরিচিত ছায়া আমার নিকট বলিলেন—"কল্য অপরাহ্ণে ইংরেজসৈন্য বিজয়গঞ্জে পৌঁছিবে। সেখানে স্বয়ং সৈন্য সহ যাইয়া তাহাদের গতিরোধ কর। পলায়মান সৈন্যদিগকে উত্তরে যাইতে বলিবে।"

দ্বিতীয়া রমণী এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র প্রথমা রমণী তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"তবে তুমি স্বয়ং সৈন্য সহ সেখানে যাইবে—তাহা কথনও হইবে না। তোমাকে আমি কথনও যাইতে দিব না। দস্যু স্বরূপ সেই মুসলমান এবং ফেরেঙ্গি তোমাকে ধরিতে পারিলে কি তুমি আপন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিবে।"

দ্বিতীয়া রমণী আবার বলিতে লাগিলেন—আমি নিশ্চয়ই স্বয়ং সৈন্যসহ বিজয়গঞ্জে যাইব। এই ছায়া রূপী দেবতার বাক্য কথনও লঙ্ঘন করিব না।

প্রথমা রমণী বলিলেন—এ ছায়া কিছুই নহে—বিপদের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে নিশ্চয়ই সময় সময় মতিচ্ছন্ন হয়। তাহাতেই ছায়া দেখিয়াছ। এ মতিচ্ছন্নতার চিহ্ন।

দ্বিতীয়া। আমি নিশ্চয় বলিতেছি এ মতিচ্ছন্নতা নহে। আমার মনে হয় যে পরলোকগত আমাদের কোন হিতাকাঙ্ক্ষী মহাত্মা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি দয়া করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। তাহা না হইলে—এখন একদিকে চোর দস্যু এবং ঠগীর অত্যাচার; অপরদিকে বাদসাহের অত্যাচার—এত অত্যাচারের মধ্যে মানুষ কি কথনও তিষ্ঠিতে পারে?

প্রথমা—যদি পরলোকবাসী কোন দেবতা তোমাকে ছায়া

রূপে দেখা দিয়া থাকেন তবে নিশ্চয়ই ইনি আমাদের মাতৃ-দেবী হইবেন। মা না হইলে এত স্নেহ কে করিবে? মা তোমাকেই খুব ভাল বাসিতেন। তাই তোমাকে দেখা দিয়াছেন।

দ্বিতীয়া—আমিও প্রথমে তাহাই মনে করিতাম। ভাবিতাম মা পরলোকে দেবত্ব লাভ করিয়া আমাকে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু এ ছায়া পুরুষের ছায়ার ন্যায় বোধ হয়।

প্রথমা—তবে এ বাতিকের কার্য্য—মার ছায়া হইলে আমি বিশ্বাস করিতাম। মাকে সকলেই কলিযুগের সীতা বলিত—তিনি নিশ্চয়ই মৃত্যুর পর দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। সন্তানের দুঃখ দেখিয়া আসিতে পারেন।

দ্বিতীয়া—এ মা নহে।

প্রথমা—তবে কি তোমার স্বামী?

দ্বিতীয়া—না—তাঁহার ছায়া নহে—তিনি হইলে নিশ্চয় চিনিতে পারিতাম। তাঁহার হাতের একটী অঙ্গুলি দেখিলে তাঁহাকে চিনিতে পারি।

প্রথমা—তবে কে তোমাকে নদী হইতে উঠাইয়া বাড়ীতে রাখিয়া গেল?

দ্বিতীয়া—ইহার কিছুই মর্ম্মভেদ করিতে পারি না। একবার নহে দুইবার নহে—বিপদের সময় হইলেই ইহাকে দেখিতে পাই।

প্রথমা—তবে তুমি রামসীতার মন্দির দ্বারে গিয়া হত্যা দিয়া থাক। যতদিনে এই দেবতা আপন পরিচয় প্রদান না করেন ততদিন এই মন্দির দ্বারে অনাহারে পড়িয়া থাকিবে।

দ্বিতীয়া—আমি ধর্ণা ধরিয়াছিলাম। তাহাতে কিছুই হইল না। প্রকৃত বিপদের সময় উপস্থিত হইলেই ইনি নিজে

দেখা দিতেছেন। কিন্তু অন্য সময় শত চেষ্টা করিয়াও ইহার দর্শন পাই না।

প্রথমা—তবে এ নিশ্চয়ই মতিচ্ছন্নতা। তুমি কখনও স্বয়ং সৈন্য সহ বিজয়গঞ্জে যাইতে পারিবে না।

দ্বিতীয়া—আমি নিশ্চয়ই যাইব।

প্রথমা—বাবা কি ইহাতে সম্মত হইবেন?

দ্বিতীয়া—বাবার নিকট কিছু প্রকাশ করিব না।

প্রথমা—তারপর যদি তোমার বিপদ ঘটে—তবে বাবার কি অবস্থা হইবে?

দ্বিতীয়া—কখনও বিপদ ঘটিবে না। ছায়ারূপি দেবতার বাক্য আমি কখনও অবিশ্বাস করিব না।

প্রথমা—আমার মনে হয় তুমি ঘোর বিপদে পড়িবে।

দ্বিতীয়া—তোমার কোন আশঙ্কা নাই। এই উপদেষ্টা নিশ্চয়ই দেবতা হইবেন।

প্রথমা—তোমার নিশ্চয়ই মতিচ্ছন্ন হইয়াছে। যদি সত্য সত্যই কোন দেবতা আমাদের মঙ্গল কামনা করেন,তবে তিনি মানকুমারীকে রক্ষা করিলেন না কেন?

দ্বিতীয়া—মানকুমারী দস্যুগৃহে নিশ্চয়ই নির্ব্বিঘ্নে আছেন।

প্রথমা—কখনও না—মানকুমারী আপন ধর্ম্মরক্ষার্থ নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিয়াছেন।

প্রথমা রমণীর বাক্যাবসানে দ্বিতীয়া রমণী বলিতে লাগিলেন—মানকুমারী কখনও আত্মহত্যা করেন নাই। মানকুমারীর শোকে আমি অত্যন্ত অধীরা হইয়াছিলাম। অনাহারে রামসীতার মন্দিরে পড়িয়া রহিলাম। মনে করিলাম

সীতাপতি কৃপা করিয়া মানকুমারীকে আনিয়া না দিলে তাঁহার দ্বারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। মৃতের শোক সহ্য হয়। জীবিতের শোক অসহ্য। তিন দিন পরে এই ছায়ারূপি উপদেষ্টা আমাকে দেখা দিলেন—কিঞ্চিৎ বিরক্তির ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন—"হৃদয়ের অবিশ্বাস দূর কর। মানকুমারী সিংহের গহ্বর হইতে—ব্যাঘ্রের মুখ হইতে অক্ষুন্ন হইয়া আসিবে। লক্ষ্মী স্বরূপা সীতা রক্ষকুল বিনাশের জন্য পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানকুমারী অযোধ্যার মুসলমানরাজত্ব বিনাশের বীজ বপন করিবেন।" কিন্তু ইহাতেও আমার হৃদয়ের শোক দূর হইল না। সেই ছায়ার নিকট বারম্বার কাতরে বলিতে লাগিলাম দেব! আপনি নিশ্চয় সীতাপতি, নিশ্চয়ই দেবতা, কৃপা করিয়া বলুন মানকুমারী কোথায় কি অবস্থায় আছেন। ছায়ারূপি দেবতা অত্যন্ত বিরক্তির ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন—"অদ্যই অযোধ্যানাথ বাড়ীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তাঁহার নিকট সকল জানিতে পারিবে। কিন্তু তোমার ভাইএর নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইও না।" এই বলিয়া ছায়া অন্তর্ধ্যান হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই দিন অপরাহ্নে অযোধ্যানাথ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন—"দস্যুগণ মানকুমারীকে হরণ করে নাই। দর্শনসিংহের লোকেরা তাহাকে ধৃত করিয়া পাঞ্জাবে লইয়া গিয়াছে।"

দ্বিতীয়া রমণীর কথায় বাধা দিয়া প্রথমা রমণী বলিলেন—"নবাবের লোকেরা যে মানকুমারীকে ধরিয়া নিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই আমার মনে হইয়াছিল। দস্যুগণ টাকা কড়ি ছাড়িয়া শুদ্ধ কেবল তাঁহাকে লইয়া যাইবে কেন? কিন্তু তবে কি দাদা এখন জীবিত আছেন?"

দ্বিতীয়া রমণী আবার বলিতে লাগিলেন—বোধ হয় দাদা আত্মহত্যা করিতে পারেন নাই। যে দেবতা আমাকে নদী হইতে উঠাইয়াছেন দাদাকেও তিনি রক্ষা করিয়া থাকিবেন।

প্রথমা—তবে বাবাকে ইহা বলিলে না কেন?

দ্বিতীয়া—এই সকল আশ্চর্য্য ঘটনার মর্ম্মভেদ করিতে পারি না। সেই জন্য কাহার নিকট প্রকাশ করি না।

প্রথমা—অন্ততঃ অযোধ্যানাথের নিকট বলিলে ভাল হইত। সে সকল শাস্ত্র জানে। সে ইহার মর্ম্মভেদ করিতে পারিত।

দ্বিতীয়া—আস্তে আস্তে কথা বল বাবার বোধ হয় ঘুম ভাঙ্গিয়াছে।

প্রথমা রমণীর মুখ হইতে "অযোধ্যানাথ" শব্দ বাহির হইবামাত্র পর্য্যঙ্ক শায়িত বৃদ্ধের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। "অযোধ্যানাথ আসিয়াছে—কি খবর?" তিনি এইরূপ বলিয়া উঠিলেন।

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া প্রথমা রমণী তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকট চলিলেন এবং পর্য্যঙ্ক পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার গাত্রে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন—"না বাবা অযোধ্যানাথ আসেন নাই।"—বৃদ্ধ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন।

এই বৃদ্ধ কখনও অচৈতন্য—কখনও পাগলের ন্যায় যাহা মনে হয় তাহাই বলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জগন্নাথ শাস্ত্রী।

"Sitapoor! Thou art true to thy name;
Thine women are real incarnation of Sita—"
—*C's Diary.*

পূর্ব্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত রমণীদ্বয়ের পরিচয় জানিবার জন্য পাঠকদিগের কৌতূহল হইতে পারে। সুতরাং এইস্থানে তাঁহাদিগের পরিচয় প্রদান করিতেছি।

জগন্নাথ শাস্ত্রী নামে সীতাপুরে একজন প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। অযোধ্যার উজীর আসফ উদ্দৌলার রাজত্বকালে সীতাপুর, বেরূচ, গাজীপুর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কর্ণেল হানে (Colonel Hannay) * কর্তৃক ঘোর অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়। জগন্নাথ শাস্ত্রীর তিনটী পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং দ্বিতীয় পুত্র কর্ণেল হানের সৈন্যের হস্তে প্রাণ হারাইলেন। জগন্নাথের পুত্রবধূদ্বয় তরুণ বয়সে আপন আপন স্বামীর সহমৃতা হইলেন। জগন্নাথের বৃদ্ধা স্ত্রী পুত্রশোকে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে জগন্নাথ শাস্ত্রী স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ এবং গঙ্গাপ্রসাদের চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী ভানুমতীকে সঙ্গে করিয়া অযোধ্যা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক কাশীতে

---

* এই লেখকের অযোধ্যার বেগমের দ্বিতীয় সংস্করণের ২০২।২০৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সীতাপুরের জমিদারি এবং বাড়ী ঘর এক জন বিশ্বস্ত ভৃত্যের রক্ষণাধীনে রহিল।

জগন্নাথ শাস্ত্রী অত্যন্ত সদাচারী এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ লোক ছিলেন। কাশীতে বাস করিবার সময় সর্ব্বদাই সংসার-ত্যাগী সাধুদিগের সহবাসে কালাতিপাত করিতেন। সীতাপুরে তাঁহাকে সর্ব্বদাই আপন বিষয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইত। কিন্তু কাশীতে ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং ধর্ম্মালোচনা ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন কার্য্য ছিল না। সীতাপুর হইতে কাশীতে আসিবার সময় যথেষ্ট ধন সম্পত্তি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না। পরের উপকার করিবার ইচ্ছা, এবং বদান্যতা তাঁহার বিলক্ষণ ছিল। কাশীতে আপন গৃহে সংসারত্যাগী সাধুদিগকে সর্ব্বদাই আশ্রয় প্রদান করিতেন। কোন কোন দিন বিশ পঁচিশ জন সাধু তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। সময় সময় কাহাকেও বস্ত্র কাহাকেও অর্থ প্রদান করিতেন।

সীতা সদৃশী তাঁহার পুত্রবধূ ভানুমতী শ্বশুর এবং শ্বশুরের গৃহাগত সাধুদিগের সেবা শুশ্রূষা করিয়া যারপরনাই আনন্দ লাভ করিতেন। ভানুমতীর আচার ব্যবহারে সর্ব্বদাই ত্যাগ-স্বীকার এবং প্রবল পরসেবার ইচ্ছা পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার নিজের আহার এবং পরিচ্ছদের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও দৃষ্টি ছিল না। পুত্রবধূর সদাচরণে জগন্নাথ যারপরনাই প্রীতিলাভ করি-তেন। সস্নেহে ভানুমতীকে কখনও "মা লক্ষ্মী" কখন "সীতা লক্ষ্মী" কখনও বা "পাগ্‌লী মা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ শাস্ত্রী ঈদৃশ সাধু-সমাগম প্রতি সময় সময় বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতেন। ভানুমতী সর্ব্বদা

সাধুদিগের আহারের আয়োজনে ব্যস্ত থাকিতেন; কোন কোন দিন তিনি অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া সায়ংকালে আহার করিতেন। কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদ ইহাতে বড় অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। কখনও কখনও গঙ্গাপ্রসাদ এই বিষয় উপলক্ষে পিতার সঙ্গে বাদানুবাদ করিতেন। গঙ্গাপ্রসাদের চরিত্রে কোন দোষ ছিল না। তিনি সচ্চরিত্র লোক ছিলেন। কিন্তু সাধুদিগের প্রতি বিশেষ ভক্তি ছিল না। একদিন গঙ্গাপ্রসাদ স্পষ্টাক্ষরে পিতাকে বলিলেন—"আপনি এই ছদ্মবেশী ভণ্ড তপস্বীদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া অনর্থক অর্থব্যয় করিতে পারিবেন না। আপনার এই সাধু সমাগমের গোলমাল আমার অসহ্য হইয়া পড়িয়াছে।"

জগন্নাথ শাস্ত্রীর বাড়ী সাধুর পরিচ্ছদধারী যে সকল লোক আশ্রয় গ্রহণ করিতেন তাঁহারা সকলেই প্রকৃত সাধু ছিলেন না। তাহাদিগের মধ্যে যে অনেকানেক ভণ্ড তপস্বী ছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু জগন্নাথ শাস্ত্রী পরমধার্ম্মিক লোক। তাঁহার নিকট কেহ অর্থের প্রার্থনা করিলে তিনি কাহাকেও একেবারে বঞ্চিত করিতেন না।

জগন্নাথ দেখিলেন যে সর্ব্বদাই পুত্রের সঙ্গে বিবাদ কলহ হইতেছে। সুতরাং তিনি মনে মনে সংসার ত্যাগ করিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু ভানুমতী তাঁহাকে এই সংকল্প হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ সংসার পরিত্যাগের কথা বলিলেই ভানুমতী তাঁহার পদতলে পড়িয়া রোদন করেন। জগন্নাথ পুত্রবধূর স্নেহের বন্ধন আর ছিন্ন করিতে পারেন না। এইরূপে কয়েক বৎসর গত হইবার পর খ্রীঃ অব্দের

১৭৯৭ সালে নবাব আসফ উদ্দৌলার মৃত্যু হইল। তাঁহার ভ্রাতা সাদাতালি অযোধ্যার উজীরের সিংহাসনারূঢ় হইলেন। সাদাতালি নির্ব্বাসিত অবস্থায় কাশীতে ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে গঙ্গাপ্রসাদের বিশেষ সৌহৃদ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। এখন নবাব পুত্র সাদাতালি অযোধ্যার সিংহাসনারূঢ় হইয়াছেন শুনিয়া গঙ্গাপ্রসাদ সপরিবারে সীতাপুরে যাইবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জগন্নাথ শাস্ত্রী সীতাপুরে যাইতে সম্মত হইলেন না। তিনি গঙ্গাপ্রসাদকে বলিলেন—"অযোধ্যার অধিবাসিদিগের কষ্ট যন্ত্রণা কখনও দূর হইবে না। ম্লেচ্ছ ইংরেজ বণিক যে দেশে প্রবেশ করে সে দেশই ছার খারে যায়—সে দেশের অন্নকষ্ট এবং অত্যাচার কিছুতেই দূর হয় না।"

গঙ্গাপ্রসাদ বলিলেন—"নবাব পুত্র সাদাতালি বিশেষ কার্য্যদক্ষ লোক। তাঁহার রাজত্ব কালে প্রজার উপর কখনও অত্যাচার হইবে না। চলুন আমরা এখন স্বদেশে যাই।" কিন্তু জগন্নাথ শাস্ত্রী পুত্রকে সীতাপুরে যাইতে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ পিতার বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি সস্ত্রীক সীতাপুর প্রত্যাবর্ত্তনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কাশীতে অবস্থান কালে গঙ্গাপ্রসাদের একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। এখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় দুই বৎসর হইয়াছে। সে কাশীতে জন্মিয়াছিল বলিয়া জগন্নাথ শাস্ত্রী তাঁহাকে কাশীনাথ নাম প্রদান করিয়াছিলেন। কাশীনাথ সর্ব্বদাই জগন্নাথের কাছে থাকিত। ভানুমতী দেখিলেন যে তাঁহার স্বামী নিশ্চয়ই সীতাপুরে যাইবেন। কিন্তু শ্বশুর সীতাপুরে যাইতে সম্মত নহেন। শ্বশুরকে পরিত্যাগ করিয়া ভানুমতীর যাইবার ইচ্ছা

নাই। তিনি কাশীনাথকে শ্বশুরের ক্রোড়ে রাখিয়া তাঁহার পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—"আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। খোকা আপনাকে না দেখিয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। আপনাকে অগত্যা কিছুকালের নিমিত্ত সীতাপুরে যাইতে হইবে।"

কিন্তু জগন্নাথ এখন ধর্ম্মপথে বিশেষ অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি সংসারের মায়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। নানাবিধ প্রবোধ বাক্যে পুত্রবধূকে সান্ত্বনা করিয়া এই ঘটনা উপলক্ষে সংসার-ত্যাগ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিলেন। তাঁহার পুত্র এবং পুত্রবধূ কাশীনাথকে সঙ্গে করিয়া সীতাপুরে চলিলেন। তিনিও অনতিবিলম্বে কাশীধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একজন বৌদ্ধ শ্রমণের সঙ্গে হিমাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহার পর জগন্নাথের সঙ্গে তাঁহার পুত্র কি পুত্রবধূর আর সাক্ষাৎ হইল না। এই উপন্যাসের লিখিত ঘটনার সময় জগন্নাথ জীবিত আছেন কি মরিয়াছেন তাহাও কেহ বলিতে পারে না। বিরান্নব্বই বৎসর বয়সে জগন্নাথ শাস্ত্রী সংসারত্যাগী হইলেন।

এদিকে গঙ্গাপ্রসাদ সীতাপুরে নিজ বাড়ীতে পৌঁছিয়া আপন পৈত্রিক জমিদারি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। দুইবার লক্ষ্ণৌ যাইয়া নবাব সাদাতালির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।—সাদাতালি কাশীতে অবস্থান কালে কখনও কখনও গঙ্গাপ্রসাদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতেন। সুতরাং সিংহাসনারূঢ় হইবার পর বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন পূর্ব্বক গঙ্গাপ্রসাদ শাস্ত্রীর জমিদারি এবং জায়গীর দশগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

গঙ্গাপ্রসাদের সীতাপুর পৌঁছিবার পর ক্রমে তাঁহার তিনটী

কন্যা জন্মিল। প্রথমা কন্যার নাম নারায়ণ কুমারী, দ্বিতীয়া কন্যা চাঁদ কুমারী এবং তৃতীয়া কন্যা মানকুমারী। নারায়ণ কুমারীর একাদশ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব সীতাপুরের প্রধান জমিদার রাজা দিগ্বিজয় সিংহের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল। ইহার দুই বৎসর পরে অন্য একটী জমিদারের পুত্র হরপাল সিংহের সঙ্গে চাঁদকুমারীর বিবাহ হয়। চাঁদকুমারীর বিবাহের পর গঙ্গা-প্রসাদ মনে মনে স্থির করিলেন যে মানকুমারীর বিবাহের সময় উপস্থিত হইলে এক সঙ্গে কাশীনাথের বিবাহেরও আয়োজন করিবেন। কিন্তু মানুষের সকল আশা পূর্ণ হয় না। কাশীনাথ ঠিক তাঁহার পিতামহ জগন্নাথ শাস্ত্রীর স্বভাব এবং প্রকৃতি লাভ করিয়াছেন। তিনি বাল্যাবস্থা হইতে নিতান্ত নিরীহ এবং শান্ত। সর্ব্বদা পরসেবা এবং পরোপকারে রত। তাঁহার বিবাহের কথা উপস্থিত হইলে তিনি স্বীয় জননীকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতেন যে তাহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই; তাঁহার বিবাহের আয়োজন করিলে তিনি পালাইয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইবেন। কাশীনাথের এই প্রকার মনের ভাব হইবার অনেক কারণ ছিল। ভানুমতী সীতাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সর্ব্বদাই আপন শ্বশুরের গুণানুকীর্ত্তন করিতেন। সর্ব্বদাই শ্বশুরের নিমিত্ত আক্ষেপ করিতেন। কখনও কখনও নির্জ্জনে বসিয়া শ্বশুরের জন্য ক্রন্দন করিতেন; এবং শ্বশুরের অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিতে স্বামীকে অনুরোধ করিতেন। কাশীনাথ বাল্যাবস্থা হইতেই জননীর মুখে পিতামহের দয়া, স্নেহ এবং বিবিধ সদ্‌গুণের কথা শুনিতে লাগিলেন। জননীর মুখে কখনও কখনও শুনিয়াছেন যে তাঁহার পিতামহ তাঁহার শৈশবা-

বস্থায় তাঁহাকে বুকের উপর রাখিয়া কত আহ্লাদ করিতেন। এই সকল কথা শুনিয়া কাশীনাথের মনে পিতামহের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি এবং ভালবাসা এবং পিতার প্রতি ধীরে ধীরে অশ্রদ্ধার ভাব উপস্থিত হইল। ভানুমতী কখনও আপন স্বামীর নিন্দা করেন নাই। কিন্তু অবস্থানুসারে তাঁহার শ্বশুরের প্রশংসা স্বামীর নিন্দার কারণ হইয়া পড়িল।

কাশীনাথ বাল্যকালে সর্ব্বদাই বলিতেন তাঁহার পিতামহ জীবিত আছেন। একদিন না একদিন তিনি নিজেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। কাশীনাথের পনের যোল বৎসর বয়ঃক্রম হইলে পর তিনি দিন দিন গণকদিগকে ডাকাইয়া আনিতেন; এবং তাঁহার পিতামহ জীবিত আছেন কি না, জীবিত থাকিলে কোথায় আছেন, কতদিনে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, এই সকল বিষয় গণনা করিতে বলিতেন।

কিন্তু কাশীনাথের বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার কিছু পূর্ব্বেই ভানুমতীর মৃত্যু হইল। এদিকে মানকুমারীর বয়ঃক্রম প্রায় নয় বৎসর পূর্ণ হইল। ভানুমতীর মৃত্যুর পর গঙ্গাপ্রসাদ কাশীনাথকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাশীনাথ পিতার বাক্যে কর্ণপাত করেন না। তিনি ক্রমে পিতার অবাধ্য হইয়া উঠিলেন এবং একদিন পিতাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন যে তিনি কখনও দার পরিগ্রহ করিবেন না। তাঁহাকে এই বিষয় বারম্বার ত্যক্ত করিলে, তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া যাইবেন। গঙ্গাপ্রসাদ একটু ভীত হইলেন। আর কাশীনাথকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন না। তিনি এখন সর্ব্বদাই আপনার অদৃষ্টকে দোষ দিয়া বলেন—

"আমি পাপের ফল হাতে হাতে লাভ করিয়াছি—আমি পিতার অবাধ্য ছিলাম—অনেক সময় পিতার মনে কষ্ট দিয়াছি—সুতরাং সেই পাপেই আমার পুত্র আমার অবাধ্য হইয়াছে।"

এই সময় সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী এবং সাধুদিগের প্রতি কাশীনাথের অচল ভক্তি দর্শনে গঙ্গাপ্রসাদ মনে করিলেন যে তাঁহার পুত্র কখনও সংসারে থাকিবে না। আজ হউক কি কাল হউক একদিন সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর তাঁহার এই জমিদারী জায়গীর কাহাকে অর্পণ করিবেন? এই প্রশ্ন গঙ্গাপ্রসাদের মনে বারম্বার উদয় হইতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গঙ্গাপ্রসাদ স্থির করিলেন যে, তাহার কনিষ্ঠা কন্যা মানকুমারীকে আর কোন জমিদারের ঘরে বিবাহ দিবেন না। মানকুমারীকে একটী সচ্চরিত্র শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত পাত্রে বিবাহ দিয়া কন্যা ও জামাতাকে আপন গৃহে রাখিবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যাই তাঁহার জমিদারী জায়গীরের অধিকারিণী হইবেন।

গঙ্গাপ্রসাদ মনে মনে যেরূপ স্থির করিয়াছিলেন, কাজেও তাহাই করিলেন। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ নামে একটী অতি রূপবান সচ্চরিত্র এবং সুপণ্ডিত কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ নন্দনের সঙ্গে মানকুমারীর বিবাহ হইল। মানকুমারী পিতার বড় আদরের কন্যা। তাঁহাকে আর পরের গৃহে যাইতে হইল না। তিনি বিবাহের পর স্বামীসহ পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কাশীনাথের বৈরাগ্য দর্শনে প্রথমে গঙ্গাপ্রসাদ অত্যন্ত মনোকষ্টে কালযাপন করিতেন। কিন্তু মানকুমারীর বিবাহের পর তাঁহার মনোকষ্ট অনেকটা দূর হইল। গঙ্গাপ্রসাদের কন্যাত্রয় তিনটী রত্ন।

তাঁহারা তিনজনই রূপে গুণে দেববালা বলিয়া পরিচিত। দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার তাহাদের হৃদয়ে কথনও প্রবেশ করে না। সকলের সঙ্গে সরল এবং অকপট ব্যবহার। ইহাদের তিনজনের মধ্যে চাঁদকুমারী নিতান্ত নিরীহ এবং শান্ত। তাঁহার স্বভাব চরিত্র দেখিলে কেহ তাঁহাকে এ সংসারের মানুষ বলিয়া মনে করিতে পারেন না। কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদ মানকুমারীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভালবাসিতেন। বোধ হয় মানকুমারী সর্ব্বকনিষ্ঠা বলিয়াই পিতার হৃদয় একটু অপেক্ষাকৃত অধিকতর আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কন্যাত্রয়ের বিবাহের পর গঙ্গাপ্রসাদ একপ্রকার সুখেই কালযাপন করিতেছিলেন। কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদের সুখ-সূর্য্য অস্তমিত প্রায়। ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দে নবাব সাদাতালির মৃত্যু হইল। গঙ্গাপ্রসাদ নবাব সাদাতালির প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া লক্ষ্ণৌ দরবারের অন্যান্য প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী গঙ্গাপ্রসাদকে বিদ্বেষ নেত্রে দর্শন করিতেন। সাদাতালির মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে লক্ষ্ণৌর দরবার গঙ্গাপ্রসাদের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সাত আট বৎসরের মধ্যে কেহ বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। সাদাতালির মৃত্যুর প্রায় দশ বৎসর পরে নবাব মাতেমদ উদ্দৌলা অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত আগা মীর, গাজিউদ্দিন হায়দরের প্রধান মন্ত্রীর পদলাভ করিলেন। বাল্যাবস্থায় আগা মীর, সাদাতালির বিশ্বস্ত ভৃত্য ছিলেন। প্রভু ভক্তির পুরস্কার স্বরূপ তিনি সাদাতালির রাজত্বকালে ক্রমে পদোন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। পাদুকা বাহক ভৃত্য ক্রমে দারোগার পদলাভ করিয়া অবশেষে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদাভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু উচ্চপদ সময় সময়

মানুষকে নরকের দিকে পরিচালন করে। উচ্চপদ প্রাপ্তির পর আগা মীরের দরিদ্রাবস্থার সাধুতা এবং প্রভুভক্তির চিহ্নও রহিল না। অযোধ্যার বাদসাহের প্রধান উজীরের পদ লাভ করিয়া তিনি সেই পূর্ব্ব পরিচিত গঙ্গাপ্রসাদের অনিষ্ট সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। গঙ্গাপ্রসাদকে সাদাতালি যেসমস্ত নিষ্কর জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন তাহার রাজস্বের দাবী করিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ রাজস্ব প্রদানে সম্মত হইলেন না। ক্রমে তাঁহার সঙ্গে গাজিউদ্দিন হায়দরের সময়ের আমিলদিগের সময় সময় বিবাদ এবং মাইরপিট হইতে আরম্ভ হইল। দিন দিন বিবাদ বৃদ্ধি হইল। গঙ্গাপ্রসাদের এখন প্রধান সহায় তাঁহার জামাতাদ্বয় রাজা দিগ্বিজয় সিংহ এবং হরপাল সিংহ। ইঁহাদিগের নিকট হইতে অযোধ্যার কোন উজীর কখনও রাজস্ব আদায় করিতে পারেন নাই। ইহারা সূর্য্য বংশোদ্ভব বলিয়া আপনাদের পরিচয় প্রদান করিতেন। দিল্লীর বাদসাহকেও কখনও কর প্রদান করেন নাই। ইঁহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেন যে মুসলমানের বাদসাহী আমরা স্বীকার করি না। ইঁহাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতে যাইয়া অনেক আমিল এবং চাকলাদার প্রাণ হারাইয়াছেন। প্রায় প্রত্যেক বৎসর ইঁহাদিগের সঙ্গে উজিরের সৈন্যের যুদ্ধ হইত। এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই উজীরের সৈন্য পরাজিত হইত। অবশেষে নেপাল যুদ্ধের অব্যবহিত: পরে বহুসংখ্যক ইংরেজসৈন্য ইহাদিগকে আক্রমণ করেন। এই শেষ যুদ্ধে দিগ্বিজয় সিংহ এবং হরপালসিংহ প্রকৃত বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহাদিগের মৃত্যু গঙ্গাপ্রসাদকে শোক সাগরে নিমগ্ন করিল। তাঁহার দুইটী কন্যাই বিধবা হইল।

পূর্ব্ব অধ্যায়ের রমণীদ্বয় মধ্যে প্রথমা রমণী গঙ্গাপ্রসাদের দ্বিতীয়া কন্যা চাঁদকুমারী এবং দ্বিতীয়া রমণী নারায়ণ কুমারী। গঙ্গাপ্রসাদ এখন শোকে জর্জ্জরিত। তাঁহার বিপদের উপর বিপদ। দুইটী কন্যা প্রায় পাঁচ বৎসর হইল বিধবা হইয়াছেন। তৃতীয় কন্যাকে প্রায় দুই বৎসর হইল দস্যুরা হরণ করিয়াছে। তিনি নিজে চলৎশক্তি হীন হইয়া পর্য্যঙ্কের উপর মুমূর্ষাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার কন্যাদ্বয় সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন।

সপ্তম অধ্যায়।

বিজয়গঞ্জ।

When shall we three meet again
In thunder, lightning, or in rain?
When the hurly burly's done,
When the battle's lost and won—*Macbeth.*

মাঘ মাস! রাত্রি অবসান হইয়াছে। গাঢ় কুজ্ঝটিকা! গগন মণ্ডল তিমিরাচ্ছন্ন। বিজয়গঞ্জের দোকানদারগণ এখনও গৃহের দ্বার খুলে নাই। বিজয়গঞ্জের বাজার রাজা দিগ্বিজয় সিংহের সংস্থাপিত। বাজারে প্রায় শতাধিক দোকান। সুরাজ পাল সিংহ, মুলারামতেওয়ারি, গান্ধারসিংহ, রামগোলাম চেতলাঙ্গি, বালকৃষ্ণপাড়ে, টীকারাম আগরওয়ালা, তোতারাম সিংহ এই বাজারের প্রধান প্রধান দোকানদার। প্রভাতে তোতারামের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। সে শয্যায় বসিয়া ভর্ ভর্

করিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছে। মাঝে মাঝে গুড়গুড়ির ভর্ ভর্ শব্দের পরিবর্ত্তে ক্ষাক্ ক্ষাক্ কাশির শব্দ শুনা যাই-তেছে। তোতারামের কাশির শব্দে ক্রমে আর দুই তিন দোকানের লোক জাগ্রত হইল। রামগোলাম চেতলাঙ্গি নিদ্রা হইতে উঠিয়াই আপন চাকর মেওয়ারামকে তামাক সাজিতে বলিতেছেন। ঘরে আগুন নাই শুনিয়া তিনি তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক অন্য দোকান হইতে টীকা ধরাইয়া আনিতে বলিলেন। মেওয়ারাম কল্কী এবং টীকা হাতে করিয়া তোতারামের গৃহ দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—"ভাই দরজা খোল। আমি টীকা ধরাইব; সিপাহী সাহেব বড় ক্ষেপেছেন।" গৃহ মধ্য হইতে তোতারাম বলিতেছে "শালা রোজ প্রাতে আগুনের জন্য জ্বালাতন করে; যা—যা—অন্য দোকানে যা—আমি তোর নাম কাটা সিপাহীকে চিনি।"

দেখিতে দেখিতে বেলা প্রায় চারি দণ্ড হইল। সকল দোকানের দরজা খুলিল। কুয়াসা ধীরে ধীরে দূর হইল। কিন্তু আকাশমণ্ডল এখনও মেঘাবৃত। দোকানদারগণ নিঃশঙ্ক হৃদয়ে অন্যান্য দিনের ন্যায় ক্রয় বিক্রয় করিতেছে। তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই আজ বিজয়গঞ্জের শেষ দিন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বিজয়গঞ্জ চিরকালের নিমিত্ত জনশূন্য হইবে।

ক্রমে বেলা দুই প্রহর হইল। দোকানদারগণ মধ্যে কেহ আহার করিতেছে; কেহ আহারের আয়োজন করিতেছে। কেহ স্নান করিতে চলিয়াছে। অকস্মাৎ পশ্চিমদিকে লোকারণ্য দেখা গেল। লোকারণ্য ক্রমে বিজয়গঞ্জের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। লোকারণ্যের অগ্রে প্রায় পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ।

এ কিসের লোকারণ্য! বিজয়গঞ্জের দোকানদার এবং অন্যান্য লোক হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। এ যে যুদ্ধের সাজ! লোকারণ্যের সর্ব্বাগ্রে সীতাপুরের রাজবাড়ীর প্রধান কর্ম্মচারী গয়াপ্রসাদ, ঠাকুরপ্রসাদ এবং কল্যাণ সিংহ। ইহারা তিন জন বাজারে পৌঁছিয়াই দোকানদারদিগকে আপন আপন জিনিস পত্র সহ পলায়ন করিতে বলিতেছে। এক এক জন এক এক দিকে যাইয়া বলিতেছে—"পালাও, পালাও, বাদসাহের চাকলাদার এবং তহসিলদার ইংরেজসৈন্য সহ এদিকে আসিতেছে।" দোকানদারদিগের মস্তকে বজ্রপাত হইল। প্রত্যেকেই আপন আপন জিনিস পত্র সহ পলায়ন করিতে লাগিল। বেলা দুই ঘটিকার পূর্ব্বে বিজয়গঞ্জ জনশূন্য হইয়া পড়িল।

এই অল্প সংখ্যক সৈন্যের পশ্চাতে হস্তীপৃষ্ঠে স্বয়ং বিজয়গঞ্জের রাণী। তাঁহার হস্তে তরবারি। বোধ হয় ভগবতী হৈমবতী অসুর বিনাশার্থ সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি গয়াপ্রসাদ এবং কল্যাণ সিংহের সঙ্গে সময় সময় পরামর্শ করিতেছেন। অবশেষে বিজয়গঞ্জের বাজারের পূর্ব্ব দিকে এক ক্রোশ দূরে স্বীয় সৈন্য সন্নিবেশ করিবার আদেশ করিলেন।

বেলা দুই ঘটিকার সময় ইংরেজসৈন্য সহ অযোধ্যার বাদসাহের চাকলাদার এব্রাহিমখাঁ,তহসিলদার হীরাসিংহ নদীর পারে আসিয়া পৌঁছিল। তাঁহারা এখনও রাণীর সৈন্য হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে রহিয়াছে। বাদসাহের চাকলাদার এবং তহসিলদারগণ মনে করিয়াছিলেন যে ইংরেজসৈন্যের নাম শুনিয়াই তালুকদার, জমীদার এবং অন্যান্য গ্রাম্য লোক পলায়ন করিবে। তাঁহারা অল্প সংখ্যক লোক সঙ্গে করিয়া প্রত্যেক

জমীদারের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক গৃহস্থিত জিনিস পত্র আত্মসাৎ করিবেন। কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সীতাপুরের রাণী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইংরেজসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন।

ইংরেজসৈন্যগণ এখন পর্য্যন্তও যুদ্ধ করিবার জন্য যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হয় নাই। চাকলাদার এব্রাহিম খাঁ এবং তহসিলদার হীরা সিংহ ইংরেজসৈন্যের অধ্যক্ষ মেজর স্মিথের নিকট বলিতেছেন—"হুজুর এ দেশের লোক বড় খারাপ! রাজা দিগ্বিজয় সিংহ এবং হরপালসিংহ কখনও রাজস্ব প্রদান করেন নাই। উজীর বরহান্ মুল্‌কের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত ইহাদিগের নিকট কেহ খাজনা আদায় করিতে পারে নাই।"

ইহাদিগের এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে—এদিকে রাণীর সৈন্যগণ "জয় রাম সীতা কি জয়—"জয় মহারাণীকা জয়"—বলিয়া বারম্বার জয়ধ্বনি করিতেছে।

মেজর স্মিথ বড় সতর্ক লোক। গবর্ণরজেনেরলের স্পষ্ট হুকুম রহিয়াছে যে, অযোধ্যার রাজস্ব আদায় উপলক্ষে ইংরেজ সৈন্য প্রেরিত হইলে সৈন্যাধ্যক্ষ বিশেষ সতর্কতা সহকারে কার্য্য করিবেন; গোলা না চালাইয়া ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রজাদিগকে বশীভূত করিবার চেষ্টা করিবেন। সুতরাং স্মিথ সাহেব সৈন্যগণকে যথাস্থানে সংস্থাপন করিবার পূর্ব্বে কামানের কয়েকটা শব্দ করিতে আদেশ করিলেন। মনে করিলেন কামানের শব্দ শুনিয়া বিপক্ষদল পলায়ন করিবে; আর যুদ্ধ করিবেন না। কিন্তু ইংরেজসৈন্যগণ কামানের শব্দ করিবামাত্র রাণীর পক্ষ হইতে গয়াপ্রসাদ অগ্রসর হইয়া গোলা চালাইলেন।

রণ কৌশলে গয়াপ্রসাদের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তিনি দিগ্বিজয় সিংহের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ। গয়াপ্রসাদ গোলা চালাইলে সে গোলা নিষ্ফল হয় না। সে গোলা নিশ্চয়ই বিপক্ষ দলের লোকের গাত্র স্পর্শ করিবে। বাদসাহের তহসিলদার হীরাসিংহ ইংরাজসৈন্যের পার্শ্বে হস্তীপৃষ্ঠে বসিয়া আছেন। গয়া প্রসাদের বন্দুকের গোলাটী হীরাসিংহের মস্তকের উপর পড়িল। হীরাসিংহ তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

হীরাসিংহের মৃত্যুর পর মেজর স্মিথ তৎক্ষণাৎ সৈন্যদিগকে পশ্চিমমুখী করিয়া সংস্থাপন করিলেন। ইংরেজ সৈন্যগণ রাণীর সৈন্যের উপর গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। কামানের দুরম্ দুরম্ শব্দ—মেঘের ঘর্ঘর শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া কর্ণ বধির করিল। এক ঘণ্টার মধ্যে রাণীর পক্ষের দশ বার জন লোক কেহ হত কেহ বা আহত হইলেন। রাণীর সৈন্য এখন পলায়নে উদ্যত। শত চেষ্টা করিয়াও গয়াপ্রসাদ এবং কল্যাণসিংহ তাঁহাদিগকে সংগ্রামক্ষেত্রে আর রাখিতে পারেন না। রাণী পশ্চিম দিকে সৈন্যদিগের পলায়নের পথ একবারে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছেন। পলায়মান সৈন্যগণ উত্তর দিকে ধাবিত হইল। এদিকে অকস্মাৎ প্রবল ঝন্ঝাবাত হইয়া গগনমণ্ডল তমসাচ্ছন্ন হইল। দেখিতে দেখিতে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

মেজর স্মিথ এবং বাদসাহের চাকলাদার এব্রাহিম খাঁ বিপক্ষ সৈন্য উত্তর দিকে পলায়ন করিতে দেখিয়া মনে করিলেন ইহারা নেপালের প্রান্ত দেশে পলায়ন করিতেছে।

মেজর স্মিথ এব্রাহিমকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন কি সসৈন্যে সীতাপুরের দুর্গে যাইতে হইবে?"

এব্রাহিম বলিলেন—"হুজুর নদী পার হইয়া আপনার সসৈন্যে সীতাপুর দুর্গে যাইবার প্রয়োজন নাই। সমুদয় লোক পলায়ন করিয়াছে। সীতাপুরের দুর্গ এখন নিশ্চয়ই জনশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আমি কয়েক জন প্যাদা পাইক সহ দুর্গে প্রবেশ করিয়া প্রজাগণ হইতে কর আদায় করিতে আরম্ভ করিব।"

একে মাঘ মাস—তাহাতে আবার বৃষ্টি হইয়া শীত অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। মেজর স্মিথেরও নদী পার হইয়া সীতাপুর যাইতে বড় ইচ্ছা নাই। সুতরাং তিনি বিজয়গঞ্জ হইতে পূর্ব্ব দিকে পাঁচ ক্রোশ দূরে এক বাজারে চলিয়া গেলেন। এবং পরদিন বেরুচের প্রজা বিদ্রোহ নিবারণার্থ অন্যান্য চাকলাদার এবং তহসিলদার সহ বেরুচে চলিলেন।

হীরাসিংহের মৃত্যুতে এব্রাহিম খাঁ বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। পূর্ব্বে কথা ছিল যে বিদ্রোহী প্রজাগণ পলায়ন করিলে পর হীরাসিংহ তাহার সঙ্গের লোক সহ দুর্গে প্রবেশ করিবেন। এব্রাহিম জানিতেন যে, রাজা দিগ্বিজয় সিংহের দুর্গে অনেক মূল্যবান জিনিস পত্র রহিয়াছে। সুতরাং সেই সকল জিনিষ পত্র হীরাসিংহের হস্তগত হইবে বলিয়া তিনি মনে মনে বিশেষ কষ্টানুভব করিতেছিলেন। কিন্তু হীরাসিংহের মৃত্যু হইয়াছে। এখন তিনি আপন আপন লোকসহ দুর্গে প্রবেশ করিবেন; কত শত মূল্যবান জিনিস পত্র তাহার হস্তগত হইবে। এই সকল চিন্তা তাহার মনে উদয় হইতেছিল। মেজর স্মিথ সসৈন্যে দুর্গে প্রবেশ করিবার প্রস্তাব করিলে তিনি তাঁহাকে সেই অভিপ্রায় হইতে বিরত রাখিয়াছেন। এব্রাহিমখাঁ বিলক্ষণ জানেন যে ইংরেজসৈন্য দুর্গে প্রবেশ করিলে দুর্গের সমুদয় ভাল

ভাল জিনিস পত্র তাহারা লুণ্ঠন করিবে। সুতরাং বিশেষ আগ্রহ সহকারে মেজর স্মিথকে স্থানান্তরে যাইতে বলিয়াছেন।

মেজর স্মিথ চলিয়া গেলে পর, এব্রাহিমখাঁ প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন লোক সহ বিজয়গঞ্জের বাজারে প্রবেশ করিলেন। বাজার একেবারে জন শূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। অনেকানেক দোকানদার আপন আপন দোকানের কতক জিনিস পত্র ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। বাজারের ঈদৃশ অবস্থা দর্শনে এব্রাহিম মনে করিলেন যে নিশ্চয়ই সীতাপুর দুর্গ এইরূপ জনশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। রাত্রে তিনি বাজারের এক দোকান ঘরের মধ্যে শয়ন করিলেন। অল্প রাত্রি থাকিতে দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু রাত্রে আর এব্রাহিমের নিদ্রা হইল না। দুর্গের মধ্যে যে কত কত মূল্যবান জিনিস পত্র পড়িয়া রহিয়াছে তাহাই কেবল তিনি ভাবিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন দুর্গের স্থানে স্থানে যে বড় বড় মূল্যবান প্রস্তর রহিয়াছে, দুর্গ ভাঙ্গিয়া সে সকল প্রস্তর নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইবেন।

রাত্রি দুই প্রহরের পর গগন-মণ্ডল পরিষ্কৃত হইল। আকাশে মেঘের আর চিহ্নও নাই। চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইল। এব্রাহিম আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। সঙ্গের ত্রিশ চল্লিশ জন লোক সহ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দুর্গাভিমুখে চলিলেন।

এদিকে রাণী নারায়ণ কুমারী ভগ্ন সৈন্যগণ মধ্যে প্রায় দুই শত লোক সঙ্গে করিয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় দুর্গে প্রবেশ করিলেন। প্রাতে বেলা এক প্রহরের সময় সসৈন্যে দুর্গ হইতে

বাহির হইয়াছেন। সমস্ত দিনের মধ্যে আহার করেন নাই। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী চাঁদকুমারী সমস্ত দিবস অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে দুর্গ মধ্যে কালযাপন করিতেছেন। দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভয়, ভীতি, ভাবনা, বিপদাশঙ্কা এবং মন কষ্ট শত-গুণে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রাত্রি হইবার পর আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারেন না। কখন বাহিরে—কখনও ঘরের মধ্যে—কখনও পিতার শয্যা পার্শ্বে—কখনও রাম সীতার মন্দিরে,ঠিক বৎসহারা গাভীর ন্যায় কেবল এদিক ওদিক বিচরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে যতই রাত্রি হইতে লাগিল তাঁহার বিপদাশঙ্কাও ক্রমে বদ্ধমূল বিশ্বাসে পরিণত হইতেছিল।

রাত্রি দুই প্রহর হইবামাত্র গোলমাল শুনিয়া দ্রুতপদে বাহিরে আসিলেন। অন্দর মহলের প্রাঙ্গনে ভগ্নীকে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জিত হইতে লাগিল। কিছুকাল উভয়েই সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িলেন। অনন্তর নারায়ণকুমারী অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"বাবা কেমন আছেন—তিনি তো কিছু জানিতে পারেন নাই ?" চাঁদকুমারী বলিলেন—"বাবা আজ সমস্ত দিন অচৈতন্যা-বস্থাই পড়িয়া রহিয়াছেন। কিন্তু তোমার জন্যই আমার বড় ভয় হইয়াছিল। আমি এখনও মন স্থির করিতে পারি না—বল কি হইয়াছে ?"

নারায়ণকুমারী চাঁদকুমারীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—"তোমার ভয় নাই—সকল কথা পরে বলিব—তুমিও আজ কিছু আহার কর নাই। এখন বাবার নিকট যাও। আমি স্নান না করিয়া ঘরে যাইব না।"

এই বলিয়াই নারায়ণকুমারী একজন পরিচারিকাকে স্বীয় পট্টবস্ত্র আনিতে আদেশ করিলেন। একজন পরিচারিকা বস্ত্র হাতে করিয়া, অপর একজন লণ্ঠন হাতে করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তিনি মাঘ মাসের শীতে দুই প্রহর রাত্রে দুর্গের পশ্চিম দিকের পুষ্করিণীতে নামিয়া স্নান করিলেন। স্নানের পর সিক্ত বস্ত্রে পুষ্করিণীর উত্তর রামসীতার মন্দিরের দিকে চলিলেন। সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ভূমিষ্ঠ হইয়া মন্দির দ্বারে প্রণাম করিলেন। তৎপর সিক্ত বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পট্টবস্ত্র পরিধান করিলেন। পরিচারিকাদিগকে বিদায় দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরের মধ্যে একটী মাত্র প্রদীপ জ্বলিতেছে। একখানি কুশাসন বিছাইয়া মন্দিরে উপবেশন পূর্ব্বক একাগ্র চিত্তে রামনাম জপ করিতে লাগিলেন।

এদিকে চাঁদকুমারী নিজে এখন পর্য্যন্ত কিছুই আহার করেন নাই; কিন্তু ভগ্নীর আহারের নিমিত্ত যৎসামান্য ফল মূল সম্মুখে রাখিয়া বসিয়াছেন। ভগ্নীর স্নান করিয়া আসিতে বিলম্ব দেখিয়া মন্দিরে চলিলেন। চাঁদকুমারীকে দেখিয়া নারায়ণ কুমারী মন্দির হইতে বাহির হইলেন। উভয়ে একত্র হইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। নারায়ণকুমারীর এখন আর আহার করিবার ইচ্ছা নাই; কিন্তু তিনি আহার না করিলে চাঁদ-কুমারীও কিছু আহার করিবেন না। সুতরাং দুই জনে যৎসামান্য ফল মূল আহার করিলেন। রাত্রে আর তাঁহাদের নিদ্রা হইল না। দিবসের ঘটনা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে রাত্রি অবসান হইল।

রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই চাকলাদার এব্রাহিম খাঁ প্রায়

চল্লিশ জন লোক সহ দুর্গের পূর্ব্ব দ্বারের নিকট পৌঁছিলেন। দ্বারে কেবল দুই জন প্রহরী রহিয়াছে। অন্যান্য লোক অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা এখন নিদ্রা যাইতেছে। গয়াপ্রসাদ এবং কল্যাণসিংহ শয়ন করেন নাই। শীত নিবারণার্থ সম্মুখে অগ্নি জ্বালিয়া বসিয়া আছেন। এখন পর্য্যন্তও বিপদাশঙ্কা দূর হয় নাই। ইংরেজসৈন্য দুর্গে প্রবেশ করিবে কিনা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র প্রহরীদ্বয় দ্বার হইতে দুইশত হাত দূরে ত্রিশ চল্লিশ জন লোক দেখিয়া শশব্যস্তে সকলকে জাগাইল। গয়াপ্রসাদ এবং কল্যাণসিংহ বন্দুক এবং তরবারি হস্তে দ্বারের নিকট আসিলেন। ইতিমধ্যে এব্রাহিমখাঁ এবং তাহার লোক দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিল। ভয়ানক মাইরপিট আরম্ভ হইল।—"মার শালা ফেরেঙ্গিকে—মারশালা ম্লেচ্ছকে"—সকলের মুখেই এই শব্দ।

অন্দর মহলে রাণীর নিকট লোক দৌড়িয়া গিয়া বলিল দুর্গে বিপক্ষের লোক প্রবেশ করিয়াছে। ইংরেজ সৈন্য দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে কি চাকলাদারের লোক প্রবেশ করিয়াছে, রাণী এখন পর্য্যন্তও ঠিক করিতে পারেন নাই। কিন্তু সাহসে নির্ভর করিয়া তরবারি হস্তে রাণী বাহিরে আসিলেন। তাঁহার বাহিরে আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পাহারাওয়ালা এবং সিপাহীগণ তরবারির আঘাতে চাকলাদারের সঙ্গের প্রায় ত্রিশ জন লোকের শিরশ্ছেদন করিয়াছে। রাণী দেখিতে পাইলেন প্রায় ত্রিশ জন লোকের মৃতদেহ ভূমিতলে পড়িয়া রহিয়াছে। আর চারি পাঁচ জন লোক এব্রাহিমকে ভূমিতলে ফেলিয়া কিল, লাথি এবং চপেটাঘাতে মৃতবৎ করিয়াছে। বিজয়গঞ্জের বাজারের দোকানদার রাম-

গোলাম চেতলাঙ্গী পূর্ব্বদিন প্রাণের ভয়ে দোকানের জিনিসপত্র ফেলিয়া দুর্গের মধ্যে আসিয়া পালাইয়াছিল। পূর্ব্বে সে রাজা দিগ্বিজয়সিংহের সৈন্যদলের মধ্যে এক জন সিপাহী ছিল; কিন্তু কোথাও যুদ্ধ হইবে শুনিলেই রামগোলাম অগ্রে পলায়ন করিত। রাজা দিগ্বিজয়সিংহ তাহাকে সিপাহীর কার্য্য হইতে ছাড়াইয়া দিয়া, ব্যবসা বাণিজ্য করিবার জন্য কিছু টাকা দিয়াছিলেন। রামগোলাম সেই টাকা দ্বারা বিজয়গঞ্জে বাণিজ্য করে; কিন্তু তাহাকে সিপাহী না বলিলে সে বড় অসন্তুষ্ট হয়। এখন এব্রাহিমকে ভূমিতলে পতিত দেখিয়া, রামগোলাম বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক তরবারি হস্তে করিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইল; এবং সম্মুখে রাণীকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল —"কাল সমুদয় ইংরেজসৈন্য তাড়াইয়া দিলাম—আবার এই শালা দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে। জানেনা যে রামগোলাম চেতলাঙ্গী দুর্গে আছে?—এখনই ইহার মাথা কাটিব।"

রামগোলাম এই বলিয়াই এব্রাহিমের স্কন্ধের উপর তরবারির আঘাত করিলেন। কিন্তু এব্রাহিমকে যে চারি পাঁচ জন লোক ধরিয়াছিল, তাহারা রামগোলামকে তরবারির আঘাত করিতে উদ্যত দেখিয়া একটু পশ্চাতে সরিয়া গেল। তখন রামগোলামের ভয় হইল যে পাছে এব্রাহিম উঠিয়া তাহাকে আক্রমণ করে; সুতরাং রামগোলাম কোপাবিষ্ট হইয়া এব্রাহিমের ধৃতকারি লোকদিগকে বলিল—"তোদের একটুও সাহস নাই—ওকে ছাড়িয়া দিয়াছিস কেন? রাজা দিগ্বিজয়সিংহের সিপাহী রামগোলাম এখানে থাকিতে তোদের ভয় কি? উহার হাত পা চাপিয়া ধর—এখনই আমি উহাকে যমালয়ে পাঠাইব।"

রাণী নারায়ণকুমারী এখন পর্য্যন্ত এই গোলমালের মূল কারণ বুঝিতে পারেন নাই। গয়াপ্রসাদ রাণীকে সমুদয় কথা বুঝাইয়া বলিলে পর,তিনি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন— "এত লোকের প্রাণবিনাশ করিবার প্রয়োজন ছিলনা। ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেই ভাল হইত।" এব্রাহিমের সঙ্গের লোক-দিগের মধ্যে আট জন মাত্র জীবিত আছে। রাণী তাহা-দিগকে ছাড়িয়াদিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু এব্রাহিম তরবারির আঘাতে ভূমিতলে পড়িয়া রহিয়াছেন। রাণীর আদেশ অনুসারে কয়েক জন লোক তাহাকে ধরিয়া উঠাইল। রাণী দেখিলেন যে সে বড় গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার জীবনের আশঙ্কা নাই।

গয়াপ্রসাদ এব্রাহিমের সঙ্গের লোকদিগকে এব্রাহিমকে লইয়া দেশে যাইতে বলিলেন ; কিন্তু এব্রাহিমের সঙ্গের লোকেরা এখন আপন আপন প্রাণ লইয়া পালাইতে ব্যস্ত। তাহারা এব্রা-হিমকে সঙ্গে করিয়া নিতে সম্মত নহে। এব্রাহিমের হাতীর মাহুত অগ্রেই হস্তী সহ পলায়ন করিয়াছে। রাণীর আদেশানুসারে কল্যাণসিংহ এব্রাহিমকে স্বদেশে প্রেরণার্থ তিনখানা গরুর গাড়ী আনিয়া দিলেন। এবং এব্রাহিমের লোকদিগকে একশত টাকা পাথেয় প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিতে বলিলেন। টাকা পাইয়া তাহারা অগত্যা এখন এব্রাহিমকে লইয়া যাইতে সম্মত হইল।

বেলা দুই প্রহরের সময় এব্রাহিমের সঙ্গী ইসপআলি, আকবরআলি, মনগুরআলি, এলাহিবক্স, ফতেখাঁ এবং অপর তিন জন লোক তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া গরুর গাড়ীতে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিল। রাত্রি সাত ঘটীকার সময় গরুর গাড়ী বিজয়

গঞ্জে পৌঁছিল। বিজয়গঞ্জের সমুদয় দোকানঘর শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। ইসপআলি, আকবরআলি, এলাহিবক্স, ফতেখাঁ এবং মনশুর আলি, তোতারাম সিংহের ছাড়া দোকান ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছে। অপর তিন জন লোক আহা-রের আয়োজন করিতেছে। দোকানের পার্শ্বে গরুর গাড়িতে এব্রাহিম শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তিনি সময় সময় শরীর বেদনায়—"প্রাণ যায়"—"প্রাণ যায়"—বলিয়া আর্ত্তনাদ করি-তেছেন। তাঁহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া ইসপআলির মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। সে প্রথমতঃ ফতেখাঁকে বলিল—"ভাই চাকলা-দার সাহেবের বাঁচিবার আশা নাই—সাহেব হয় ত এই রাত্রেই মরিবেন। এই রাস্তা ঘাটে কোথায় যে তাঁহার গোর প্রস্তুত করিব, আমি কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না।"

ফতেখাঁ বলিল—"ভাই আমি ত উহাকে সঙ্গে করিয়া আনিতে রাজী ছিলাম না। সীতাপুরের রাণী পথ খরচা দিবার হুকুম করিলে পরে, তোমরা টাকার লোভে উহাকে আনিয়াছ। এখন যাহা হয় তোমরা করিবে। আমি একক চলিয়া যাইব।"

ফতেখাঁর কথা শুনিয়া ইসপ্‌আলি এলাহিবক্সকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"মুন্‌সী-সাহেব—ফতেখাঁ কোরাণ কেতাব জানে না—ওর ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই। আপনি ত কোরাণ পড়িয়াছেন। মুসলমান কি আপন স্বধর্ম্মীকে মুমূর্ষাবস্থায় জঙ্গলে ফেলিয়া যাইতে পারে?"

এলাহিবক্‌সকে ইতি পূর্ব্বে মুন্সী বলিয়া কেহ কখনও সম্বোধন করে নাই। সুতরাং ইসপ্‌আলি কর্ত্তৃক এইরূপে সাদরে সম্ভাষিত হইয়া সে বিশেষ গাম্ভীর্য্য সহকারে বলিল—"চাকলাদার

সাহেবের মৃত্যু হইলে তাঁহাকে অবশ্য গোর দিতে হইবে। বনে জঙ্গলে কিরূপে ফেলিয়া যাইব।" এলাহিবক্‌সের কথা শুনিয়া মনশুরআলি বলিল—"কোথায় গোর দিবে? জঙ্গলের মধ্যে মরিলে কি গোর দিবার সুবিধা হইবে?"

ইসপ্‌আলি বলিল—"কত কত জঙ্গলের মধ্যদিয়া লক্ষ্ণৌ যাইতে হইবে। যে জঙ্গলের মধ্যে গোর প্রস্তুতের সুবিধা হইবে না। চাকলাদার সাহেব আজ মরুণ—কাল মরুণ—নিশ্চয়ই মরিবেন। তাঁহার আর বাঁচিবার সম্ভব নাই। আল্লার ইচ্ছায় তাঁহার এই রাত্রে মৃত্যু হয়, তবে এই পরিষ্কার জমিতেই গোরের স্থান প্রস্তুত করিতে পারি। ভাই, চাকলাদার সাহেব আমার সাত পুরুষের মনিব। তোমরা যে যাহাই বল, তাঁহার মৃত্যু হইলে আমি তাঁহাকে জঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়া যাইতে পারিব না। তাঁহার উপযুক্ত গোরের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।"

ইসপ্‌আলির কথা শুনিয়া ফতেখাঁ এবার বিশেষ কোপাবিষ্ট হইয়া বলিল—"হাঁ এই রাত্রেই মরিবে—একটু ক্ষুদ্র জখম হইয়াছে—মনে করিলে চাকলাদার সাহেব আমাদের সঙ্গে হাঁটিয়াও যাইতে পারেন। মিঞা তুমি জেতা মানুষকে গোর দিবে নাকি?"

ফতেখাঁর বাক্যাবসানে ইসপআলি বলিল—"ফতেখাঁ তুই মুসলমান না। এলাহিবক্স মুনশী কিম্বা মিঞা মনশুরআলি সাহেবকে জিজ্ঞাসা কর্‌—মুসলমান মুসলমানকে গোর না দিয়া কি জঙ্গলে ফেলিয়া যাইতে পারে?"

ফতেখাঁ আর উত্তর করিল না। সে নির্ব্বাক রহিল। তখন এলাহিবক্স বলিল—"যদি এইরাত্রেই চাকলাদার সাহেবের মৃত্যু

হয়, তাহা হইলে এখানে গোর প্রস্তুতের বিলক্ষণ সুবিধা হইবে। কিন্তু দুই দিন পরে মৃত্যু হইলে গোর দিবার সুবিধা হইবে না।”

এই কথা বলিবার সময় ঘরের মধ্যে একখানা কোদালির উপর এলাহিবক্‌সের দৃষ্টি পড়িল। দোকানদারগণ পলায়ন করিবার সময় সমুদয় মূল্যবান জিনিস পত্র লইয়া গিয়াছে। তাহাদের দোকানের কোদালি ইত্যাদি পড়িয়া রহিয়াছে। কোদালি দেখিয়া এলাহিবক্‌স বলিল—“ঐ দেখ দোকানে কোদালি রহিয়াছে; অন্য স্থানে গোর প্রস্তুত করিতে হইলে একখানা কোদালিও মিলিবে না।”

ইসপআলি, মনশুরআলি, আকবরআলি সকলের দৃষ্টিই এই কোদালির উপর পড়িল। তাঁহারা তিন জন এখন তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন মুমূর্ষাবস্থায় লোককে গোর দেওয়া যাইতে পারে কি না।

ইসপআলি বলিল—“মহম্মদ কতবার কত কাফেরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার নিজের সৈন্য মৃতপ্রায় হইলে তিনি কি গোর দেওয়ার ব্যবস্থা না করিয়া তাহাদিগকে ফেলিয়া যাইতেন?”

এলাহিবক্স মুন্সী এ প্রশ্নের আর উত্তর দিতে পারিলেন না। কিন্তু অনেক বাদানুবাদের পর ইহারা তিন জনেই ঠিক করিল যে এব্রাহিমের এখন মুমূর্ষাবস্থা—সে কখনও বাঁচিবে না। হয় ত আর আধ্ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইবে।

এ দিকে এব্রাহিমও ঠিক এই সময় ইসপআলি প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন—“আরে—তোরা কোথায় গিয়াছিস্—আমার জান্ যায়—আমার আর জানের আশা নাই।”

এব্রাহিম নিজেই বলিতেছেন তাঁহার প্রাণ যায়, তাঁহার আর প্রাণের আশা নাই; সুতরাং ইসপআলি প্রভৃতির এখন আর এব্রাহিমের আসন্ন মৃত্যু সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রহিল না। ইসপআলি মনশুর আলি এবং এলাহিবক্স তিন জনেই বলিয়া উঠিল, এখন গর্ত্ত খনন করিয়া গোর প্রস্তত করিতে আরম্ভ করিলে, গোর প্রস্ত-তের পূর্ব্বেই এব্রাহিমের মৃত্যু হইবে। তাহারা এখন তাড়াতাড়ী উঠিয়া দাঁড়াইল। ইসপআলি আকবরআলিকে বলিল—"আক-বর আলি মিঞা আর দেরি করিবেন না—কোদালি ধরুন।" আবার ফতেখাঁকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিন—"ভাই—ফতেখাঁ, চাক-লাদার সাহেবের মৃত্যুকাল উপস্থিত—এখন রাগ করিবার সময় না—মেহেরবানি করিয়া আকবর আলির সঙ্গে এই দোকা-নের পার্শ্বে গর্ত্ত খনন কর। আমরা চাকলাদার সাহেবকে দেখিয়া আসি।"

ফতেখাঁ মনে মনে ভাবিতেছে যে এ কি ব্যাপার!—এ লোক তিনটা পাগল হইল না কি! কিন্তু সে কি করিবে? এ সংসারের সকল লোকই অধিকাংশের মতানুসারে চলে; সুতরাং ফতেখাঁকে আজ অপর চারি জনের মতানুসারে কার্য্য করিতে হইল। আকবর আলির সঙ্গে একত্র হইয়া সে এব্রা-হিমের সমাধিক্ষেত্র প্রস্তুতার্থ গর্ত্ত খনন করিতে লাগিল। তোতারামের দোকানের পার্শ্বে চারি হাত দীর্ঘে দুই হাত পার্শ্বে দুই হাত গভীর এক গর্ত্ত প্রস্তুত করিল।

এদিকে ইসপ্‌আলি, মনশুরআলি এবং এলাহিবক্স এব্রা-হিমের গাড়ীর নিকট চলিলেন। ইহাদিগকে দেখিয়া এব্রা-হিম নিজের কাতরাবস্থা অপেক্ষাকৃত অধিকতর দেখাইলেন;

এবং বলিতে লাগিলেন—"ভাই আমার প্রাণ যায়।—গরুর গাড়ীতে পীঠ বেদনা করিতেছে—দেখ দেখি এই দোকানের মধ্যে বিছানার বন্দোবস্ত করিতে পার কি না। আমার আর বাঁচিবার আশা নাই।"

ইহার পর আবার তিনি বলিলেন—"ক্ষুধায় আমার প্রাণ যাইতেছে—দেখ ত একটা মুরগীর জোগাড় করিতে পার কি না।"

এই কথা বলিতে বলিতে এব্রাহিম একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, এবং ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। মনশুর আলি এব্রাহিমকে ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে দেখিয়া বলিল—"ধর—ধর—আর দেরি নাই। চাকলাদার সাহেব এখনি মরিবেন।

এই বলিয়াই ইহারা তিন জনে এব্রাহিমকে ধরাধরি করিয়া গরুর গাড়ী হইতে বাহির করিল। এব্রাহিম মনে করিলেন যে ইহারা তিন জন তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া নিয়া দোকান ঘরের মধ্যে শোয়াইয়া রাখিবে। কিন্তু ইহারা তাহাকে আনিয়া আকবর আলি কর্ত্তৃক খোদিত সেই গর্ত্তের মধ্যে রাখিল। গর্ত্তের অভ্যন্তর অন্ধকারে পরিপূর্ণ; সুতরাং এব্রাহিমের মুখের অবস্থা দেখিবার সুযোগ নাই। ইসপআলি এব্রাহিমের মুখের মধ্যে অঙ্গুলি দিয়া বলিল।—"আর শ্বাস নাই।—শ্বাস বন্ধ হইয়াছে।—সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে।" এব্রাহিমের তখন কথা বলিবার ও সাধ্য নাই; ইসপআলির অঙ্গুলি তাহার মুখের মধ্যে রহিয়াছে। "সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে" এই কথা ইসপআলির মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র মনশুরআলি, আকবরআলি, এলাহি বক্স তিন জনেই তাড়াতাড়ি মৃত্তিকা ফেলিয়া গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিল। মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্ত পরিপূর্ণ করিবার পর, পদ দ্বারা তাহারা

তখন সেই মৃত্তিকা চাপিয়া চাপিয়া গর্ত্তের উপরিভাগ সমান করিয়া রাখিল। বিজয়গঞ্জের বাজারে এব্রাহিমের সহচরগণ এই প্রকারে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক স্বদেশে প্রস্থান করিল। বিজয়গঞ্জ চিরকালের নিমিত্ত জন শূন্য হইল—সেখানে আর মনুষ্যের চিহ্নও রহিল না—রহিল কেবল এব্রাহিমের কঙ্কাল!

অষ্টম অধ্যায়।

গবর্ণর জেনেরলের কৌন্সিল।

There is a tide in the affairs of men.—

Julius Cæsar.

পূর্ব্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত ঘটনার মাসাধিক পরে, ভিন্ন ভিন্ন সংবাদ পত্রে বিজয়গঞ্জের যুদ্ধ সম্বন্ধে নানা প্রকার মতামত প্রকাশিত হইতে লাগিল।

সর্ব্বাগ্রে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্র মফস্বল আক্‌বরে লিখিত হইল—"বিগত ২রা ফেব্রুয়ারি অযোধ্যার বাদসাহের প্রেরিত ইংরেজসৈন্যগণের সঙ্গে সীতাপুরের রাণীর তুমুল সংগ্রাম হইয়াছে। এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ এখন পর্য্যন্তও আমাদের হস্তগত হয় নাই; কিন্তু আমাদের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন রাণীর তরবারির আঘাতে ইংরেজসৈন্যের অধ্যক্ষ মেজর স্মিথ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। উভয় পক্ষের অনেকানেক সৈন্য হত এবং আহত হইয়াছে।"

তৎপরে দিল্লী গেজেট লিখিলেন—"সীতাপুরের রাণীর সঙ্গে রাজস্ব আদায় উপলক্ষে বাদসাহের প্রেরিত সৈন্যের যুদ্ধ হয়। রাণী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নেপালে পলায়ন করিয়াছেন। ইংরেজসৈন্য মধ্যে পাঁচ সাত জনের অধিক আহত হয় নাই। কিন্তু রাণীর পক্ষে প্রায় পাঁচ শত লোক হত হইয়াছে। বাদসাহের চাক্‌লাদার এব্রাহিম খাঁর এই যুদ্ধে মৃত্যু হইয়াছে। যুদ্ধাবসানে ক্রমাগত কয়েক দিবস বৃষ্টি হইতে ছিল। ইংরেজসৈন্যের অধ্যক্ষ মেজর স্মিথ অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া জ্বর রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার বেরূচে পৌছিবার পূর্ব্বেই পথে মৃত্যু হইয়াছে। মেজর স্মিথের মৃত্যুতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একজন কার্য্যদক্ষ সুচতুর এবং বুদ্ধিমান সৈনিক পুরুষ হারাইলেন।"

ইহার পরের সপ্তাহের মফস্বল আকবর লিখিলেন—"আমরা বিশেষ দুঃখ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে আমাদের সংবাদদাতার ভ্রমবশতঃ গত সপ্তাহের আকবরে—মেজর স্মিথ্ সীতাপুরের রাণীর তরবারির আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু এখন বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইলাম যে জ্বর রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। চাকলাদার এব্রাহিম খাঁ, রাণীর তরবারির আঘাতে অচৈতন্য হইয়া পড়িলে, তাঁহার বিশ্বস্ত এবং প্রভুভক্ত অনুচরগণ তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া বিজয়গঞ্জের বাজারে আনিলেন। তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য তাহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিন দিন পরে তাহার মৃত্যু হইল। তাঁহার অনুচরগণ বিজয়গঞ্জের বাজারে তাঁহার মৃতদেহ যথোচিত সম্মান সহকারে গোরস্থ করিয়াছেন।"

প্রায় দুই সপ্তাহ পরে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ ভাগে এই সকল সংবাদ পত্র কলিকাতা পৌঁছিল। কলিকাতাতে তখন তিন খানি ইংরেজি সংবাদ পত্র—জন বুল (John Bull), বেঙ্গাল হরকরা (Bengal Hurkara) এবং কলিকাতা কুরিয়ার (Calcutta Courier).

জনবুল পত্রিকায়, মফস্বল আকবর এবং দিল্লী গেজেট হইতে বিজয়গঞ্জের যুদ্ধের সংবাদ উদ্ধৃত হইল। জনবুলের সম্পাদক অত্যন্ত তীব্র ভাষাতে অযোধ্যার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিলেন। সেই প্রবন্ধের উপসংহারে লিখিত হইল —"অযোধ্যার বর্ত্তমান অত্যাচার—অযোধ্যার প্রজা পীড়ন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং কোম্পানির কর্ম্মচারিদিগের অর্থ শোষণ চেষ্টার অনিবার্য্য ফল। আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ দস্যুর ন্যায় অযোধ্যায় অর্থাপহরণ করিতেছেন।"

বেঙ্গাল হরকরা গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন পূর্ব্বক লিখিলেন—"আমাদের বিজ্ঞ সহযোগী জনবুল, ঠিক বুলের ন্যায় (অর্থাৎ ষাঁড়ের ন্যায়) বিজয়গঞ্জের ঘটনা সম্বন্ধে চীৎকার করিতেছেন। বর্ত্তমান ঘটনা সম্বন্ধে কোম্পানী এবং কোম্পানির কর্ম্মচারিদিগের কিঞ্চিন্মাত্রও দোষ দেখা যায় না। বস্তুতঃ অযোধ্যা একেবারে কোম্পানির রাজ্যের অন্তর্ভূত না করিলে অযোধ্যার সুশাসনের উপায় নাই।"

কলিকাতা কুরিয়ার মধ্যস্থের স্থান গ্রহণ করিয়া লিখিলেন—"অযোধ্যা শাসন সম্বন্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দোষ থাকিলেও বর্ত্তমান ঘটনা সীতাপুরের জমিদারদিগের সততার পরিচয়

প্রদান করে না। তাঁহারা কখনও রাজস্ব প্রদান করেন না। সুতরাং ঈদৃশ অবস্থায় সৈন্য প্রেরণ ভিন্ন দেশ শাসনের আর দ্বিতীয় উপায় ছিল না।”

এই সময় কলিকাতার বাঙ্গলা পত্রিকা সমাচার চন্দ্রিকা। চন্দ্রিকায় লিখিত হইল—“আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম সীতা সদৃশী সীতাপুরের রাণী, স্বয়ং অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক অসি হস্তে, বীরদর্পে, সংগ্রামক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার তৎকালের সেই ভৈরবীমূর্ত্তি দর্শনে সকলের মনে হইল, স্বয়ং দেবী গিরিনন্দিনী মহিষাসুর বধ করিবার নিমিত্ত সিংহারোহণে সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছেন। বজ্রের ন্যায় শত শত কামানের গোলা রাণীর মস্তকে বর্ষিত হইল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সে কামানের গোলা রাণীর গাত্র স্পর্শমাত্র চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িল। তিনি সতেজে একেবারে ইংরেজসৈন্যের অধ্যক্ষ মেজর স্মিথের দিকে ধাবিত হইলেন। সম্মুখে স্মিথ সাহেবকে দেখিবামাত্র খড়্গাঘাতে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। কে বলে এ দেশের রমণীগণ ভীরু? কে বলে এ দেশের রমণীগণ সংগ্রামে পরাঙ্মুখ? ভীমার্জ্জুনের তেজ এখনও আমাদের দেহের মধ্যে কার্য্য করিতেছে। কে বলে ভারতবাসিগণ হীন বীর্য্য? আজও সুরধুনী ভাগিরথী গঙ্গার স্রোতের ন্যায়, হিন্দু শোণিত আমাদিগের শরীরে প্রবাহিত—উদ্গীরিত এবং উদ্ভাষিত হইতেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি—”

প্রায় এক মাস পর্য্যন্ত সংবাদ পত্রে বিজয়গঞ্জের ঘটনাবলি সমালোচিত হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে এই সকল ঘটনার কিছু কাল পূর্ব্বে অযোধ্যার শাসন সম্বন্ধে কোর্ট অব ডিরেক্টরের

সুদীর্ঘ পত্রিকা (Despatch) গবর্ণর জেনেরলের নিকট পৌঁছিল। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক এখন ভারতের গবর্ণর জেনেরল। সার চার্‌লস্ থিওফিলাস মেটকাফ কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর। ভারতবাসীগণ ইহাদিগের শাসন প্রণালী দর্শনে বলিতেছেন—"বুধ রাজা—বৃহস্পতি মন্ত্রী।"

অযোধ্যার ব্যাপার পর্য্যালোচনার্থ গবর্ণর জেনেরলের কৌন্সিলের অধিবেশন হইল। কৌন্সিলে কে কি বলিলেন—কে কি অবধারণ করিলেন—তাহা কাহারও জানিবার সাধ্য নাই। জনপ্রবাদে প্রচারিত হইল যে কোর্ট অব ডিরেক্টর অযোধ্যার শাসন ভার গবর্ণমেণ্টকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক তাহাতে অসম্মত হইয়া কোর্ট অব ডিরেক্টরকে লিখিলেন—

"আমাদের শাসন প্রণালী অপেক্ষা মুসলমানদিগের শাসন প্রণালী অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। মুসলমানেরা এই দেশীয় লোকদিগকে সকল প্রকার অধিকার প্রদান করেন; কিন্তু আমাদের রাজনীতি তাহার বিপরীত অর্থাৎ পাষাণবৎ—স্বার্থপর এবং নির্দ্দয়—*

সার চার্‌লস্ থিওফিলাস মেটকাফ ইহাপেক্ষা কিঞ্চিৎ তীব্র ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। শুনা যায় যে তিনি বলিয়াছিলেন—"পরমেশ্বরই রাজ্যভার প্রদান করেন এবং তিনিই আবার রাজ্য কাড়িয়া নিতেছেন। এ দেশের প্রজাদিগের সম্বন্ধেআমরা যে রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে একদিন না একদিন প্রজাদিগের কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে অভিসম্পাত্ ভারাক্রান্ত মস্তকে এদেশ নিশ্চয়ই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

---

* Vide note (8) in the appendix.

এই সকল বাদানুবাদের পর গবর্ণর জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক স্বয়ং অযোধ্যা পরিদর্শন করিবেন বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। অযোধ্যার বাদসাহের নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল যে আগষ্ট মাসে গবর্ণর জেনেরল স্বয়ং অযোধ্যায় গমন করিবেন। বাদসাহ আগষ্টের পূর্ব্বে,রাজস্ব আদায় উপলক্ষে অযোধ্যার কোন প্রদেশে আর ইংরেজসৈন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন না।

এব্রাহিমের মৃত্যু সংবাদ লক্ষ্ণৌ পৌছিলে পর, মেহেন্দি আলিখাঁ দ্বিতীয় এক দল ইংরেজসৈন্য সীতাপুরে প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। কিন্তু নূতন সৈন্য সীতাপুরে প্রেরণ করিবার পূর্ব্বেই গবর্ণর জেনেরলের হুকুম লক্ষ্ণৌ পৌছিল; সুতরাং সীতাপুরে আর সৈন্য প্রেরিত হইল না। রাণী নারায়ণ-কুমারী অন্ততঃ কিছু কাল নির্ব্বিঘ্নে সীতাপুর দুর্গে বাস করিতে লাগিলেন।

নবম অধ্যায়।

আসফ্ চাচা।

"Welcome, my uncle Asoph; we have missed you too long at our table."—*W. Knighton*,

বসন্ত কাল শেষ হইয়াছে। সূর্য্যের উত্তাপ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। দুর্ব্বিসহ গ্রীষ্ম! লক্ষ্ণৌ নগরে রৌদ্রের সময় এখন আর কাহারও ঘরের বাহির হইবার সাধ্য নাই। কিন্তু দিবসের পূর্ব্বাহ্ণে এবং অপরাহ্ণে নগরের স্থানে স্থানে শত শত লোক রাস্তা, ঘাট এবং উদ্যান সকল পরিষ্কার করিতেছে। ফরিদবক্স

রাজভবন, সাহানজিব নামে ইমাম্বরা, মতীমহল নামে রমণীগৃহ সুসজ্জিত করিবার নিমিত্ত অসংখ্য অসংখ্য লোক খাটিতেছে। নগরের সর্ব্বত্রই হুলুস্থূল—সর্ব্বত্রই লোকারণ্যের কোলাহলে পরিপূর্ণ। গবর্ণর জেনেরল লক্ষ্ণৌ আসিবেন এই কথা সকলের মুখেই শুনা যায়।

গবর্ণর জেনেরলের আগমন উপলক্ষে নগর সুসজ্জিত করিবার নিমিত্ত এবং বিবিধ প্রকারের আমোদ প্রমোদের আয়োজনার্থ ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। আসিষ্টাণ্ট দেওয়ান রাজা মেওয়া রাম সিংহের উপর নগর সুসজ্জিত করিবার ভার অর্পিত হইয়াছে। তাঁহার অধীনে চারি পাঁচ জন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইয়াছেন।

পশুশালা পর্য্যবেক্ষণ এবং দরবার গৃহ সুসজ্জিত করিবার ভার বিলাতী নাপিত সরফরাজখাঁ গ্রহণ করিয়াছেন। আহারের ব্যবহারোপযোগী অনেকানেক মূল্যবান জিনিস পত্র এবং কলিকাতা হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মদিরা এবং অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্য আনিবার জন্য তিনি এক লক্ষ টাকার ফর্দ্দ দাখিল করিয়াছেন। এদিকে অনেকানেক নূতন জন্তু সংগ্রহ করিবার আয়োজন হইতেছে। গবর্ণর জেনেরলকে বিবিধ প্রকারের পশুর যুদ্ধ দেখাইতে হইবে; সুতরাং ত্রিশ লক্ষ টাকায় যে এই মহা সমারোহ নির্ব্বাহ হইবে তাহার বড় সম্ভব নাই।

নর্ত্তকী নির্ব্বাচন এবং গান বাদ্যের আয়োজন করিবার ভার রাজা দর্শনসিংহ গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্জাব হইতে কাশ্মিরী বাই আনাইতে হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ভার রাজা দর্শনসিংহের উপর অর্পিত হইয়াছে।

এই উপন্যাসের লিখিত ঘটনার সময় ফরিদবক্স রাজভবনে অযোধ্যার বাদসাহ বাস করিতেন। ফরিদবক্স রাজভবন প্রাচীন রুচি অনুসারে গঠিত হইয়াছে। গোমতী নদীর পার্শ্বস্থিত প্রকাণ্ড দীর্ঘাকার গৃহ সমষ্টিই ফরিদবক্স প্রাসাদ নামে পরিচিত। ইহার এক খণ্ডে স্ত্রীনিবাস—দ্বিতীয় খণ্ডে দরবার গৃহ—তৃতীয় খণ্ডে আফিস। দরবার গৃহের দ্বারে দ্বারে স্বর্ণ খচিত পর্দ্দা সকল ঝুলিতেছে। গৃহের প্রাচীরের সঙ্গে বাদসাহের পিতা পিতামহের প্রতিমূর্ত্তি সকল সংবদ্ধ রহিয়াছে। গৃহপ্রবেশের দ্বারের অপর প্রান্তে বাদসাহের সিংহাসন। সিংহাসনের উপরে মণিমুক্তা বিমণ্ডিত চন্দ্রাতপ। চন্দ্রাতপের নিম্নে বসিবার স্থান। নসিরের পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব পুরুষগণ সিংহাসনের উপর স্বর্ণ খচিত, মণিমুক্তা বিভূষিত মূল্যবান মকমলের আসন বিছাইয়া উপবেশন করিতেন; কিন্তু নসির সকল বিষয়েই ইংরেজি আচার ব্যবহার অনুকরণ করেন। তাঁহার রাজত্ব কালে সিংহাসনের উপর হস্তীদন্ত বিনির্ম্মিত এবং স্বর্ণ মণ্ডিত একখানি চেয়ার সংস্থাপিত হইল। দরবার উপলক্ষে তিনি সেই চেয়ারে উপবেশন করিতেন। সিংহাসনের দক্ষিণ দিকে স্বর্ণ মণ্ডিত দ্বিতীয় একখানি চেয়ারে ইংরেজ রেসিডেণ্ট দরবার উপলক্ষে বসিতেন।

আজ দরবারের দিন। অনেকানেক আমির উমরা দরবার গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। আসিষ্টাণ্ট দেওয়ান রাজা মেওয়ারামসিংহ প্রভৃতি অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী, উপস্থিত আমির উমরা এবং ইংরেজদিগকে যথাস্থানে বসাইতেছেন। কিছু কাল পরে লক্ষ্ণৌর রেসিডেণ্টের গাড়ী প্রাসাদদ্বারে পৌঁছিল। হেকিম মেহেন্দিআলিখাঁ

প্রাসাদদ্বারে রেসিডেণ্টকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। পার্শ্বস্থিত প্রকোষ্ঠ হইতে তৎক্ষণাৎ স্বয়ং বাদসাহ নসিরদ্দিন হায়দর ইংরেজ পারিষদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া দরবার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। উপস্থিত সমুদয় আমির উমরা এবং ইংরেজগণ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন। বাদসাহ সিংহাসনের উপর স্বীয় আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দক্ষিণে রেসিডেণ্ট সাহেব বসিলেন। রেসিডেণ্ট প্রচলিত প্রথানুসারে চারি পাঁচ জন ইংরেজকে বাদসাহের সম্মুখে উপ-স্থিত করিলেন। নজর হস্তে করিয়া এই সকল ইংরেজ বাদ-সাহের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাদের প্রদত্ত নজর স্বরূপ স্বর্ণমুদ্রা বাদসাহ অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিলে প্রধান মন্ত্রী মেহেন্দি আলিখাঁ নজরের টাকা সিংহাসনের এক পার্শ্বে রাখিলেন; পরে মুসলমান উমরাগণ মধ্যে এক এক জন ঘাড় নোওয়াইয়া সেলাম করিতে করিতে নজর হস্তে সিংহাসনের নিকট আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সকল উমরার নজর নসির স্পর্শও করিলেন না। ইংরেজি প্রথানুসারে গ্রীবা নাড়িয়া ইহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন।

নজর প্রদান শেষ হইবার পর বাদসাহ রেসিডেণ্টের গলায় স্বর্ণ হার প্রদান করিলেন। রেসিডেণ্ট দণ্ডায়মান হইয়া আবার নসিরের গলায় হার প্রদান করিলেন। তৎপরে ইঁহারা উভয়েই সিংহাসন হইতে নাবিয়া নীচে আসিলেন। বাদসাহ স্বীয় পারিষদ-বর্গ এবং আমির উমরাদিগকে রৌপ্যহার প্রদান করিলেন। হার প্রদান কার্য্য শেষ হইবামাত্র, রেসিডেণ্ট গুড্‌বাই বলিয়া বাদসাহের নিকট হইতে বিদায় হইলেন। বাদসাহ রেসিডেণ্টের সঙ্গে সঙ্গে দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া "খোদা হাফেজ" বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন। দরবার তৎক্ষণাৎ ভঙ্গ হইল।

নসির প্রকোষ্ঠান্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাড়াতাড়ি মস্তকের রাজমুকুট ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। একেবারে অধৈর্য্য হইয়া বাদসাহী পরিচ্ছদ এদিক ওদিক ফেলিতে লাগিলেন। "তাজা বি তাজ"—"বাপ্‌রে বাপ" বলিয়াই চেয়ারে বসিলেন। পারিষদগণ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিবামাত্র—"কি ভয়ানক ত্যক্তজনক ব্যাপার"—"আমার তৃষ্ণায় প্রাণ যায়"—এইরূপ বলিতে লাগিলেন। সুচতুর পারিষদ সরফরাজখাঁ তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া আসিয়া বরফ মিশ্রিত ক্ল্যারেটের গ্লাস তাঁহার মুখের নিকট ধরিল। তিনি ক্ল্যারেট পান করিলেন। এদিকে ফরাসি খানসামা আহার্য্য দ্রব্যাদি টেবিলের উপর সুসজ্জিত করিতে লাগিল। পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠের দ্বার খুলিয়া ছয় জন পরমাসুন্দরী যুবতী অত্যন্ত মূল্যবান বসন ভূষণে বিভূষিত হইয়া বাদসাহের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুই জন রমণী ময়ূরপুচ্ছের পাখা হস্তে নসিরের দক্ষিণে এবং বামে দণ্ডায়মান হইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। তৃতীয় যুবতী স্বর্ণ বিনির্ম্মিত হুক্কা বাদসাহের সম্মুখে রাখিলেন। অন্যান্য তিন জন বাদসাহকে পরিবেষ্টন করিয়া বাদসাহের চেয়ারের পার্শ্বে ভূমিতলে উপবেশন করিলেন। প্রথম তিন জন একটু ক্লান্ত হইলে এই শেষোক্ত তিনজনকে ক্রমান্বয়ে বাতাস করিতে হইবে।

অপর ইংরেজ পারিষদ চতুষ্টয় এই যুবতীদিগের বসিবার স্থান হইতে একটু দূরে মাথা হেট করিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া আছেন। এই যুবতীগণের মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার নিয়ম নাই। সুতরাং তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ কিছু কাল গম্ভীরভাবে মাথা হেট করিয়া বসিতে হয়। এই শ্রেণীর পরিচারিকা-

গণ মধ্যে কেহ কেহ অদৃষ্ট ক্রমে বেগমের পদ লাভ করিতে পারেন; সুতরাং সকলকেই ইহাদিগের প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শন করিতে হয়। কিন্তু নসিরের পারিষদবর্গ বিলক্ষণ জানেন যে বাদসাহ আর এক গ্লাস ক্ল্যারেট কিম্বা ব্রাণ্ডি পান করিলেই বিবিধ অশ্লীল আমোদ প্রমোদ আরম্ভ হইবে; তখন আর কাহারও মাথা হেট করিবার প্রয়োজন হইবে না।

বাদসাহ স্বয়ং হাসিতে আরম্ভ না করিলে অগ্রে কাহারও হাস্য করিবার নিয়ম নাই। কিন্তু নসির হাসিলে হাসির ঘটনা উপস্থিত না হইলেও সকলকেই হাসিতে হইবে। নসিরের খাস দরবারে এই সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিতে কেহ কখনও সাহস করেন নাই।

দুই গ্লাস ক্ল্যারেট পানের পর নসির রাজা দর্শনসিংহের তলব করিলেন। কিন্তু রাজা দর্শনসিংহ যে হিন্দু তাহা বোধহয় নসিরের স্মরণ নাই। আহারের টেবিলের উপর স্বর্ণ নির্ম্মিত প্লেট পরিপূর্ণ গোমাংস রহিয়াছে। এই প্রকোষ্ঠে এখন দর্শনসিংহ কি প্রকারে প্রবেশ করিবেন? বাদসাহের আদেশ কাহারও অমান্য করিবার ক্ষমতা নাই। অগত্যা দর্শনসিংহ প্রকোষ্ঠের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দর্শনকে দেখিবামাত্র নসির বলিলেন—"তোমার কাশ্মীরী বাই কোথায়?"

দর্শনসিংহ করযোড়ে বলিলেন—"মুল্‌কে জামানিয়া! দুইমাস হইল পঞ্জাব হইতে দুইজন নর্ত্তকী আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিয়াছি। নর্ত্তকীদ্বয়সহ পঞ্জাব হইতে তাঁহারা রওনা হইয়াছেন। কাণপুরে পৌঁছিয়াছে। নিশ্চয়ই সপ্তাহ মধ্যে এখানে পৌঁছিবে।"

"যদি না পৌঁছে?"

"সপ্তাহের মধ্যে নিশ্চয়ই পৌঁছিবে।"

"সপ্তাহের মধ্যে না আসিলে তুমি বরখাস্ত হইবে।"

"যে আজ্ঞে—মুলকে জামানিয়া।"—এই বলিয়াই দর্শনসিংহ নাসিকার অগ্রভাগ চাপিতে চাপিতে প্রস্থান করিলেন। রস্থন রস মিশ্রিত গোমাংসের স্থগন্ধ তাঁহার আর সহ্য হইল না।

দর্শনসিংহ চলিয়াগেলে পর নসির তাঁহার পিতৃব্য আসফ্-চাচাকে ডাকিয়া অনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। নসিরের প্রেরিত লোক বৃদ্ধ আসফ্ চাচার নিকট যাইয়া বলিলেন—"মুল্‌কে জামানিয়া আপনাকে তাঁহার সঙ্গে আহার করিতে ডাকিতেছেন।"

বাদসাহের প্রেরিত লোকের কথা শুনিয়াই ভয়ে চাচার প্রাণ উড়িয়াগেল। চাচা মনে মনে ভবিতে লাগিলেন নাজানি বিলাতি নাপিত আজ আবার কি ভয়ানক কষ্ট প্রদান করিবে। ইহার পূর্ব্বদিন নাপিত সাদাত্ চাচার সঙ্গে নৃত্যকরিয়া তাঁহার বস্ত্রাদি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন; তাঁহার মস্তকের উষ্ণীষ নষ্ট করিয়াছেন।

বাদসাহের প্রেরিত লোকের নিকট আসফ্ বলিলেন—"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। নসিরকে বলিবে আমি কি তাহার আমোদ প্রমোদে যোগদিতে পারি? আমাকে তিনি ক্ষমা করুন।"

বাদসাহের প্রেরিত লোক ফিরিয়া আসিল। কিন্তু নসির আসফ্ চাচার কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। পুনর্ব্বার আসফ্ চাচার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। এবার আর চাচার অব্যাহতি নাই। নসির অযোধ্যার বাদসাহ। নসির মনে করিলে চাচার মাসিক বেতন বন্ধ করিয়া দিতে পারেন; অযোধ্যা হইতে চাচাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারেন। বাদসাহের হুকুম কি আর চাচার অমান্য করিবার ক্ষমতা আছে। প্রাণেরভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে চাচা ভোজনগৃহে প্রবেশ করিলেন। নাপিত বিশেষ

ভদ্রতা প্রদর্শন পুর্ব্বক সরবত্ বলিয়া ক্রমান্বয়ে তিন গ্লাস ব্রাণ্ডি চাচাকে পান করাইলেন। চাচা আর সরবত্ পান করিতে চাহেন না; কিন্তু নসির নিজে সরবত বলিয়া ব্রাণ্ডির গ্লাস চাচার মুখের নিকট ধরেন। ব্রাণ্ডি পান করিয়া চাচা প্রায় অচৈতন্যাবস্থায় চেয়ারের উপর পড়িয়া রহিলেন। বিলাতি নাপিত দুই খানি কাটী আনিয়া চাচার দাড়ির সঙ্গে জড়াইলেন। পরে কাটী দুই খানি চাচা যে চেয়ারে বসিয়াছিলেন তাহার দুই বাহুর সঙ্গে বান্ধিলেন। চাচা এদিক ওদিক ফিরিলেই তাহার দাড়িতে টান পড়ে, এবং তিনি ভয়ানক কষ্টানুভব করেন। নাপিতের অনন্তবুদ্ধি। ইহার পর চাচার চেয়ারের নীচে তিন চারিটী মোমের বাতি জ্বালাইয়া দিলেন। আগুনের উত্তাপে চাচা সজোরে উঠিবামাত্র চাচার এক গুচ্ছ দাড়ি ছিঁড়িয়া গেল। বৃদ্ধ আসফের মুখ মণ্ডল হইতে দর দর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। নাপিত এবং নসির হিহি করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

নসিরের অন্যান্য ইংরেজ পারিষদ এই নিষ্ঠুরাচরণ দৃষ্টে মনে মনে বিরক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা কি করিবেন। বাদসাহ হাসিতেছেন—সুতরাং কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহাদিগকেও অবশ্য হাসিতে হইবে! তাঁহারা না হাসিলে তাঁহাদের পনের শত টাকা বেতনের চাকুরি যায়। তাঁহারা যে কেবল মাসিক পনের শত টাকা বেতন পাইতেন তাহা নহে। দরবার উপলক্ষে—শুভদিন এবং পর্ব্বদিন উপলক্ষে পাঁচ হাজার ছয় হাজার টাকা একেবারে পারিতোষিক লাভ করিতেন। এতদ্ভিন্ন দুই বেলা বিলক্ষণ উদরপূর্ণ করিয়া নবাবের টেবিলে আহার করেন।

গাজিউদ্দিন হায়দর নসিরকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করি-

বার চেষ্টা করিলে নসিরের যে কয়েকজন চাচা গাজি উদ্দিনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন; তাঁহাদের প্রত্যেকে এক এক দিন এইরূপে সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়া পরে নাপিত কর্ত্তৃক যথেচ্ছ ব্যবহৃত হইতেন।

নসির এই প্রকারে নিত্য নূতন নূতন আমোদ প্রমোদ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্যান্য আমোদ যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে। পাঠক এখন নসিরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কাণপুরে চলুন।

দশম অধ্যায়।

অশোকবনে সীতা।

দুঃখার্ত্তা রুদতী সীতা বেপমানা তপস্বিনী।
চিন্তয়ন্তী বরারোহা পতিমেব পতিব্রতা॥

সুন্দর কাণ্ডম্—রামায়ণম্।

বিগত সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে কানপুর বিশেষ প্রসিদ্ধ নগর বলিয়া পরিচিত ছিল না। রোহিলা যুদ্ধের পর ১৭৭৭ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজেরা কানপুর নগরে একটী সৈন্য নিবাস (Cantonment) সংস্থাপন করেন। সেই সময় হইতে ক্রমে কানপুর একটী প্রধান বাণিজ্যস্থান হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কানপুর ডিষ্ট্রিক্টের চতুঃপার্শ্বেই চোর দস্যু এবং ঠগীদিগের বাসস্থানছিল।

কানপুর নগরের উত্তর পশ্চিম বিভাগে ইংরেজেরা বাস করেন। এই বিভাগের রাস্তা ঘাট এবং গৃহ সকল অতি সুপরিষ্কৃত এবং

সুরম্য বলিয়া বোধ হয়। নগরের স্থানে স্থানে অনেকানেক উদ্যান রহিয়াছে। অযোধ্যার বাদসাহের বর্ত্তমান সেনাপতি রাজা দর্শনসিংহের পিতা জয়পালসিংহ পূর্ব্বে কানপুরে বাস করিতেন। তিনি রাজপুত বংশোদ্ভব। কানপুরে তিনি বাণিজ্য ব্যবসা করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই উপন্যাসের উল্লিখিত ঘটনার ছয় বৎসর পূর্ব্বে বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত তিনি কানপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক, লক্ষ্ণৌনগর হইতে অনতিদূরে একটী প্রসিদ্ধ গ্রামে আপন পুত্রের সঙ্গে এখন বাস করিতেছেন। কানপুরে তাহার উদ্যান বাড়ী আছে। সে বাড়ীতে একটি বৃদ্ধা রমণী এখন বাস করেন। দর্শন সিংহ এই বৃদ্ধাকে মা বলিয়া সম্বোধন করেন; বৃদ্ধাও দর্শনকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করেন।

এই উদ্যান বাড়ীতে ইষ্টক নির্ম্মিত একখানি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ আছে। তাহার উপরে তিনটী প্রকোষ্ঠ। নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। নীচের এক প্রকোষ্ঠে বৎস সহ দুইটী গাভী রহিয়াছে। অপর প্রকোষ্ঠে বাগানের মালাদ্বয় বাস করে। কোন কোন প্রকোষ্ঠ রন্ধনশালা স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এই বৃদ্ধার পরিচর্য্যার জন্য আর একটী নীচ কুলোদ্ভবা রমণী আছে। সেই পরিচারিকার নাম বুন্দিয়া। বুন্দিয়াকে সকলে দাই বলিয়া সম্বোধন করে।

পূর্ব্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত অযোধ্যার বাদসাহের দরবারের পর তৃতীয় দিবসের মধ্যাহ্নে, পাঁচ ছয় জন লোক হস্তী এবং পাল্কী সহ এই উদ্যান বাড়ীতে প্রবেশ করিল। এই সকল লোকদিগকে উদ্যানে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই প্রাগুক্ত বৃদ্ধা রমণী তাঁহার পরিচারিকা বুন্দিয়াকে বলিলেন—“দেখ্‌তো দাই, হাতী লইয়া

কে বাড়ীর মধ্যে আসিয়াছে—বোধ হয় ইহারা দর্শনের প্রেরিত লোক হইবে—আমাদিগকে লক্ষ্ণৌ লইয়া যাইতে আসিয়াছে।”

বুন্দিয়া নীচে আসিবামাত্র নবাগত লোকদিগের মধ্য হইতে এক জন বলিল—“আমরা লক্ষ্ণৌ হইতে আসিয়াছি—আমার নাম মাধু সিংহ—আমি রাজা দর্শনসিংহের চাকর—মাই জীকে খবর দেও—”

বুন্দিয়া উপরের গৃহে আসিয়া বৃদ্ধাকে মাধুসিংহের কথা বলিল। বৃদ্ধা দর্শনসিংহের ভৃত্য মাধুকে চিনিতেন। বৃদ্ধা যে প্রকোষ্ঠে বসিয়াছিলেন সেখানে আরও দুইটী যুবতী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একটীর বয়ঃক্রম চৌদ্দ পনের বৎসরের অধিক হইবে না। দ্বিতীয়া রমণীর বয়স বিংশতি বৎসর হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে অত্যন্ত রুগ্না বলিয়া মনে হয়। তাঁহার শরীর অস্থিচর্ম্ম সার হইয়া পড়িয়াছে।

বৃদ্ধা নীচের গৃহে আসিবামাত্র মাধুসিংহ তাঁহার পদতলে লোটাইয়া প্রণাম করিল। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন—

“দর্শন ভাল আছে ত?”

মাধু বলিল—“আজ্ঞে ভাল আছেন—কিন্তু বড় বিপদ—”

“কি বিপদ?”

“আজ্ঞে সাত রোজের মধ্যে এই মেয়ে দুইটীকে সঙ্গে করিয়া লক্ষ্ণৌ পৌঁছিতে হইবে—বাদসাহের হুকুম—”

“মুনাকে আমি এখনই পাঠাইতে পারি—সে নৃত্য গীত বেশ শিখিয়াছে—কিন্তু এ বড় মেয়েটাকে নিয়ে যে মহা মক্ষিলে পড়িয়াছি।”

“আজ্ঞে মহারাজ দুই জনকেই সঙ্গে করিয়া আপনাকে যাইতে বলিয়াছেন।”

"রাস্তায় রাস্তায় যদি এ মেয়েটা চীৎকার করে ?"

"চীৎকার করিলে বলিব যে এ মেয়েটা পাগল হইয়াছে।"

"কিন্তু ইহাকে লক্ষ্নৌ নিয়ে কি হইবে? গান বাদ্য নাচ কিছুই শিখে নাই।"

"এ দু বৎসরে কিছুই শিখে নাই ?"

"এক বৎসর ত এ মেয়েটাকে ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া রাখিতে হইয়াছে। কেবল আত্ম হত্যা করিবার চেষ্টা করিত। একেবারে ক্ষেপে ছিল। এক বৎসর পরে প্রায় ছয় সাত মাস মৃত প্রায় রুগ্নাবস্থায় শয্যাগত ছিল। আহার করে নাই—আমার ছোঁয়া জল খায় না।"

"এখনও কি পাগলামী করে ?"

"তিন চারি মাস একটু ভাল আছে। কিন্তু ইহাকে ঘরে রাখিয়া আমি ভয়ানক কষ্ট পাইতেছি—সর্ব্বদা জ্বালাতন—সর্ব্বদা চীৎকার—এ এক ভয়ানক মেয়ে। কেন যে দর্শন ইহাকে আনিয়াছে বুঝ্তে পারি না।"

নীচের গৃহে বৃদ্ধা এবং মাধুসিংহের কথোপকথনের সময় উপরের ঘরে বসিয়া যুবতীদ্বয় পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা রুগ্না রমণী অশ্রু পূর্ণ নয়নে বলিতেছেন—"সুনা! আর এ যাতনা সহ্য হয় না—যম বোধ হয় আমাকে পাপীয়সী বলিয়া স্পর্শ করেন না। শত চেষ্টা করিয়াও আত্মহত্যা করিতে পারিলাম না—"

দ্বিতীয়া রমণী বলিলেন—"দিদি! তুমি কেঁদোনা—তোমাকে কাঁদিতে দেখিলে আমারও কান্না পায়—"

"নুনা! তুই বলিতে পারিস্, কে আমাকে এখানে আনিয়াছে—কেনইবা আমাকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে—"

"দিদি! আমি সকলই জানি—সকলই শুনিয়াছি—কিন্তু তুমি সর্ব্বদাই কাঁদিতেছ—দুই বৎসরের মধ্যে তোমার নিকট একটা কথা বলিবার সুযোগ হইল না।"

"বল্ দেখি কেন আমাকে এখানে আনিয়াছে—আর তোর মা কেন আমাকে নাচ্ শিখ্‌তে বলে——"

"দিদি! রাজা দর্শনসিংহের লোকেরা তোমাকে ধরিয়া আনিয়াছে—অযোধ্যার বাদসাহের—"

"আর বলিতে হইবে না—আর বলিতে হইবে না—বুঝেছি বুঝেছি—পাপাত্মা দর্শনসিংহের নাম আমি পূর্ব্বেও লোক মুখে শুনিয়াছি।"—এই বলিয়াই রুগ্না রমণী শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। দ্বিতীয়া যুবতী তাঁহার মস্তকে বারি সিঞ্চন পূর্ব্বক তাঁহাকে কথঞ্চিত সুস্থ করিলেন। কিছু কাল পরে রুগ্না রমণী আবার বলিলেন—"এখন বুঝিলাম—নবাবের অন্দরে পাঠাইবার জন্য আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে—পাপাত্মা সবংশে বিনষ্ট হইবে।"

দ্বিতীয়া যুবতী বলিলেন—"দিদি! এই বিষয়েই তোমাকে অনেক কথা কহিব বলিয়া কত বার মনে করিয়াছি—কিন্তু সুযোগ পাই নাই।"

রুগ্না রমণী এখন অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—"কি—কি কহিবে—আমি তোর কথা শুনিতে চাহি না—নবাবের ঘরে যাইতে বলিবে, এ প্রাণ থাকিতে তা হবে না—দূর হও, দূর হও—তোর মার কাছে যা—পাপীয়সী ধিক্ তোর জীবন।"

দ্বিতীয়া রমণী রুগ্না যুবতীকে সক্রোধে কথা বলিতে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"দিদি! আমাকে রাগ করিলে—এ সংসারে আমার কেহ নাই—তাই তোমার কাছে একটা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম।"

"তোমার কেহ নাই—সে কি? এই বুড় মাগী তোমার মা নহে?"

"কে আমার মা বাপ—কোথায় তাঁহারা আছেন তাহাও জানি না।"

"তবে তোমাকেও ধরিয়া আনিয়া কয়েদ রাখিয়াছে?"

"না—আমাকে কেহ কয়েদ করে নাই—শুনিয়াছি আমার চারি বৎসরের সময় দর্শনসিংহের পিতা আমাকে এখানে আনিয়াছেন।"

"কি ক'রে আনিয়াছে?"

ঠগীরা নাকি আমার পিতা এবং ভ্রাতাকে খুন করিয়া আমাকে লইয়া পলাইতেছিল। পথে একজন সাহেব তাহাদিগকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিলে তাহারা আমাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। পরে সেই সাহেবের নিকট হইতে দর্শন সিংহের পিতা আমাকে এখানে আনিলেন। সেই সময় হইতেই এখানে আছি।"

দ্বিতীয়া যুবতীর কথা শুনিয়া রুগ্না যুবতী এখন মনে মনে অত্যন্ত কষ্টানুভব করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে দ্বিতীয়া যুবতী এই বৃদ্ধার কন্যা। বৃদ্ধাকে তিনি নিতান্ত পাপীয়সী বলিয়া মনে করেন। সুতরাং দ্বিতীয়া যুবতীকেও তিনি এ পর্য্যন্ত কুপথগামিনী ধর্ম্মভ্রষ্টা বলিয়া জানিতেন। কিন্তু এখন তাঁহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন;

আপন ক্রোড়ের নিকট তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া বসাইলেন এবং স্নেহপূর্ণবাক্যে বলিলেন—"মুনা! তবে তুমি চির দুঃখিনী!"

দ্বিতীয়া যুবতীর নাম মুনা। তিনি বলিলেন—"দিদি! তোমার এই বাড়ীতে আসিবার পূর্ব্বে দুঃখ কষ্ট কি তাহা আমি জানিতাম না। সর্ব্বদাই গান বাদ্য এবং নৃত্য করিতাম। তুমি যখন পাগল হইয়াছিলে, তখন তোমার আর্ত্তনাদ, চিৎকার এবং বিবিধ অসংলগ্নবাক্য শুনিয়া, আমার মনে নানাবিধ সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল। মনে করিতাম তুমি আরোগ্য হইলে তোমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু তোমাকে সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ এপর্য্যন্ত হয় নাই। আর সুযোগ হইবেও না। বোধ হয় কালই আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব—তোমার সঙ্গে এ জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না।"

রুগ্না রমণী বলিলেন—"কাল কোথায় যাইবে?"

"লক্ষ্ণৌ চলিয়া যাইব।"

"লক্ষ্ণৌ যাইবে কেন?"

"অযোধ্যার বাদসাহের কাছে নাকি আমাকে নৃত্য গীত করিতে হইবে।"

"বাদসাহের কাছে যাইতে তোমার ইচ্ছা হয়? ছি—ছি—তুমি ভদ্র লোকের মেয়ে নও।"

মুনা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"আমার আর ইচ্ছা অনিচ্ছা কি?"

"তুমি আপন ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিবে?—মুসলমানের উপপত্নী হইবে?"

মুনা আবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে

বলিলেন—দিদি! আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু বুঝি না। বাল্যকালে জয়পালসিংহের কাছে কাছে থাকিতাম। প্রত্যহ তাঁহার বস্ত্রের দোকানে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতাম। নয় বৎসর বয়স হইবার পর হইতে এই উদ্যানে আছি। ঘরের বাহির হই না। তুমি যখন পাগল হইয়াছিলে তখন কত কি ধর্ম্ম কথা বলিতে—"প্রাণেশ্বর" "প্রাণেশ্বর"—বলিয়া চীৎকার করিতে—দাদা, বাবা, দিদি এই সকল কথা বলিতে। আমাকে দেখিলেই—"অযোধ্যানাথ"—"অযোধ্যানাথ"—বলিয়া চীৎকার করিতে। আমার মুখখানি ধরিয়া বলিতে—এই ত সেই মুখ। তোমার কাছে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া কতবার মনে করিয়াছি; আমার সকল কথা তোমাকে বলিব ভাবিয়াছি। কিন্তু কথা বলিবার সুযোগ হয় নাই।

রুগ্না রমণী বলিলেন—"তবে এখনই বল;—আমি তোমার সকল কথা শুনিব।"

"সে যে অনেক কথা।"

"হউক না কেন অনেক কথা—তুমি বল—বল।"

মুনা এখন রুগ্না রমণীকে কথঞ্চিত সুস্থ দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—"দিদি! দর্শনসিংহের পিতা জয়পালসিংহ আমাকে কন্যার ন্যায় ভালবাসিতেন। ছয় বৎসর হইল তিনি এখান হইতে চলিয়াগিয়াছেন। বাল্যকালে তিনি আমাকে প্রত্যহই কোলে করিয়া তাঁহার কাপড়ের দোকানে লইয়া যাইতেন। দোকানে তাঁহার কাছে আমি বসিয়া থাকিতাম। অনেকানেক লোক সেখানে তাঁহার নিকট আসিত। কখনও কখনও আমার সাক্ষাতে তিনি সমাগত লোকদিগের নিকট বলিতেন

যে আমার সীতার জন্য একটী সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণকুমার অনুসন্ধান কর। সীতার বিবাহোপলক্ষে দশ হাজার টাকা যৌতুক দিব। তিনি আমাকে সীতা বলিয়া ডাকিতেন। বাড়ীর সকলেও তখন আমাকে সীতালক্ষ্মী বলিয়া সম্বোধন করিত। আমি তখন তাঁহার কথা কিছুই বুঝিতাম না। পরে তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ব্যারামের পর আর আমি এই বাড়ীর বাহিরে যাই নাই। ক্রমে তাঁহার ব্যারাম বৃদ্ধি হইল। দর্শন-সিংহ তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ লইয়া যাইতে এখানে আসিলেন। দর্শনসিংহ তৎপূর্ব্বেও এখানে অনেকবার আসিয়াছিলেন—তিনিও আমাকে ভালবাসিতেন। কিন্তু এই শেষবারে এখানে আসিয়া এই বৃদ্ধার সঙ্গে কি পরামর্শ করিয়া আমাকে নৃত্য গীত শিক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। বৃদ্ধাও আমাকে নাচ, গান, বাদ্য শিখা-ইতে আরম্ভ করিল। আমার তখন মাত্র দশ বৎসর বয়স হইয়াছে। কিন্তু দর্শনসিংহের পিতা জয়পালসিংহ আমাকে নৃত্য গীত শিখিতে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা আমাকে গান বাদ্য শিখাইতেছে দেখিয়া তিনি এক দিন অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া বৃদ্ধাকে তিরস্কার করিলেন। অনেক বাদা-নুবাদের পর জয়পালসিংহ বৃদ্ধাকে এবং দর্শনকে বলিলেন—"আমি আপন কন্যার ন্যায় ইহাকে প্রতিপালন করিয়াছি। আমি প্রাণান্তেও ইহাকে কুপথগামিনী হইতে দিব না।"

"আমি তখন ইহাদের বাদানুবাদের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারি নাই। নৃত্য গীত শিখিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইত। আমি বিশেষ উৎসাহ সহকারে এই বৃদ্ধার নিকট নৃত্য গীত শিখিতে লাগিলাম।

"এদিকে বাদানুবাদের পরদিনই জয়পালসিংহের ব্যারাম অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। তাঁহার বাক্‌রোধ হইল। আর কথা কহিবার সাধ্য রহিল না। দর্শনসিংহ তাঁহাকে এখান হইতে লক্ষ্ণৌ লইয়া গেলেন। আমি বৃদ্ধার সঙ্গে এখানে রহিলাম। বৃদ্ধা আমাকে নৃত্য গীত শিখাইতে লাগিল। আমার নৃত্য গীত শিখিবার সময় বৃদ্ধা আমাকে প্রায়ই বলিতেন—"ভাল করিয়া নৃত্য গীত শিখিতে পারিলে বাদসাহের বেগম হইতে পারিবে। আর একটু বড় হইলেই দর্শন তোকে বাদসাহের অন্দরে পাঠাইবে।"

"বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়া আমার মনে মনে বড় আনন্দ হইত। মালীদের কাছে, বুন্দিয়ার কাছে আমি সর্ব্বদা বলিতাম—"আমি বাদসাহের বেগম হইব।" তাহারা আমার কথা শুনিয়া হাসিত।

"ইহার পর বুন্দিয়ার সঙ্গে এই বৃদ্ধার বড় ঝগড়া হইল। সেই সময় বুন্দিয়া চুপি চুপি আমার নিকট বলিল—"এই বৃদ্ধা জয়পালসিংহের উপপত্নী হইবার পূর্ব্বে বাই ছিল। ইহার ন্যায় কুচরিত্রা স্ত্রীলোক সংসারে অল্পই দেখা যায়।"—উপপত্নী কাহাকে বলে তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু বুন্দিয়া সকল কথা আমাকে বুঝাইয়া বলিল। আমার পিতা এবং ভ্রাতাকে যে ঠগীরা খুন করিয়াছে তাহাও বুন্দিয়ার মুখে তখন শুনিলাম। আমি জানিতাম যে জয়পালসিংহ আমার পিতা এবং এই বৃদ্ধাই আমার মা। কিন্তু বুন্দিয়ার কথা শুনিয়া আমার সে ভ্রম দূর হইল। বুন্দিয়া আমাকে আরও বলিল যে এই বৃদ্ধা আমাকে কুপথগামিনী করিবে। এ বৃদ্ধার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই।

"বুন্দিয়ার মুখে আমার পিতা এবং ভ্রাতার মৃত্যুর কথা শুনিবার পর আমার বাল্যকালের একটা কথা মনে পড়িল। আমি বাল্যকালে অন্য একটী কাল স্ত্রীলোকের ক্রোড়ে বসিয়া খেলা করিতাম। কিন্তু এখানে আসিবার পর আর তাঁহাকে দেখি নাই। বোধ হয় তিনিই আমার মা ছিলেন।

"এখন আমার মনে হয় এ সংসারে আমার আপন বলিবার কেহ নাই। কি ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম কি সুপথ কি কুপথ আমি কিছুই ঠিক করিতে পারি না। ক্রমে দুই বৎসর পর্য্যন্ত আমি এই সকল বিষয় ভাবিতেছিলাম। দুই বৎসরপরে তোমাকে এখানে আনিল। তোমাকে যে সকল লোকেরা এখানে আনিয়াছিল তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধাকে বলিল যে দর্শনসিংহ ছোট মেয়েটির নাম মুনা এবং বড়টীর নাম মান্না রাখিতে বলিয়াছেন। সেই সময় হইতে বৃদ্ধা আমাকে মুনা নাম দিয়াছে। জয়পাল সিংহ আমার নাম রাখিয়াছিলেন সীতালক্ষ্মী। কেন যে বৃদ্ধা আমাকে মুনা নাম দিয়াছে তাহা জানিনা। বুন্দিয়াকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম যে আমাকে এখন মুনা নাম দিয়াছে কেন? বুন্দিয়াও কিছু বলিতে পারিল না। এই বৃদ্ধার আচরণ আমার প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়। ইহার কিছু মর্ম্মভেদ করিতে পারি না। তোমাকে এবং আমাকে লক্ষ্ণৌ লইয়া যাইতে যে লোক আসিবে তাহা মাসাধিক হইল এই বৃদ্ধার মুখে শুনিয়াছিলাম। কিন্তু তখন বৃদ্ধা বলিয়াছিল যে তোমাকে লক্ষ্ণৌ নেওয়া হইবে না। তুমি নৃত্য গীত কিছুই শিক্ষা কর নাই। তোমার দ্বারা কোন কাজ হইবে না। এইমাত্র লক্ষ্ণৌ হইতে পাল্কী এবং হস্তীসহ লোক আসিয়াছে। আমাকে বোধ হয় কালই লক্ষ্ণৌ পাঠাইবে—কিন্তু আমি কি

করিব তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিনা। যদি জয়পাল সিংহের নিকট আমাকে লইয়া যায় তবে আমার সেখানে যাইতে কোন আপত্তি নাই। জয়পাল সিংহ আমার পিতা না হইলেও আমার যাহাতে ভাল হইবে তিনি তাহাই করিবেন। কিন্তু তিনি বাতব্যাধি রোগে এখনও অজ্ঞানাবস্থায় আছেন কিনা তাহা কিছুই জানি না। সুতরাং আমার বড় ভয় হইতেছে। ইহারা কি অভিসন্ধি করিয়াছে কিছুই জানি না।”

সুনার বাক্যাবসানে রুগ্না রমণী কিছু কাল অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সুনাকে কি পরামর্শ প্রদান করিবেন তাহা আর তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না। কিছুকাল পরে বৃদ্ধার পদসঞ্চারের শব্দ শুনিয়া তিনি বলিলেন—“সুনা বৃদ্ধা উপরে আসিতেছে। হয় ত এই প্রকোষ্ঠেই আসিবে। এখন আমাদের কথা বলিবার সুযোগ হইবে না। আজ রাত্রে তুমি আমার সঙ্গে একত্রে শয়ন করিবে? সুনা তুমি চির দুঃখিনী—তোমার দুঃখের কথা শুনিয়া আমি নিজের দুঃখ ভুলিয়াছি। রাত্রে দুই জনে ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা হয় স্থির করিব।”

সুনা বলিলেন—“দিদি! তোমার কাছে শুইতে বড় ইচ্ছা হয়। তুমি যখন পাগল হইয়াছিলে এবং পরে যখন ব্যারামে শয্যাগত ছিলে, তখন আমি সর্ব্বদা তোমার পার্শ্বে বসিয়া থাকিতাম। তোমার অজ্ঞানাবস্থায় আমি প্রায় প্রত্যেক দিন তোমার গলা শুখাইলেই তোমার মুখের মধ্যে কখনও দুধ্ কখনও জল ঢালিয়া দিতাম। আমি আজ তোমার সঙ্গে একত্রে শয়ন করিব। বৃদ্ধা নিষেধ করিলেও তাহার কথা শুনিব না।”

মুনার কথা শেষ হইবামাত্র বৃদ্ধা প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—“কাল প্রাতেই আমরা সকলে এখান হইতে লক্ষ্ণৌ চলিয়া যাইব। দর্শন বলিয়া পাঠাইয়াছে সেখানে কোম্পানি বাহাদুরের বড় সাহেব আসিবে। অনেক রঙ্গ তামাসা বাজি এবং পশুর খেলা হইবে।

যুবতীদ্বয় বৃদ্ধার কথায় কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। বৃদ্ধাও কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

একাদশ অধ্যায়।

পরামর্শ।

শক্যা লোভয়িতুং নাহমৈশ্বর্য্যেণ ধনেন বা।
অনন্যা রাঘবেণাহং ভাস্করেণ যথা প্রভা॥

সুন্দর কাণ্ডম্—রামায়ণম্।

দিবা অবসান হইল। দর্শনসিংহের প্রেরিত লোকেরা উদ্যানের বৃক্ষতলে চুল্লি খনন করিয়া রন্ধনের বন্দোবস্ত করিতেছে। উদ্যান বাড়ীর কর্ত্রী বৃদ্ধা রমণী কখনও নীচে মাধুসিংহের সঙ্গে বিবিধ বাক্যালাপ করিতেছেন—কখনও উপরে আসিয়া যুবতী দ্বয়ের সঙ্গে নানা কথা বলিতেছেন।

আমরা এই যুবতীদ্বয়কে মান্না এবং মুনা নামেই পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিতেছি। বৃদ্ধা নীচে আসিয়া মাধুসিংহকে বলিতেছেন—“দর্শনের অদৃষ্ট ভাল—আমি মনে করিতাম যে মান্না কখনও লক্ষ্ণৌ যাইতে স্বীকার করিবে না। কিন্তু আজ

তোমাদের এখানে আসিবার পর একটুও গোলমাল করে নাই। বাবা!—রাত্ দিন যে চীৎকার করিয়াছে—যে উপদ্রব করিয়াছে। আমাকে দেখিলেই শিহরিয়া উঠিত; মনে করিত যেন একটা সাপ কি বাঘ আসিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আজ আর মুখে কথা নাই—আমার বোধ হয় নুনা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে। নুনা বড় ভাল মেয়ে। নাচ্ গান বাদ্য বেশ্ শিখিয়াছে। এখন পরমেশ্বরের ইচ্ছায় নুনার উপর শীঘ্র শীঘ্র বাদসাহের ভাল নজর পড়ে, তবেই আমার সকল পরিশ্রম সার্থক হয়—আর দর্শনও বাদসাহের উজীর হইতে পারে। তুমি শীঘ্র শীঘ্র তোমার রুটী প্রস্তুত কর। যাই—আমি উপরে যাই—তোমার খাওয়ার জন্য কিছু আচার পাঠাইয়া দিচ্ছি। দেখি উপরে যাইয়া দেখি—উহারা কি করিতেছে।"

মান্না এ পর্য্যন্ত কখনও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনার আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করেন নাই। কিম্বা কখনও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আহার করেন নাই। নুনা বারম্বার অনুরোধ করিলে কখনও দিনান্তে একটু দুগ্ধ পান করিতেন; কখনও কখনও বা যৎকিঞ্চিৎ ফল মূল আহার করিতেন। অগত্যা তিন চারি দিন পরে নুনা বড় পীড়াপিড়ি করিলে স্বহস্তে দুই একখানা রুটী প্রস্তুত করিয়া আহার করিতেন। এই বৃদ্ধার স্পৃষ্ট জল মান্না কখনও পান করেন নাই। বৃদ্ধাকে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করেন। আজ পর্য্যন্ত বৃদ্ধার সঙ্গে কখনও কথা বলেন নাই।

কিন্তু এখন বৃদ্ধা উপরে আসিয়া মান্না এবং নুনাকে একত্রে বসিয়া রুটী প্রস্তুত করিতে দেখিলেন। তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে; মান্না নিশ্চয়ই নুনার অনু-

রোধে বাদসাহের অন্দরে যাইতে সম্মতা হইয়াছেন। তিনি হাসি ভরা মুখে বলিলেন—"বাছা মান্না! এখন তোমার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে। নুনা তোমার নিকট সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলে নাই? তোমাদের দুই জনের উপরই বাদসাহের নজর পড়িবে। বাদ-সাহের ঘরে বাছা কত সুখে থাকিবে। বাদসাহের নজর পড়িলে কি না হইতে পারে? কত মণি মুক্তার গহনা—কত প্রকার সুন্দর সুন্দর দামী কাপড়—কত জিনিস পত্র টাকা কড়ি বাদসাহ তোমাদিগকে দিবেন। শত শত বাঁদী তোমাদের পা ধোয়াইয়া দিবে। বাছা! মন স্থির কর—কাল প্রাতে আমি তোমাদের দুই জনকে লইয়া লক্ষ্ণৌ যাইব।"

বৃদ্ধার এই সকল কথা মান্নার হৃদয় বিদীর্ণ করিল। অতি কষ্টে হৃদয়ের কোপানল সম্বরণ পূর্ব্বক তিনি অধোমুখে বসিয়া রহিলেন; কিন্তু তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু বিসর্জ্জিত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"হা বিধাতঃ! এই পাপীয়সী আমাকে ধন এবং ঐশ্বর্য্যের দ্বারা প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু হতভাগিনী বুঝিতে পারে না যে, বাদসাহের সমুদয় রাজপদ—সমুদয় ঐশ্বর্য্য—এমন কি এই সমগ্র পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যও—মূহুর্ত্তের জন্য আমাকে অযোধ্যানাথের চরণ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না।"

বৃদ্ধা যতই বাদসাহের ধন এবং ঐশ্বর্য্যের কথা বলেন মান্না অপেক্ষাকৃত সমধিক দৃঢ়তা সহকারে, একাগ্র চিত্তে আপন প্রাণ-পতি অযোধ্যানাথকে চিন্তা করেন।

বৃদ্ধা মান্নাকে অধোমুখে বসিতে দেখিয়া আবার বলিতে

লাগিলেন—"বাছা! তোমার লজ্জা কি? বাদ্‌সা, আমির, উমরার দরবারে এই প্রকার ঘাড় নোওয়াইয়া থাকিতে হয় না। তাঁহারা হাসির কথা বলিলে হাসি ভরা মুখে তাঁহাদের সঙ্গে কথা বলিতে হয়—ঠাট্টা করিলে আবার প্রত্যুত্তরচ্ছলে ঠাট্টা করিতে হয়—(আবার নুনাকে সম্বোধন করিয়া) নুনা তুমিও মান্নার মত বাদসাহের কাছে ঘাড় নোওয়াইয়া থাকিবে নাকি? আমার পাগ্‌লী মেয়ে—একটু কথাবার্ত্তা বল্‌তে শেখ—"

এখন নুনারও দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে বৃদ্ধা তাঁহাকে কুপথ-গামিনী করিবার চেষ্টা করিতেছে। নুনা বৃদ্ধাকে এখন পরম-শত্রু বলিয়া মনে করেন। সুতরাং নুনা ঈষৎ হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি পূর্ব্বে বাদসা, আমির উমরার দরবারে নৃত্য করিতে?"

নুনা বুন্দিয়ার নিকট শুনিয়াছে যে বৃদ্ধা পূর্ব্বে নর্ত্তকী ছিল। কিন্তু বৃদ্ধা এখন লোকের নিকট তাহা প্রাণান্তেও স্বীকার করে না। এখন বৃদ্ধা সর্ব্বদা হরিনামের মালা জপ করে—প্রত্যহ গঙ্গা স্নান করে—কত ধর্ম্মের ভান্ করে। সুতরাং বুন্দিয়ার সাক্ষাতে বৃদ্ধাকে অপদস্থ করিবার অভিপ্রায়ে, নুনা এই প্রকার প্রশ্ন করিয়াছেন।

বৃদ্ধা নুনার উপর মনে মনে একটু বিরক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি মনের ভাব গোপন পূর্ব্বক অন্যান্য কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। নুনা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাদ্‌সা, আমির উমরার দরবারে তুমি কখন গিয়াছিলে?"

বৃদ্ধা আর থাকিতে পারিলেন না। বুন্দিয়ার সাক্ষাতে এই রূপ অপদস্থ হইলে ভবিষ্যতে বুন্দিয়া কথায় কথায় ঠাট্টা করিবে।

সুতরাং অন্যান্য বিষয়ে দুই এক কথা বলিয়া বৃদ্ধা নীচে চলিয়া গেলেন। মাধুসিংহের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা চলিয়া গেলে পর নুনা মান্নাকে বলিলেন—"পাপ্‌টাকে তাড়াইয়াছি। আর এখন এখানে আসিবে না।"

মান্না এবং নুনা যৎসামান্য আহার করিয়া উভয়েই শয়ন প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন; কিছুকাল পরে দ্বাররুদ্ধ করিয়া দুই জনে আত্মরক্ষার্থ বিবিধ পরামর্শ করিতে লাগিলেন—

মান্না বলিলেন—"নুনা! আমি প্রাণান্তেও লক্ষৌ যাইতে সম্মতা হইতাম না। আমি এবার নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিতাম। কিন্তু এখন আর তোমাকে ছাড়িয়া আমার মরিতে ইচ্ছা হয় না। এখন মনে হয় আমি মরিলে তুমি একেবারে অসহায় হইয়া পড়িবে।"

নুনা বলিলেন—"দিদি! এ সংসারে আমার কেহ নাই—এখন তুমি আমার সঙ্গে না থাকিলে নিশ্চয়ই আমার সর্ব্বনাশ হইবে—আমি তোমাকে কখনও ছাড়িব না—তুমি আত্মহত্যা করিলে আমিও আত্মহত্যা করিব।"

নুনার কথা শুনিয়া মান্না আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া নুনা বলিলেন—"দিদি! তুমি আবার অচৈতন্য হইয়া পড়িবে। কি কর্ত্তব্য কিছুই ঠিক করিতে পারিবে না।"

মান্না ক্রন্দন সম্বরণ পূর্ব্বক বলিলেন—"কি ঠিক করিব? আত্মহত্যা ভিন্ন আর ধর্ম্মরক্ষার উপায় দেখি না। পলায়ন করিবার সাধ্য নাই। আমরা দুই জনই যুবতী। যদি এখান হইতে পলায়ন করি, তবে হয় ত রাস্তা ঘাটে আবার কোন দস্যুর হাতে

পড়িব। তখন কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? দেশের সর্ব্বত্রই চোর, ডাকাত, ঠগী বিচরণ করিতেছে।''

মান্নার বাক্যাবসানে উভয়েই কিছু কাল নির্ব্বাক্ রহিলেন। পরে নুনা বলিলেন—"চল আমরা পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক পলায়ন করি।''

মান্না বলিলেন—''নুনা! পলায়ন করিয়া কোথায় যাইব। আমরা রাস্তা ঘাট চিনি না। বিশেষতঃ এখন পুরুষেরাও তরবারি কিম্বা বন্দুক সঙ্গে না করিয়া চলে না। পুরুষের পরিচ্ছদ পরিলে আমাদিগকে দুইটী বালকের ন্যায় দেখা যাইবে। পথে ছেলেধরা ঠগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, নিশ্চয়ই তাহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। পরে আমাদের ছদ্মবেশ প্রকাশ হইয়া পড়িলে আর কি আত্মরক্ষা করিতে পারিব?"

দীর্ঘকাল স্থায়ী অরাজকতা নিবন্ধন অযোধ্যা এই সময়ে দস্যু এবং ঠগীর আবাস হইয়া পড়িয়াছে। অস্ত্র সঙ্গে না করিয়া কেহ গৃহের বাহির হয় না। দলবদ্ধ না হইয়া কেহ এক দেশ হইতে অন্য দেশে যায় না। সুতরাং ঈদৃশাবস্থায় দুইটী যুবতী পলায়নের চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই দস্যু হস্তে নিপতিত হইতেন।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইল, কিন্তু মান্না এবং নুনা আত্মরক্ষার কোন উপায় অবধারণ করিতে পারিলেন না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মান্না বলিলেন—"নুনা! অনাথার নাথ পরমেশ্বর—আমার মনে হয় তিনি রক্ষা করিলে কেহই আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারিবে না। আমার মা বলিতেন—"বিপদে পড়িলে সীতাপতিকে স্মরণ করিও—রামনামে সকল বিপদ দূর হয়।"—আর বৃথা ভাবিয়া চিন্তিয়া কি হইবে—এস আমরা সেই রাম নাম জপ করি—ভগবানকে স্মরণ করি।

পরামর্শ স্থির করিতে অসমর্থা হইয়া অত্যন্ত ত্রাসিত চিত্তে এবং ব্যাকুল হৃদয়ে যুবতীদ্বয় পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ পরমেশ্বরের কি অপূর্ব্ব মহিমা! কি অচিন্তনীয় কৌশল! মানুষ হিতাহিত অবধারণে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিলে তিনি সর্ব্বদাই মানুষকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করেন। যুবতীদ্বয় অন্যূন একঘণ্টা বসিয়া কেবল ঈশ্বরকে চিন্তা করিতেছেন—রাম নাম জপ করিতেছেন। অকস্মাৎ যেন ইহাদের মনে আশার সঞ্চার হইল। উভয়েই আত্মহত্যার বাসনা পরিত্যাগ করিলেন।

মান্না বলিলেন—"নুনা! ভয় নাই—চল লক্ষ্ণৌ যাই—লক্ষ্ণৌ হইতে সহজে পলায়নের সুবিধা হইতে পারে।"

নুনা বলিলেন—"সেখানে কি সুবিধা হইবে?"

এখন মান্না ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"নুনা আমার স্বামী এবং আমার ভাই নিশ্চয়ই আমার অনুসন্ধান করিতেছেন। আমার অনুসন্ধানে তাঁহারা সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন। জীবিত থাকিতে তাঁহারা আমার অনুসন্ধানে ক্ষান্ত হইবেন না। তাঁহারা যদি জানিতে পারিয়া থাকেন যে দর্শন সিংহের লোকেরা আমাকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে, তবে নিশ্চয়ই এখন তাঁহারা লক্ষ্ণৌনগরে আমার অনুসন্ধান করিতেছেন। হয় ত লক্ষ্ণৌ পৌঁছিলে তাঁহাদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে পারে। আমাকে উদ্ধার করিতে তাঁহারা প্রাণের ভয় করিবেন না। বাদসাহের কিম্বা দর্শনসিংহের শিরশ্ছেদন করিয়াও আমাকে উদ্ধার করিবেন। চল আমরা দুই জনেই বৃদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্ণৌ যাই। লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়া পরে পলায়নের চেষ্টা করিব। বৃদ্ধার নিকট সর্ব্বদা মনের ভাব গোপন করিব।"

মান্নার বাক্যাবসানে নুনা জিজ্ঞাসা করিলেন—"দিদি! তোমার কি স্বামী আছেন?"

মান্না আবার অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিতে লাগিলেন—"আমার স্বামী পিতা, ভাই, ভগিনী সকলই আছেন। আমার দুঃখে বাবা বোধ হয় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আমার ভগ্নীদ্বয় হয় ত মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছেন; স্বামী এবং ভাই নিশ্চয়ই আমার অনুসন্ধানে দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিতেছেন। নুনা! আমার একটী কথা স্মরণ রাখিবে—যদি আমাকে আত্মহত্যা করিতে হয়; এবং পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তুমি আত্মরক্ষা করিয়া এই নরক হইতে উদ্ধার হইতে পার—তবে আমার পিতা এবং ভাই ভগ্নীদিগকে আমার মৃত্যু সংবাদ প্রেরণ করিবে। আমার মৃত্যুশোক তাঁহারা সহ্য করিতে পারিবেন; কিন্তু আমার নবাব অন্দরে প্রবেশ সংবাদ প্রচার হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহারা বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। সীতাপুরের গঙ্গাপ্রসাদ শাস্ত্রী আমার পিতা—কাশীনাথ শাস্ত্রী আমার ভাই; রাজা দিগ্বিজয়সিংহের স্ত্রী রাণী নারায়ণকুমারী আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

নুনা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার স্বামীর নাম কি?"

"পণ্ডিত অযোধ্যা নাথ।"

পণ্ডিত অযোধ্যানাথ বলিবামাত্র মান্নার নয়নদ্বয় হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুবর্ষিত হইতে লাগিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—"নুনা! তাঁহার কথা মনে হইলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। বিবাহের পর তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে আজীবন তিনি শোক দুঃখে মৃতপ্রায় ছিলেন—আমার ভালবাসা; বাবার এবং আমার ভগ্নীদের স্নেহ পূর্ণ ব্যব-

হার তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছে। কিন্তু এখন কি আর তিনি বাঁচিবেন—হয় ত:আমার শোকে তাঁহার মৃত্যু হইবে।”

“পূর্ব্বে তাঁহার কি শোক দুঃখ ছিল ?”

“তিনি সত্য সত্যই চির দুঃখী। ত্রয়োদশ বৎসরের সময় তাঁহার মাতৃ বিয়োগ হয়। পরে দস্যু হস্তে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নীকে দস্যুরা হত্যা করিয়াছে—কি সঙ্গে করিয়া নিয়াছে; তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারেন নাই। আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া, তাঁহার ভগ্নীর শোকে সর্ব্বদা কাঁদিতেন। আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু এখন তিনি আমার শোকে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিবেন।”

“দস্যুরা কিরূপে তাঁহার পিতাকে খুন করিল ?”

“সে অনেক কথা। আমার স্বামীর মুখেই আমি অনেকানেক দস্যু এবং ঠগীর কথা শুনিয়াছি। সেই জন্যই পলায়নের চেষ্টা করিতে এত ভয় হয়।”

“দস্যুরা বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তোমার শ্বশুরকে খুন করিয়াছিল ?”

“না—লাহোর হইতে আমার শ্বশুর, স্বামী, শ্বশুরের চারি বৎসর বয়স্কা একটী কন্যা এবং তাঁহাদের একটী পরিচারিকা সীতাপুরে আসিতেছিলেন। পথে দস্যুরা আমার শ্বশুর এবং সঙ্গের পরিচারিকাকে খুন করিল।”

“তোমার স্বামীকে কি ছাড়িয়া দিল ?”

“সে বড় আশ্চর্য্য ঘটনা—ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইল!”

মান্নার এই কথা শুনিয়া মুনা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন—“বুন্দিয়ার মুখে শুনিয়াছি আমারও পিতা এবং

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দস্যুরা খুন করিয়াছে। কিন্তু তাহারা যদি আমাকেও তখন খুন করিত, তবে আর এত কষ্ট ভোগ করিতে হইত না।”

এই সকল কথাবার্ত্তার পর মান্না বলিলেন—“নুনা! আমাদের আর একটী কাজ করিতে হইবে।”

“কি কাজ?”

“মৃত্যুর উপায় আমাদের সঙ্গে রাখিতে হইবে। যদি কখনও কেহ বল পূর্ব্বক আক্রমণ করে তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিব।”

“মৃত্যুর কি উপায় সঙ্গে রাখিবে—বিষ?”

“না বিষ নহে।”

“তবে কি?”

“ক্ষুদ্র ছুরিকা।”

“ছুরিকা কি ক’রে সঙ্গে রাখিবে?”

“মাথার চুলের নীচে রাখিব। তোমার কাছে ছুরিকা আছে?”

“আছে।”

“এখন আনিতে পারিবে?”

“পারিব।”

“তবে শীঘ্র শীঘ্র দুই খানি ধারালু ছুরি আন।”

নুনা আপন শয়ন প্রকোষ্ঠ হইতে দুই খানি ক্ষুদ্র ছুরিকা আনিয়া মান্নার হাতে দিলেন। মান্না ছুরিকা দুই খানি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—“বেশ ছুরি আনিয়াছ—এ ছুরির অগ্রভাগ সুতীক্ষ্ণ—প্রয়োজন হইলে অনায়াসে বুকের মধ্যে বসাইয়া দিব। তুমি এখন আমার চুল বাঁধিতে আরম্ভ কর, পরে আমি তোমার চুল বাঁধিব।”

মান্না বিগত দুই বৎসরের মধ্যে কখনও কেশ বিন্যাস করেন নাই। তাঁহার সেই সুদীর্ঘ কেশরাশি শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। নুনা চিরুণী দিয়া মান্নার কেশরাশি পরিষ্কার করিলেন। পরে কেশের মধ্যে ক্ষুদ্র ছুরিকা লুকাইয়া রাখিলেন।

এখন মান্না আবার নুনার কেশ বিন্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি নুনার মস্তকের এক পার্শ্বে তিন অঙ্গুলি পরিমাণ দীর্ঘ একটী সাদা দাগ দেখিতে পাইলেন। মান্না নুনার মাথায় সেই স্থানে আপন অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার মাথায় এ কি হইয়াছিল—এ যে অস্ত্রের দাগ দেখিতেছি।"

নুনা বলিলেন—"এখানে আসিবার পূর্ব্বেই আমার মাথায় দাগ ছিল। আমার একটু একটু স্মরণ হয় যে, বাল্যকালে একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের ক্রোড়ে বসিয়া খেলা করিতাম। এক দিন তাহার ক্রোড় হইতে প্রস্তরের উপর পড়িয়া গিয়া মাথায় বড় আঘাত পাইয়াছিলাম। এ দাগ সেই আঘাতেরই চিহ্ন—অস্ত্রের দাগ নহে।"

মান্না নুনার কথা শুনিয়া স্থির নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া নুনা বলিলেন—"আবার কি ভাবিতেছ?"

মান্না কিছুকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া বলিলেন—"তোমার এখানে আসিবার পূর্ব্বের কোন কথা স্মরণ আছে?"

"না—কিছুই স্মরণ নাই। এই কেবল স্মরণ আছে যে একটী কাল স্ত্রীলোকের কোলে বসিয়া বাল্যকালে খেলা করিতাম। সে আমাকে বড় ভালবাসিত। এখানে আসিবার পর সর্ব্বদা তাহাকে মনে পড়িত। আর তার জন্য বড় কষ্ট হইত।"

মান্না মুনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুনা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি হইয়াছে ?"

মান্না বলিলেন—"তোমার গলার নীচে বুকের উপর তিনটী কাল দাগ আছে ?"—

মুনা বলিলেন—"আছে—সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেন ?"

মান্না মুনার কথার প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া তাঁহার বুকের কাপড় তুলিলেন; এবং তাঁহার গলার নীচে বুকের উপর তিনটী কাল দাগ দেখিতে পাইলেন। পরে তিনি কিছুকাল নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। মুনা তাঁহার মনের ভাব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন—"দিদি কি হইয়াছে বল দেখি ?"

মান্না তখন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—"মুনা পরমেশ্বরের লীলা খেলা কিছুই বুঝিতে পারি না। তোমার মুখ খানি ঠিক আমার স্বামীর মুখের ন্যায়—তোমার দাঁত গুলি তাঁহার দাঁতের ন্যায়। তোমার হাসি তাঁহার হাসির ন্যায়। তিনি কতবার আমাকে বলিয়াছেন যে তাঁহার পিতাকে দস্যুরা হত্যা করিয়া চলিয়া গেলে পর, তাঁহার পিতার মৃতদেহ এবং তাঁহাদের সঙ্গের একটী দাসীর মৃত দেহ সেখানে পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ভগ্নীর মৃত দেহ সেখানে ছিল না। কেহ কেহ বলিতেন যে ছেলেধরা দস্যুগণ তাঁহার পিতাকে হত্যা করিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই তাঁহার ভগ্নীকে সঙ্গে করিয়া নিয়াছে। তাঁহার ভগ্নীর মাথার বাম পার্শ্বে যে সাদা দাগ ছিল এবং গলার নীচে বুকের উপর যে তিনটী কাল দাগ ছিল তাহাও তাঁহার মুখে অনেকবার শুনিয়াছি। তাঁহার ভগ্নীর সকল লক্ষণই তোমাতে দেখিতে পাই—কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারি না।

সেই জন্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তোমার এখানে আসিবার পূর্ব্বের কোন কথা স্মরণ আছে কি না।”

নুনা বলিলেন—“দিদি! আমার কিছুই স্মরণ নাই।’

মান্না চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে নুনা নিশ্চয়ই তাঁহার স্বামীর কনিষ্ঠা ভগ্নী হইবেন। অন্যমনস্কা হইয়া ধীরে ধীরে তিনি নুনার কেশ বিন্যাস করিলেন এবং কেশের মধ্যে ছুরিকা রাখিলেন। সতৃষ্ণ নয়নে বারম্বার নুনার মুখ পানে চাহিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে হৃদয়ের উদ্বেলিত অবস্থা একটু দূর হইবামাত্র তিনি স্নেহ-পূর্ণ বাক্যে বলিতে লাগিলেন—“নুনা! তুমি যে আমার শ্বশুরের কন্যা তাহার কোন সন্দেহ নাই। তোমাকে পাইয়া হারাধন পাইয়াছি। তোমার ভাই তোমার জন্য আজীবন দুঃখ ভোগ করিতেছেন। কিন্তু পরমেশ্বরের কি মহিমা! এই ঘোর বিপদের সময় আজ হারাধন পাইলাম। একবার যদি তোমাকে আমি তোমার ভাইএর ক্রোড়ে দিতে পারিতাম তবে আমার মনের সকল দুঃখ দূর হইত। কিন্তু আর সে আশা নাই। হয় ত আমাদের দুইজনকেই আত্মঘাতিনী হইতে হইবে।”

মান্না এই বলিয়া নুনাকে আপনার ক্রোড়ে বসাইলেন। পরস্পর পরস্পরের গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এদিকে রাত্রি অবসান প্রায়। মাধুসিংহ হস্তার মাহুতদিগকে ডাকি-তেছে; পাল্কীর বেহারাদিগকে জাগ্রত করিতেছে। বৃদ্ধা রমণীও জাগ্রত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্ব দিনই লক্ষ্ণৌ যাইবার সমুদয় আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। এখন শয্যা হইতে উঠিয়া মান্নার শয়ন প্রকোষ্ঠের দ্বারে আঘাত করিবামাত্র নুনা দ্বার

খুলিলেন। বৃদ্ধা গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন যে ইহারা উভয়ই আপন আপন কেশ সুচারুরূপে বিন্যাস করিয়াছেন। বৃদ্ধা তদ্দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে বাদসাহের অন্দরে প্রাধান্য লাভ করিবার চেষ্টা ইহারা আপনা হইতেই করিবে।

এক ঘণ্টার মধ্যে সমুদয় প্রস্তুত হইল। বৃদ্ধা, মান্না এবং মুনা তিন জনে তিন খানি পাল্কীতে উঠিলেন। বন্দুক এবং তরবারি হস্তে মাধুসিংহ একটী হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক পাল্কীর অগ্রে অগ্রে এবং দ্বিতীয় হস্তীতে অপর একজন লোক আরোহণ করিয়া পাল্কীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

গোরক্পুর সেসন্ কোর্ট।

The association of the most abject superstition with the deepest guilt has been often noticed. The justness of the observation is examplified in the conduct of most classes of Indian delinquents, and remarkably so in that of the Phansigars.—

Asiatic Researches Vol. XIII.

বঙ্গবাসিগণ—বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গমহিলাগণ—কাব্য, উপন্যাস এবং নাটক পাঠ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

কবি কল্পিত অলৌকিক দাম্পত্যপ্রেম—অত্যাশ্চর্য্য পিতৃমাতৃ-ভক্তি—অভূতপূর্ব্ব সদাচরণ—অসাধারণ ধর্ম্মভাব—বিকট নিষ্ঠুরাচরণ—ভীষণ অত্যাচার—অদ্ভুত নৃশংস ব্যবহার—দুর্ব্বিসহ সংসার যন্ত্রণা—এই শ্রেণীস্থ পাঠক ও পাঠিকাগণের হৃদয় বিশেষরূপে আকর্ষণ করে। কিন্তু ভারতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন যে, ভারতবাসিদিগের জীবনের প্রকৃত ঘটনার মধ্যে যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার, অলৌকিক ধর্ম্মভাব, স্বর্গীয় প্রেম, ভীষণ নিষ্ঠুরাচরণের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে তাহা কবির কল্পনাকে, চিত্রকরের তুলিকাকে এবং উপন্যাস লেখকের রচনা শক্তিকে সর্ব্বদাই পরাস্ত করে। সীতার দাম্পত্যপ্রেম—রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, মহাত্মা এবং যোগিগণের ধর্ম্মভাব—ঠগীর নিষ্ঠুরাচরণ, কোন কোন মুসলমান নবাবের প্রজাপীড়ন, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির অত্যাচার কি কবির কল্পনাকে পরাস্ত করে না?

বর্ত্তমান সময়ের পাঠক ও পাঠিকাগণ ঠগীর নাম শুনিয়া থাকিলেও তাহাদিগের ধর্ম্ম বিশ্বাস, তাহাদের কার্য্যকলাপ বিশেষরূপে না জানিতে পারেন। সুতরাং ঠগীদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি।

কোন্ সময়ে, কোন্ রাজার রাজত্বকালে, কি কি ঘটনা নিবন্ধন ঠগীপ্রথা ভারতে প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহই নিশ্চয় অবধারণ করিতে পারেন নাই। কেহ বলেন মিসর দেশে (Egypt) প্রথমে এই ভয়ঙ্কর প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। পরে মিসর হইতে ক্রমে অন্যান্য দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আবার কেহ বলেন যে ঠগীপ্রথা হিন্দুদিগের তন্ত্র প্রচারিত

ধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু এই উপন্যাসে ঠগীর সমগ্র ইতিহাস পর্য্যালোচনার প্রয়োজন নাই। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ঠগীর যেরূপ অত্যাচার ছিল তাহাই উপন্যাসে উল্লিখিত হইবে।

খ্রীঃ অব্দের ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঠগী প্রথার উপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ম্মচারিদিগের দৃষ্টি পড়িল। মহাত্মা উইলিয়ম বেণ্টিকের শাসনকালে ঠগী প্রথা নিবারণার্থ বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইল। কর্ণেল স্লিম্যান (Sleeman) ঠগী নিবারণের কমিসনার নিযুক্ত হইলেন।

কুমারীকা অন্তরীপ হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত ঠগীর অত্যাচারে নিপীড়িত হইতেছিল। ঠগীদিগের কোন দলের লোক সংখ্যা আশী নব্বই জন; কোন দলের লোক সংখ্যা প্রায় দুই শত ছিল। কিন্তু দুই এক দলে পাঁচ শত ঠগী একত্রিত হইয়া পথিকদিগের প্রাণ সংহার করিত।

ঠগীদের ধর্ম্ম বিশ্বাস অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসানুসারে পৃথিবীতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, দেবী ভবানী (কালী) তাঁহার ভক্তগণকে লোক সংখ্যা হ্রাস করিতে অনুরোধ করেন। ভক্তগণ ভবানীকে বলিলেন যে নরহত্যা করিলেই পৃথিবীর রাজগণ কিম্বা শাসনকর্ত্তাগণ দণ্ড প্রদান করেন; সুতরাং তাহারা এই দুষ্কর কর্ত্তব্য সাধন করিতে আরম্ভ করিলে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। তখন ভবানী তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে নরহত্যা করিতে তাহাদিগকে রক্তপাত করিতে হইবে না; নরহত্যার কোন চিহ্ন থাকিবে না; লোকের গলদেশে গামছা জড়াইয়া তাহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে। হতলোকদিগের

মৃতদেহ তিনি স্বয়ং লুকাইয়া রাখিবেন; সুতরাং দেশের রাজা কি শাসনকর্ত্তা নরহত্যার বিষয় কিছুই জানিতে পারিবেন না। দেবী ভবানী কর্ত্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট হইয়া ঠগীগণ লোকের গলায় গামছা জড়াইয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল। মৃতশব কালী স্বয়ং লুকাইবেন মনে করিয়া হত্যাস্থানে মৃতদেহ ফেলিয়া যাইত। কালক্রমে একদল অবিশ্বাসী ঠগী এক স্থানে অনেক লোক হত্যা করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, এই সকল মৃতদেহ দেবী ভবানী সত্য সত্যই লুকাইয়া রাখেন কি না তাহা দেখিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রাগুক্ত ঠগীগণ হত্যাস্থান হইতে কিছু দূরে এক জঙ্গলের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রহিল। কালী উলঙ্গাবস্থায় সেই স্থানে আসিয়া মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ কালীর দৃষ্টি ঠগীদিগের উপর পড়িল। তিনি তখন উলঙ্গাবস্থায় নরমাংস ভক্ষণ করিতেছেন, সুতরাং অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন; এবং এই অবিশ্বাসী ঠগীদিগের প্রতি কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন যে, ভবিষ্যতে আর তাহাদিগকে তিনি রক্ষা করিবেন না—আর তিনি মৃতদেহ লুকাইয়া রাখিবেন না। ঠগীগণ তখন কাতরে স্তব করিতে লাগিল—"কালী কঙ্কালী—ভদ্রকালী—তেরে বচন না যায়ে খালি ইত্যাদি।"

কালী পুনর্ব্বার সদয় হইয়া বলিলেন যে তিনি আর মৃতশব লুকাইবেন না। কিন্তু তাহাদিগের রক্ষার্থ রক্ষাকুড়ালী প্রদান করিবেন। ঠগীদলের মধ্যে এই সময় হইতে রক্ষাকুড়ালী রাখিবার প্রথা হইল। কালী পূজার সময় ঠগীদলের গুরুকে এক খানা কুড়ালী স্কন্ধে করিয়া পূজার স্থানে অগ্রে অগ্রে চলিতে হয়।

যদ্রূপ একদল সৈন্যের মধ্যে মেজর, কাপ্তান, অশ্বারোহী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পদবিশিষ্ট লোক থাকে ; ঠগী দলের লোকও তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রত্যেক ঠগীদলের মধ্যে ভদ্রলোকের পরিচ্ছদধারী যে দশ বার জন লোক পথিকদিগকে ভুলাইবার চেষ্টা করিত, তাহাদিগকে ঠগীর ভাষায় সোথা বলে। ঠগীদিগের একটি স্বতন্ত্র ভাষা আছে। তাহার নাম রামাসী ভাষা। যাহারা ঠগীর দলে চেলা স্বরূপ শিক্ষার্থী হইয়া প্রবেশ করে তাহাদিগকে রামাসী ভাষায় কবুলা বলে। যাহারা লোকের গলায় গামছা জড়াইয়া নরহত্যা করে তাহারা ভার্ত্তোত অথবা বর্ক বলিয়া অভিহিত হয়। ভার্ত্তোত্রা লোকের গলদেশে গামছা জড়াইবার সময় তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য নিকটে যাহারা দণ্ডায়মান থাকে তাহাদের নাম সাম্সিয়া।

কিন্তু মৃতদেহ লুকাইবার ভার দেবী ভবানী পরিত্যাগ করিলে পর, ঠগীদলে নূতন এক শ্রেণীস্থ লোকের প্রয়োজন হইল। ঠগীদলে লাগাই নামে পূর্ব্বে কোন পদ ছিল না। এখন লাগাই নামে আর একটা পদ সৃজিত হইল। দলের কয়েক জনকে লাগাইর কাজ করিতে হইত। লোকের প্রাণ বিনাশ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইলেই লাগাইগণ নদীপার্শ্বে কিম্বা অভিপ্রেত হত্যাস্থান হইতে অনতিদূরে গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিত। লোকের প্রাণ বিনাশের পূর্ব্বেই এই সকল গর্ত্ত প্রস্তুত হইত। প্রাণবিনাশের পর তাঁহাদের মৃতদেহ লাগাইগণ ভূগর্ভে লুকাইয়া রাখিত। লাগাই অর্থ বোধ হয় গর্ত্ত খননকারী লোক।

কোন একটী নূতন ধর্ম্ম প্রচার হইলে পর কালক্রমে যদ্রূপ সেই ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া

পড়ে, ঠগীগণও সেই প্রকার কাল সহকারে বিবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের ঠগীগণ প্রায় দশ বার সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান উপন্যাসে কেবল মেঘপুনা (Megpuna) সম্প্রদায় অর্থাৎ ছেলে ধরা ঠগী এবং গামছা মোড়া ঠগীর কার্য্যকলাপই উল্লিখিত হইবে।

ঠগীগণ কখনও সন্ন্যাসির বেশে, কখনও ফকিরের বেশে, কখনও বণিকের বেশে দেশ পর্য্যটন করিত। কিন্তু অধিকাংশই সংসারত্যাগী সাধুর পরিচ্ছদ ধারণ করিত।

এই উপন্যাসের উল্লিখিত ঘটনার সময় গোরক্‌পুরে, গাজীপুরে, দিল্লীতে এবং অন্যান্য স্থানে প্রায় শতাধিক ঠগী ধৃত হইল। গোরক্‌পুরের সেসন্ কোর্টে কয়েকজন ঠগীর বিচার পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল; সুতরাং অন্যান্য ঠগীর বিচার সেখানে একত্রে হইবে বলিয়া দিল্লী এবং অন্যান্য স্থানে যে সকল ঠগী ধৃত হইয়াছিল, তাহারা গোরক্‌পুরে প্রেরিত হইল। ইংরেজি আইন কানুন অনুসারে প্রমাণ ভিন্ন কাহারও প্রতি দণ্ডাজ্ঞা করিবার নিয়ম নাই। কিন্তু দারগাগণ শত চেষ্টা করিয়াও সকলের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। সুতরাং শতাধিক ঠগীর মধ্য হইতে প্রায় পনের জন ঠগীকে ক্ষমা করিবার অঙ্গীকার করিয়া তাহাদিগকে সাক্ষীশ্রেণী ভুক্ত করা হইয়াছে। হস্তপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ ঠগীগণ সেসন্ কোর্টে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; সাক্ষী শ্রেণীভুক্ত ঠগীগণ ক্রমান্বয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আদালত এক এক জনকে এইরূপে প্রশ্ন করিতেছেন।

প্রশ্ন—তোমার নাম কি?

উত্তর—ক্ষেমা জমাদার।

প্রশ্ন—তোমার ব্যবসা কি ?

উত্তর—মেঘপুনা ব্যবসা—অর্থাৎ পথিকদিগকে খুন করিয়া তাহাদের ছোট ছেলে মেয়ে চুরি করি।

প্রশ্ন—কাহার দ্বারা এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ?

উত্তর—মুলতানের অলিকরাম কর্তৃক। আমি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে অলিকরামের চেলা হইয়াছিলাম।

প্রশ্ন—কোন্ কোন্ দেশে তুমি নরহত্যা করিয়াছ ?

উত্তর—জয়পুরে, বিকানিয়ারে, ভরতপুরে, পঞ্জাবে, অযোধ্যায় এবং প্রয়াগে।

প্রশ্ন—তুমি আপন স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া দেশ ভ্রমণ কর ?

উত্তর—হাঁ—আমাদের স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকে। খুনের পর তাহারা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে প্রতিপালন করে।

প্রশ্ন—এই সকল বালক বালিকা কি জন্য অপহরণ কর ?

উত্তর—ইহাদিগকে পরে বিক্রী করি।

প্রশ্ন—কত মূল্যে এবং কাহার নিকট বিক্রী কর ?

উত্তর—কখনও আশীটাকা—কখনও একশত টাকা মূল্যে মেয়ে গুলিকে বিক্রী করি। বেশ্যা, নর্ত্তকী, ভিঙ্গারী এবং বড় মানুষেরা তাহাদিগকে খরিদ করে।

প্রশ্ন—তোমরা কোন দেব দেবীর পূজাকর ?

উত্তর—আমরা ভবানীর পূজা করি। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে বিক্রী করিয়া যাহা কিছু পাই, তাহার কিছু কিছু ভবানীর পূজায় খরচ করি।

প্রশ্ন—সাজেহানপুর এবং মথুরায় নরহত্যার সময় তুমি উপস্থিত ছিলে ?

উত্তর—হাঁ—ছিলাম।

প্রশ্ন—হাজিরা আসামীগণ মধ্যে আর কে কে ছিল?

উত্তর—হাজিরা রতন দাস, দেবী দাস, দেবী দাসের স্ত্রী গঙ্গা, দ্বিতীয় ক্ষেমা, ক্ষেমার স্ত্রী ভকৃতি, বাইরূম কোতয়াল, সাল্‌গা, জান্‌কী দাস, ছত্র দাস, তিলক নায়েক, স্বরূপী এবং অন্যান্য লোক।

ইহার পর গামছা মোড়া ঠগীর দলের সেক এনায়েতের জবানবন্দি আরম্ভ হইল।

প্রশ্ন—তোমার নাম কি?

উত্তর—সেক এনায়েত।

প্রশ্ন—তুমি কি তোমার দলের সর্দ্দার?

উত্তর—না—আমি সর্দ্দার না।

প্রশ্ন—তোমার দলের সর্দ্দার কে?

উত্তর—পূর্ব্বে আমার পিতা হিঙ্গু সর্দ্দার ছিল, এখন সর্দ্দার শুরুবক্স।

প্রশ্ন—তোমাদের দলে কত জন ঠগী আছে?

উত্তর—পূর্ব্বে তিন শত ছিল। এখন তিন দল হইয়া পড়িয়াছি। এক এক দলে আশী নব্বই জন হইবে।

প্রশ্ন—তিন শত লোক একত্র হইয়া দেশভ্রমণ করিতে?

উত্তর—ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিয়া কাজের সময় একত্র হইতাম। ইহারা কেহ সন্ন্যাসীর বেশে, কেহ ফকিরের বেশে, কেহ সিপাহীর বেশে চলে। এক দলের লোক বলিয়া ইহাদিগকে কাহারও জানিবার সাধ্য নাই।

প্রশ্ন—তোমাদের দলের লোকেরা নবাব সব্‌জিখাঁকে হত্যা করিয়াছিল ?

উত্তর—হাঁ—নবাব সব্‌জিখাঁকে আমরা খুন করিয়াছিলাম।

প্রশ্ন—কি প্রকারে এবং কোন স্থানে নবাব সব্‌জিখাঁকে হত্যা করিয়াছিলে ?

উত্তর—ভূপালের নবাব উজীর মহম্মদের চাচা, নবাব সব্‌জিখাঁ এবং তাঁহার পুত্র্‌ হাইদ্রাবাদে নিজামের ফৌজে চাকুরি করিতে গিয়াছিলেন। নবাব সব্‌জিখাঁর সঙ্গে তাঁহার পুত্রের বিবাদ হইল। সব্‌জিখাঁ পঞ্চাশ জন ঘোড়্‌সোওয়ার (অশ্বারোহী) এবং আপনার চাকর ও বাঁদী সহ দেশে ফিরিয়া চলিলেন। তাহাদের সঙ্গে তরবারি বন্দুক ইত্যাদি অস্ত্র ছিল। আমরা তাহাদিগকে খুন করিব বলিয়া মনে করিলাম। আমাদের দলের সোথা দলিলখাঁ, খলিলখাঁ, শিব বক্স, নবাবের লোকের নিকট যাইয়া কহিল যে তাহারা ঘোড়া বিক্রী করিতে দক্ষিণ দেশে গিয়াছিল ; এখন দেশে ফিরিয়া চলিয়াছে। সব্‌জিখাঁ তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া বড় খুসি হইলেন। কিছুকাল পরে আমাদের দলের আর পাঁচজন লোক ফকিরের বেশে অন্যদিক হইতে আসিয়া নবাবের লোকের সঙ্গে একত্রে দেশে যাইবার কথা বলিল। পূর্ব্বের তিনজনের সঙ্গে যে ইহাদের পরিচয় আছে তাহা নবাবের লোকের জানিবার সাধ্য নাই। এইরূপে ক্রমে এক এক দিক হইতে আমাদের দলের সমুদয় লোক নবাবের দলের লোকের সঙ্গে মিলিত হইল। দুইদিন পর্য্যন্ত আমরা নবাবের লোকের সঙ্গে উত্তর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দ্বিতীয় দিবসের রাত্রে আমরা পরামর্শ করিলাম

যে পরদিন ইহাদিগকে খুন করিব। আমার পিতা হিঙ্গু ঝিলুম দিবে; (অর্থাৎ সমুদয় প্রস্তুত হইলে হিঙ্গু ঈশারা করিবা মাত্র আমাদের দলের এক এক জন নবাবের দলের এক এক জন লোকের গলায় গামছা জড়াইবে) যে কথা বলিয়া ঝিলুম * দিবে তাহাও ঠিক হইল। "পান লেও" এই কথা হিঙ্গু বলিলেই বুঝিতে হইবে যে সে এখন খুন করিতে ঈঙ্গিত করিয়াছে।

"পরদিন আমরা একটা নদীর কাছে এক মাঠের নিকট পৌঁছিলাম। পূর্ব্বের বন্দোবস্ত অনুসারে আমাদের দলের লাগাই-গণ কাষ্ঠ আহরণের ছলনা করিয়া নদীর পার্শ্বস্থিত জঙ্গলে মরা রাখিবার গর্ত্ত খনন করিতে লাগিল। এদিকে আমাদের সোথা দলিল খাঁ নবাবকে বলিল—"হুজুর! তিন দিন পর্য্যন্ত হাটিয়া আসিয়াছি। এখন বেলা এক প্রহর হইয়াছে। আসুন এখানে শেষবেলা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করি।" দলিলখাঁকে নবাব অত্যন্ত ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নবাব বলিলেন—"বেশ কথা—আজ এখানে বিশ্রাম করিব।"

"নবাব সর্ব্বদা ভাঙ্গ খাইতেন বলিয়াই তাঁহার নাম সব্‌জিখাঁ ছিল। নবাব তাঁহার সঙ্গের বাঁদীটাকে সিদ্ধি প্রস্তুত করিতে বলিলেন। বাঁদী তিন পেয়ালা সিদ্ধি প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিল। নবাব বাঁদীকে প্রশংসা করিলেন। বাঁদী হাসিল। নবাব এক পেয়ালা সিদ্ধি খাইলেন। অন্য দুই পেয়ালা সঙ্গের দুই জন লোককে দিলেন। নবাব আর এক পেয়ালা সিদ্ধি আনিতে বলিলেন। বাঁদী হাসিতে হাসিতে আবার সিদ্ধি

* রামাসী ভাষায় ঝিলুম অর্থ ঈঙ্গিত।

প্রস্তুত করিতে চলিল। ইহার পূর্ব্বেই আমাদের দলের দুই দুই জন লোক কৌশল পূর্ব্বক নবাবের দলের এক এক জন লোকের পিছে বসিয়া রহিয়াছে। সমুদয় প্রস্তুত দেখিয়া আমার পিতা "পান লেও" বলিয়া যেই ঝিলুম দিল—তৎক্ষণাৎ আমাদের দলের ষাট জন লোক নবাবের দলের ষাট জন লোকের গলায় গামছা জড়াইয়া খুন করিল। নবাবের দলের একজন লোকও একটু হাত উঠাইবার সুযোগ পাইল না। আমাদের লোকেরা এত তাড়াতাড়ি গলায় গামছা জড়াইয়া তাহাদিগকে খুন করিল যে, তাহারা একটু শব্দও করিতে পারিল না। এইরূপে মুহূর্ত্তের মধ্যে ষাট জন লোককে খুন করিলাম। একটু শব্দও হইল না। নবাব সব্‌জী খাঁর বসিবার স্থান হইতে বিশ হাত দূরে বসিয়া তাঁহার বাঁদী সিদ্ধি প্রস্তুত করিতেছিল। সে এখনও কিছুই টের পায় নাই। মরা লোক গুলি জিহ্বা বাহির করিয়া হা করা মুখে বসা রহিয়াছে। বাঁদী ধীরে ধীরে সিদ্ধির পেয়ালা হাতে করিয়া নবাবের নিকট আসিয়া দেখে যে নবাব মুখ হা করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। নবাব যে মরিয়াছে তাহা তখনও বুঝিতে পারে নাই। সে প্রকাশ্যে বাঁদী, কিন্তু নবাবের উপপত্নী ছিল; নবাবকে বড় ভালবাসিত। বাঁদী নবাবের গায়ে হাত দিতে উদ্যত হইবামাত্র আমাদের দলের একজন তাহাকে খুন করিতে চলিল। এই বাঁদীর উপর আমার বড় নজর পড়িয়াছিল। আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইব বলিয়া মনে করিলাম; তাহাকে খুন করিতে দিলাম না। কিন্তু বাঁদীটা যখন বুঝিতে পারিল যে নবাব এবং তাঁহার সমুদয় লোক আমাদের হাতে মারা পড়িয়াছে, তখন সে

নবাবের শোকে অস্থির হইয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রায় বিশ ক্রোশ তাহাকে আমি বল পূর্ব্বক সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম; কিন্তু সে কিছুতেই আমার সঙ্গে যাইতে রাজী হইল না। তথন তরবারি দ্বারা আমি তাহার গলা কাটিয়া পথে ফেলিয়া আসিলাম। ইহার কয়েক দিন পরে জব্বলপুরে পৌছিলাম।”

প্রশ্ন—আর কোন্ কোন্ স্থানে খুন করিয়াছ?

উত্তর—বুন্দেলখন্দের অনেক স্থানে লোক খুন করিয়াছি। জব্বলপুরে এবং নাগপুরেও খুন করিয়াছি। গত দশ বৎসরে চার্ পাঁচ শত লোক খুন করিয়াছি।

প্রশ্ন—বেহার কিম্বা বঙ্গদেশে কথনও গিয়াছ?

উত্তর—আমাদের দলের লোক পৃথক হইয়া এক দল রাজমহল এবং মুর্শিদাবাদ গিয়াছিল। নৌকা পথে সে দল গিয়াছিল। পরে হাটিয়া আর এক দল গিয়াছে শুনিয়াছি—

প্রশ্ন—হাজিরা আসামীগণ মধ্যে রাজমহলের হত্যার সময় কে কে ছিল?

উত্তর—আমি নিজে রাজমহল যাই নাই—শুনিয়াছি নসির এবং সাহেবখাঁ গিয়াছিল।

প্রশ্ন—তোমরা মুসলমান হইয়া কালী পূজা কর?

উত্তর—কালী এবং ফতেমা এক।

এই সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর ছেলে ধরা ঠগীর দ্বিতীয় দলের আম্‌রি নাম্নী স্ত্রীলোকের জবানবন্দী আরম্ভ হইল।—

প্রশ্ন—তোমার নাম কি?

উত্তর—আম্‌রি ওরফে কুন্ডা।

প্রশ্ন—তুমি পূর্ব্বে দিল্লীর জেলে ছিলে?

উত্তর—আট বৎসর পূর্ব্বে চারি বৎসর দিল্লীর জেলে ছিলাম।

প্রশ্ন—কি অপরাধে ?

উত্তর—দিল্লীর নিকটে তিন জন পথিককে খুন করিবার অপরাধে।

প্রশ্ন—কিরূপে ধৃত হইলে ?

উত্তর—আমাদের দলের লোকেরা দুইজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী লোককে খুন করিয়া তাহাদের লাস নদীতে ফেলিয়া দিল। তাঁহাদের সঙ্গে তিন কি চার বৎসরের একটা মেয়ে ছিল। আমরা পরদিন মেয়েটাকে লইয়া যাইতেছিলাম। মেয়েটা বড় কাঁদিতে ছিল। পথে একটা সাহেব আমাদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিলে, মেয়েটাকে রাস্তায় ফেলিয়া আমি দৌড়িয়া পালাইতে ছিলাম। দলের অন্যান্য লোক পালাইল, কিন্তু আমাকে একটা সিপাহী ধরিল।

প্রশ্ন—সে মেয়ে এখন কোথায় ?

উত্তর—সে মেয়েটাকে সাহেব নিয়াছিল। সে এখন কোথায় আছে জানি না।

প্রশ্ন—তোমাদের দলের সর্দ্দার কে ?

উত্তর—আমাদের দলের জমাদার আমার স্বামী জীবন দাস। আমি দলের জমাদারণী ছিলাম।

প্রশ্ন—তোমাদের দলে কত জন লোক ?

উত্তর—আমাদের দলে চল্লিশ জন লোক।

প্রশ্ন—চল্লিশ জনের নাম বল—

উত্তর—আমার পুত্র রূপ্‌লা, রূপলার দুই স্ত্রী রাধা এবং রুক্মিনী, আমার স্বামী জীবনদাস—মঙ্গল দাস, ইমাম বক্স, মনা

খাঁ, গণেশ আর ঐ বুড়া বামন দশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দলে ছিল। উহাকে সালগ্রাম সিংহ বলিয়া ডাকিত। আর অন্যান্য লোক—

সেসন জজ উইলসন সাহেব এই সময় আম্‌রির জবানবন্দি স্থগিত রাখিয়া আম্‌রির প্রদর্শিত মুমূর্ষাবস্থাপন্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দুই এক দিবসের মধ্যে মৃত্যু হইতে পারে; সুতরাং ইহার সাক্ষ্য অগ্রে গ্রহণ করিতে হইবে।

বৃদ্ধ একেবারে চলৎশক্তি হীন হইয়া পড়িয়াছে। সে আদালত গৃহের বাহিরে এক খানি কম্বল পাতিয়া শুইয়া ছিল। ঠগীধরা দারগা তাহাকে সন্ন্যাসির বেশে দেশ পর্য্যটন করিতে দেখিয়া ধরিয়া আনিয়াছিল। তাহার দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিবার শক্তি নাই দেখিয়া সাহেব তাহার শর্য্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

বৃদ্ধের নিকট সাহেব প্রশ্ন করিবা মাত্র বৃদ্ধ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—"সাহেব আমি ঘোর পাপী; তুমি আগে আমাকে ফাঁসি দেও। আমার ভাইএর পথ অবলম্বন না করিয়া আমার এই দশা হইয়াছে।"

সাহেব বৃদ্ধকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন—"দিল্লীর হত্যার সময় তুমি উপস্থিত ছিলে কি না, এবং অপর কে কে উপস্থিত ছিল তাহাই তোমার বলিতে হইবে।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"সাহেব অগ্রে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিলে আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব না—তুমি আমার কি করিবে। ফাঁসি দিবে? আমি তাহাই চাই।"

সাহেব দেখিলেন যে ভয়ানক বিপদ ; অগত্যা তিনি বলিলেন "তোমার কি প্রশ্ন বল।"

বৃদ্ধ তখন একটু স্থির হইয়া বলিলেন—"সাহেব আমার প্রশ্ন এই যে, দেশের রাজা যদি এই সকল ঠগী এবং দস্যুর ন্যায় প্রজার যথা সর্ব্বস্ব হরণ করেন, প্রজার ঘরের স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করেন, তবে তাহার বিচার তুমি করিবে কি না।"

সাহেব বৃদ্ধের কথা কিছুই বুঝিতে পারেন না। কিন্তু বৃদ্ধ বারম্বারই বলিতে লাগিলে—"দেশের রাজা প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করিলে তাহার বিচার কে করিবে ?"

অনেক কথাবার্ত্তার পর সাহেব বৃদ্ধকে বলিলেন—"তোমার সকল কথা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল। তোমার কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

বৃদ্ধ তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—"সাহেব আমার চৌদ্দ পুরুষে কেহ চুরি ডাকাতি করে নাই। আমি নিতান্ত পাপী তাই দস্যুর দলে প্রবেশ করিয়াছিলাম। সাহেব সকল কথা বলিতে আমার বুক ফেটে যায়—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বৃদ্ধ আবার আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

সাহেব অনেক সান্ত্বনা বাক্যে বৃদ্ধকে বুঝাইলে পর, বৃদ্ধ আবার বলিতে লাগিলেন—"সাহেব! আমার নাম পণ্ডিত বলদেব প্রসাদ। আমার জ্যেষ্ঠ ভাইএর নাম পণ্ডিত দেবীপ্রসাদ। আমরা দুই ভাই সীতাপুরের পণ্ডিত সম্ভুপ্রসাদের পুত্র। পণ্ডিত সম্ভুপ্রসাদের ন্যায় জ্যোতির্ব্বেত্তা এ দেশে কখনও জন্মে নাই। অযোধ্যার উজীর নবাব সাদাতালি নির্ব্বাসিত অবস্থায় আমার

পিতাকে তাঁহার অদৃষ্টের ফলাফল গণনা করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি গণনা করিয়া সাদাতালিকে বলিলেন—"আপনি নিশ্চয়ই অযোধ্যার সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন।" কয়েক বৎসর পরে সাদাতালি সত্য সত্যই অযোধ্যার সিংহাসনারূঢ় হইলেন। তাঁহার সিংহাসনারূঢ় হইবার পর, তিনি কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ আমার পিতাকে কিঞ্চিৎ নিষ্কর জায়গীর প্রদান করিলেন। কিন্তু সাদাতালির মৃত্যুর পর, গাজিউদ্দিন হায়দরের আমলে সীতাপুর পরগণার চাকলাদার এব্রাহিম খাঁ সেই নিষ্কর জমির সাত বৎসরের খাজনা তলব করিল। আমরা গরিব ব্রাহ্মণ! সাত বৎসরের খাজনা দিবার সাধ্য নাই। দুর্ব্বৃত্ত চাকলাদার তখন আমার স্ত্রী, ভ্রাতৃবধূ এবং আমার কন্যাদ্বয়ের উপর ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিল। উঃ! সে অত্যাচার স্মরণ হইলে আমার বুক ফাটিয়া যায়। আমার নিরপরাধা কন্যাদ্বয়! তাহারা কাহারও নিকট কোন অপরাধ করে নাই। মানুষ কি মানুষের উপর এই প্রকার অত্যাচার করিতে পারে? সাহেব তুমি এই ঠগীদিগের প্রাণদণ্ডের হুকুম দিয়াছ। ঠগীরা স্ত্রীলোকের ইজ্জত নষ্ট করে না; গলায় ফাঁসি দিয়া প্রাণ নষ্ট করে। এব্রাহিম যদি আমার কন্যাদ্বয়ের গলায় ফাঁসি দিয়া তাহাদের প্রাণ নষ্ট করিত, তাহা হইলে আমার এত কষ্ট হইত না। যাও—যাও সাহেব! সরযূ গর্ভে আমার কন্যাদ্বয়ের কঙ্কাল দেখিতে পাইবে। কেবল আমার কন্যার নহে--শত শত ব্রাহ্মণ কন্যার কঙ্কাল সরযূ গর্ভে দেখিতে পাইবে—শত শত ব্রাহ্মণের কলঙ্ক সরযূ লুকাইয়া রাখিয়াছেন।"

বৃদ্ধ এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল—একেবারে সংজ্ঞাশূন্য হইল।

উইলসন সাহেব বড় দয়ালু লোক। তিনি ভৃত্যদিগকে বৃদ্ধের মস্তকে বারি সিঞ্চন করিতে বলিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে বৃদ্ধ সংজ্ঞা লাভ করিয়া আবার বলিতে লাগিল—

"সাহেব তোমার ত সন্তান সন্ততি আছে—সন্তান স্নেহ কি তাহা তুমি বুঝিতে পার। এব্রাহিমের সেই ঘোর অত্যাচারের পর আমি সন্তান স্নেহ পরিত্যাগ করিলাম। আমি এবং আমার ভ্রাতা, কন্যাদ্বয়কে এবং আমার স্ত্রী ও ভ্রাতৃ জায়াকে বলিলাম দেশ পাপার্ণবে ডুবিয়াছে—দেশ ছারখারে গিয়াছে—যাও—সরযূ বক্ষে এখন আশ্রয় গ্রহণ কর। সরযূ তোমাদের জীবনের কলঙ্ক ধৌত করিবেন। সরযূ তোমাদের লোক লজ্জা নিবারণ করিবেন। তখন চারিটী স্ত্রীলোক নদীবক্ষে ঝাঁপ দিয়া ম্লেচ্ছের সংস্পর্শ স্বরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। আমরা দুই ভাই পরিবারদিগকে নিরাপদ রাজ্যে প্রেরণ করিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিব বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইলাম। আমার জ্যেষ্ঠ ভাই ধার্ম্মিক, তিনি সাধুসঙ্গ লাভ করিবার জন্য হিমাচলে প্রস্থান করিলেন। আমাকেও তাঁহার সঙ্গে যাইতে বলিলেন। কিন্তু আমার কি দুর্ব্বুদ্ধি হইল। এব্রাহিমের প্রাণ সংহার করিবার বাসনা আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। এই বাসনা আমি কিছুতেই পরিহার করিতে পারিলাম না। সুতরাং প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া আমি এই ঠগীদিগের দলভুক্ত হইলাম। মনে করিলাম এই ঠগীদিগের সাহায্যে এব্রাহিমের প্রাণবিনাশ করিব। কিন্তু প্রতিহিংসা এবং দুর্ম্মতি মানুষকে কেবল দুঃখ কষ্টের দিকেই পরিচালন করে। এই ঠগীদিগের দলভুক্ত হইবার মাসাধিক পরে ইহারা দিল্লীর নিকটবর্ত্তী নদী তীরে একজন স্ত্রীলোক এবং দুইটী পুরু-

ষের প্রাণবধ করিল। স্ত্রীলোক এবং একটী পুরুষের মৃতদেহ নদীর গর্ভে নিক্ষেপ করিল। দ্বিতীয় পুরুষটীর মৃতদেহ নদীর পারে পড়িয়া রহিল। প্রভাতে সেই মৃতদেহ দেখিবামাত্র আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। মৃতদেহ দেখিয়াই আমি চিনিতে পারিলাম আমার পিসতাত ভ্রাতা,পণ্ডিত শান্ত প্রসাদের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে। পণ্ডিত শান্ত প্রসাদ লাহোরে বাস করিতেন। কি জন্য তিনি দিল্লীতে আসিয়াছিলেন জানি না। এই দস্যুগণ তিন জনকে হত্যা করিয়া তাহাদের সঙ্গের একটী মেয়েকে হস্তগত করিল। সে মেয়েটী দেখিয়াই আমি মনে করিলাম যে এটী শান্ত প্রসাদের কন্যা হইবে। তখন আমি নিতান্ত চিন্তাকূল হইয়া পড়িলাম। ভাবিতে লাগিলাম যে মেয়েটীর সম্বন্ধে কি করিব। এই দস্যুগণ আমার মনের কথা জানিতে পারিলে হয় ত আমাকেও এখন বিনাশ করিবে। আমি এই প্রকার ভাবিতেছি, এই সময় একজন ইংরেজ এই ঠগীদল ধৃত করিবার জন্য আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। হাজিরা আমৃরি জমাদারিণীকে সাহেবের লোকেরা ধৃত করিল। মেয়েটীকে সাহেব কাণপুরে লইয়া গেল। পরে শুনিয়াছি সেই মেয়েটীকে জয়পাল সিংহ নামে একজন বস্ত্রবিক্রেতা আপন কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিয়া একটী ব্রাহ্মণ পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছে। ইহার পর আমি ঠগীদল পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিতেছি। এব্রাহিমের প্রাণ বিনাশের বাসনা আমার হৃদয় হইতে আর দূর করিতে পারিলাম না। সম্প্রতি শুনিলাম যে সীতাপুরের রাণী নারায়ণ কুমারী তরবারির আঘাতে এব্রাহিমের শিরশ্ছেদন

করিয়াছেন। এই সংবাদ সত্য কিনা তাহা জানিবার জন্য সীতাপুরে চলিয়াছিলাম। দারগা আমাকে সন্ন্যাসীর বেশে সীতাপুর যাইতে দেখিয়া ধৃত করিল। ডাকাইত বলিয়া আমাকে সন্দেহ করিয়া ধরিয়া আনিয়াছে। সাহেব আমি ডাকাইত নহি—আমাকে—"

বৃদ্ধ এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তৎপর তিন চারি ঘণ্টার মধ্যেই সংসার যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি সেই অমৃতময়ের অমৃতক্রোড় প্রাপ্ত হইলেন।

বৃদ্ধ যখন এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তখন গেরুয়াবসন পরিহিত অত্যন্ত রূপবান একটী যুবা পুরুষ বিশেষ আগ্রহ সহকারে তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন। এই যুবককে সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া দারগা ইহাকে ধৃত করিয়াছিলেন। ধৃত হইবার পর যুবক মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হয়েন। মাজিষ্ট্রেটের বিচারে ইহার কোন দোষ প্রমাণ হইল না। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট ইহাকে ছাড়িলেন না। ইহাকে সাক্ষীর শ্রেণীভুক্ত করিয়া সেসন কোর্টে পাঠাইয়াছেন। যুবক বৃদ্ধের মৃত্যুর পর সেসন জজের নিকট করযোড়ে বলিতে লাগিলেন—"হুজুর দিল্লীতে আমার পিতা পণ্ডিত শান্তপ্রসাদকে এবং আমাদের একজন পরিচারিকাকে এই দস্যুগণ হত্যা করিয়াছিল। দস্যুগণের আঘাতে আমি অচৈতন্য হইয়া পড়িলে আমার মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া ইহারা আমাকে নদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিল। কিন্তু নদীতে অধিক জল ছিল না। আমার শরীর

শুষ্ক বালুকার উপর পড়িল। প্রাতে আমি সংজ্ঞা লাভ করিলে একজন সিপাহী আমাকে নদী হইতে উঠাইয়া সীতাপুরে প্রেরণ করিল। সম্প্রতি আমি গেরুয়াবসন পরিধান পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর বেশে দেশ পর্য্যটন করিতেছিলাম। দারগা অনর্থক আমাকে ধৃত করিয়া এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি এই ঠগীদিগের মধ্যে কাহাকেও চিনি না।”

যুবকের কথা শুনিয়া সেসন জজ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার আর সাক্ষী দিতে হইল না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিপদের উপর বিপদ।

যদি দুঃখমিদং প্রাপ্তং কাকুৎস্থ! ন সহিষ্যসে।
প্রাকৃতশ্চাল্পসত্ত্বশ্চ ইতরঃ কঃ সহিষ্যতি॥
আশ্বসিহি নরশ্রেষ্ঠ! প্রাণিনঃ কস্য নাপদঃ।
সংস্পৃশংত্যগ্নিবদ্রাজন্! ক্ষণেন ব্যপয়ান্তি চ॥

আরণ্যকাণ্ডম্—রামায়ণম্।

পূর্ব্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর গেরুয়া বসন পরিহিত যুবক বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া কাণপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই যুবকের নাম পণ্ডিত অযোধ্যানাথ। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই আমরা ইহার পরিচয় প্রদান করিতেছি। অযোধ্যার অন্তর্গত সীতাপুর অঞ্চলে অনেক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের বাসস্থান ছিল। সেই

সকল ব্রাহ্মণ বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রাধ্যয়নে জীবনাতিপাত করিতেন। কিন্তু অযোধ্যার অরাজকতা নিবন্ধন বর্ত্তমান সময়ে সেই সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কি তাঁহাদের বাসস্থানের চিহ্নও নাই। বিগত সিপাহীবিদ্রোহের পর অযোধ্যায় এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, কিম্বা প্রাচীন অভিজাত বংশোদ্ভব, অথবা প্রাচীন ভদ্রকুলোদ্ভব লোক একেবারেই দেখা যায় না। রোহিলা যুদ্ধোপলক্ষে ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজসৈন্যের অযোধ্যা প্রবেশের পর, অযোধ্যার প্রাচীন সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভব লোকের সংখ্যা ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পরিবার একেবারে উৎসন্ন হইল; এবং তাঁহাদের পরিবর্ত্তে দোকানদার শ্রেণীর লোকের মধ্য হইতে দুই একটী নূতন অভিজাত বংশ অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইল। অযোধ্যায় এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনেকানেক শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন শুনিয়া পাঠকগণ হয় ত হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই মনে করেন যে, অযোধ্যা এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল শুদ্ধ কেবল কুলি এবং বাণিজ্যব্যবসায়ীদিগের আবাস স্থান। কিন্তু মুসলমানদিগের রাজত্বকালেও এই প্রদেশের শাস্ত্রানুশীলন একেবারে লোপ হয় নাই।

এই উপন্যাসের উল্লিখিত ঘটনার প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত জ্বোলা প্রসাদ এবং পণ্ডিত শান্ত প্রসাদ নামে দুই ভাই সীতাপুরে বাস করিতেন। জ্বোলা প্রসাদ রাজা দিগ্বিজয় সিংহের বাড়ীর পণ্ডিত ছিলেন। শান্তপ্রসাদ তাঁহার মাতুল পণ্ডিত শম্ভুপ্রসাদের নিকট জ্যোতিষ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া সপরিবারে লাহোরে চলিয়া গেলেন। জ্যোতির্ব্বেত্তা স্বরূপ লাহোরে

তিনি বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। প্রায় পনর কি ষোল বৎসর পূর্ব্বে শান্তপ্রসাদের স্ত্রী এক বৎসর বয়স্কা একটী কন্যা এবং ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক একটী পুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করিলেন। শান্তপ্রসাদের স্ত্রী বিয়োগের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত জ্বোলাপ্রসাদ শান্তপ্রসাদের পুত্র এবং কন্যাকে সীতাপুরে পাঠাইতে তাঁহাকে বারম্বার অনুরোধ করিলেন। জ্যেষ্ঠ ভাইএর অনুরোধে শান্তপ্রসাদ তাঁহার স্ত্রী বিয়োগের তিন বৎসর পরে আপন পুত্র কন্যা এবং একটী বৃদ্ধা পরিচারিকা সহ সীতাপুরে যাত্রা করিলেন। শান্তপ্রসাদের পুত্রের নাম পণ্ডিত অযোধ্যানাথ এবং কন্যাটীর নাম কৈলাশেশ্বরী। এই সময় অযোধ্যানাথের বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। সীতাপুরে যাইবার সময় পথে দিল্লীর নিকটবর্ত্তী নদী পার্শ্বে শান্তপ্রসাদ পুত্র কন্যা এবং পরিচারিকা সহ দস্যুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। দস্যুদিগের আঘাতে শান্তপ্রসাদ এবং তাঁহার বৃদ্ধা পরিচারিকার মৃত্যু হইল; অযোধ্যানাথ অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। দস্যুরা তিন জনকেই হত্যা করিয়াছে মনে করিয়া তাঁহাদের মৃতদেহ নদীতে নিক্ষেপ করিল। পরিচারিকার মৃতদেহ একেবারে নদী মধ্যে নিমগ্ন হইল। শান্তপ্রসাদের মৃত শরীর তীরে পড়িয়া রহিল। অযোধ্যানাথের পদদ্বয় জলে এবং মস্তক বালুচরের উপর পড়িল। দস্যুরা শান্তপ্রসাদের চারি বৎসর বয়স্কা কন্যাটীকে লইয়া রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই পলায়ন করিল।

প্রাতে অযোধ্যানাথ সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখেন যে তাঁহার পিতার মৃতদেহ তাঁহার পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি সেই

মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বেলা প্রহরেক হইলে পর একজন সিপাহী তাঁহাকে এইরূপ দুরবস্থাপন্ন দেখিয়া আপন বাড়ীতে লইয়া গেল। তাঁহার পিতার মৃতদেহ দারগা কর্ত্তৃক থানায় নীত হইল।

তৎপর প্রাগুক্ত সিপাহী অযোধ্যানাথকে সীতাপুরে পাঠাইলেন। তিনি সীতাপুরে পৌছিয়া আপন জ্যেষ্ঠতাত জ্বোলা প্রসাদের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে জ্বোলাপ্রসাদ এবং তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইল। অযোধ্যানাথ এখন একেবারে আশ্রয় হীন হইয়া পড়িলেন।

পণ্ডিত জ্বোলা প্রসাদের মৃত্যুর পূর্ব্বে অযোধ্যানাথ তাঁহার নিকট বেদ, স্মৃতি, ন্যায়, দর্শন ইত্যাদি নানা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন। অযোধ্যানাথ শাস্ত্রজ্ঞ, সচ্চরিত্র এবং রূপবান। জ্বোলা প্রসাদের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে সীতাপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার গঙ্গাপ্রসাদ শাস্ত্রীর তৃতীয়া কন্যা মানকুমারীর সঙ্গে অযোধ্যানাথের বিবাহ হইল। পিতৃমাতৃহীন অযোধ্যানাথ বিবাহের পর শ্বশুরের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

পিতৃ বিয়োগের পর অযোধ্যানাথ সর্ব্বদাই মনোদুঃখে কালযাপন করিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী কৈলাশেশ্বরীর বিষয় তিনি সর্ব্বদাই ভাবিতেন। দস্যুগণ কৈলাশেশ্বরীকে হত্যা করিল, না চুরি করিয়া লইয়া গেল তাহা নিশ্চয় অবধারণ করিবার সাধ্য নাই। সুতরাং ঈদৃশ অনিশ্চিতাবস্থা তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদাই দুর্ব্বিসহ শোকানল প্রজ্জলিত করিয়া রাখিল। কিন্তু তাঁহার বিবাহের পর মানকুমারীর সদাচরণ, স্বামীভক্তি এবং অকপট প্রেম; গঙ্গাপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং তাঁহার অপর কন্যা

দ্বয়ের সস্নেহ ব্যবহার; কাশীনাথের ত্যাগ স্বীকার এবং নিঃস্বার্থ বন্ধুতা, মৃতপ্রায় অযোধ্যানাথকে পুনর্জীবিত করিল। তাঁহার শোকদগ্ধ হৃদয় স্নেহবারিস্পর্শে সুশীতল হইল।

কিন্তু অযোধ্যানাথের সে সুখ চিরস্থায়ী হইল না। তাঁহার বিবাহের সাত আট বৎসর পরে এক দিন রাত্রে দস্যুর বেশে প্রায় পঞ্চাশ জন লোক গঙ্গাপ্রসাদের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক গঙ্গাপ্রসাদ, কাশীনাথ, অযোধ্যানাথ এবং বাড়ীর ভৃত্যগণকে বন্ধন করিল। তৎপরে মানকুমারীর হস্ত পদ বন্ধন করিয়া তাঁহাকে লইয়া চলিয়া গেল। রাত্রি প্রভাত হইলে পর গ্রামের লোকেরা গঙ্গাপ্রসাদের বাড়ী আসিয়া সকলের বন্ধন খুলিয়া দিলেন। কিন্তু মানকুমারীর জন্য তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন; গঙ্গা-প্রসাদ কন্যার শোকে একেবারে সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িলেন। কাশী-নাথ এবং অযোধ্যানাথ কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক, গঙ্গাপ্রসাদকে রাণী নরায়ণকুমারীর বাড়ীতে রাখিয়া মানকুমারীর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। ছয় মাস পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানের দস্যু-নিবাসে তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু মানকুমারীকে কে কোথায় লইয়া গিয়াছে তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। অনেক অনুসন্ধানের পর রাজা দর্শনসিংহের একজন পদচ্যুত ভৃত্যের মুখে শুনিলেন যে, মানকুমারীকে দর্শনসিংহের লোকেরা লইয়া গিয়াছে। দর্শনসিংহ তাঁহাকে নৃত্য গীত শিখিবার জন্য পঞ্জাবে পাঠাইবেন। নৃত্য গীত শিক্ষার পর পঞ্জাব হইতে আনিয়া নবাব অন্দরে প্রেরণ করিবেন।

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়াই কাশীনাথ এবং অযোধ্যানাথ লাহোরে যাত্রা করিলেন। লাহোর, মূলতান প্রভৃতি অনেকানেক

নগরে মানকুমারীর অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু কোথাও তাঁহার তত্ত্ব খবর পাইলেন না।

কাশীনাথ এখন একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। ভগ্নীর শোকে তিনি ক্রমে ক্রমে ক্ষিপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। পঞ্জাব হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে তিনি অযোধ্যানাথকে বলিলেন—"ভাই! আমার মনে হয় দর্শনসিংহের লোকেরা পঞ্জাব হইতে মানকুমারীকে লক্ষ্ণৌ লইয়া গিয়াছে। পাপাত্মা দর্শনসিংহ হয় ত এখন তাঁহাকে নবাব অন্দরে প্রেরণ করিয়াছে। মানকুমারীর মৃত্যুশোক আমি অনায়াসে সহ্য করিতে পারি। কিন্তু আমার ভগ্নী যবনগৃহবাসিনী, ইহা ভাবিলেও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমার আর প্রাণধারণ করিবার ইচ্ছা নাই। আমি আত্মহত্যা করিব।"

অযোধ্যানাথ কাশীনাথকে বিবিধ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"ভাই! এখন কি তোমার আত্মহত্যা করিবার সময়? এ সংসারে বিপদ কাহার না ঘটিয়া থাকে—প্রাণি মাত্রেরই বিপদ রহিয়াছে। তুমি আত্মহত্যা করিলে তোমার বৃদ্ধ পিতার কি দশা হইবে? তিনি মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছেন। পুত্র শোকে নিশ্চয়ই তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। তুমি ধৈর্য্যাবলম্বন কর।"

অযোধ্যানাথের বাক্যাবসানে কাশীনাথ বলিলেন—"আমি আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারি না। প্রায় দেড় বৎসর হইল মানকুমারীকে লইয়া গিয়াছে। মানকুমারী আত্মহত্যা করিয়া না থাকিলে নিশ্চয়ই যবন গৃহে প্রেরিত হইয়াছেন। কিন্তু এই দারুণ সংবাদ আমার কাণে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিব।"

প্রত্যুত্তরে অযোধ্যানাথ বলিলেন—"আত্মহত্যা মহাপাপ! সংসারে যতপ্রকার পাপ আছে তন্মধ্যে আত্মহত্যা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ। বিশেষতঃ তুমি এখন আত্মহত্যা করিলে তোমাকে পিতৃহত্যার পাপও স্পর্শ করিবে। তুমি ঈদৃশ ভয়ানক চিন্তা অন্তর হইতে দূর কর।"

আত্মহত্যা করিলে পিতৃহত্যার পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিবে, এই কথা শুনিয়া কাশীনাথ কিছুকাল নির্ব্বাক্ হইলেন। পিতার কষ্ট হইবে মনে করিয়া বোধ হয় কিছু কাল আবার হিতাহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অত্যল্পকাল পরে তাঁহার ক্ষিপ্তাবস্থা পুনরুত্থিত হইল। তিনি বলিলেন—"এ সংসারে পাপ পুণ্যের বিচার করে কে?"

অযোধ্যানাথ বলিলেন—"পরমেশ্বর।"

কাশীনাথ বলিলেন—"তবে আমি আত্মহত্যা করিয়া সেই ঈশ্বরের নিকট যাইব—তিনি কি নিদ্রিত আছেন?—এ ভীষণ অত্যাচার তিনি দেখেন না—অযোধ্যার শত শত নিরপরাধা কুল কামিনীর আর্ত্তনাদ এবং চীৎকার তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করেনা? আমি নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিয়া তাঁহার নিকট যাইব—আমার নালীশ তাঁহারই কাছে।"

অযোধ্যানাথ নানা শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়া কাশীনাথকে বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"আমরা সকলে স্বীয় স্বীয় পাপের ফল ভোগ করিতেছি—বৃথা পরমেশ্বরের দোষারোপ করিলে কি হইবে।"

কিন্তু কাশীনাথ বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত হৃদয়-বান পুরুষ। তিনি সর্ব্বদাই হৃদয়াবেগ এবং হৃদয়োচ্ছ্বাস দ্বারা

পরিচালিত হইতেন। সুতরাং সময়ে সময়ে বিষয়বিশেষের হিতাহিত অবধারণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পড়িতেন। তিনি অযোধ্যানাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এখন কি করিবে?"

অযোধ্যানাথ বলিলেন—"মানকুমারী আমার প্রাণপ্রতিমা, আমার জীবনসর্ব্বস্ব—যত দিন এ দেহে জীবন থাকিবে তাঁহার অনুসন্ধান করিব—যখন নিশ্চয় জানিতে পারিব যে তিনি আত্ম-হত্যা করিয়াছেন, তখন এসংসার পরিত্যাগ করিব। অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ঈশ্বর চিন্তায় জীবনাতিপাত করিব।"

এই প্রকার কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে তাঁহারা দুইজন গঙ্গার পার্শ্বস্থিত রাস্তাদিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতেছিলেন। ক্রমে নদী তীরে আসিলেন। এই স্থানে নদীকূল জল স্রোত হইতে প্রায় বিশহস্ত পরিমান উচ্চ। এইস্থান হইতে নদীতে পড়িলে আর কাহারও তীরে উঠিবার সুবিধা নাই। এইস্থানে পৌঁছিবামাত্র কাশীনাথের ক্ষিপ্তাবস্থা আবার সমুপস্থিত হইল। আত্মহত্যার প্রবল বাসনা তাঁহার মনে উদয় হইল।—"অযোধ্যানাথ আমি জন্মের মতন বিদায় হইলাম"—এই বলিয়াই তিনি ঝাঁপ দিয়া নদীতে আত্মসমর্পণ করিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার শরীর অদৃশ্য হইল।

নদীকূল হইতে জলস্রোতের নিকট যাইবার পথ নাই। অযোধ্যানাথ কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারেন না। তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। জনশূন্য নদীকূল! নিকটে লোকজনের সাড়া শব্দ নাই। তিনি স্তব্ধ হইয়া নদী-কূলে বসিয়া রহিলেন। মনে করিলেন যে কাশীনাথের শরীর ভাসিয়া উঠিবে। কিন্তু এক প্রহরের মধ্যেও তাঁহার শরীর

জাগিয়া উঠিল না। প্রহরেক পরে অবধারণ করিলেন যে নিশ্চয়ই কাশীনাথের মৃত্যু হইয়াছে।

অযোধ্যানাথের বিপদের উপর বিপদ! কাশীনাথের শোক তাঁহার হৃদয় শেলবিদ্ধ করিল। কাশীনাথের ত্যাগ স্বীকার এবং বৈরাগ্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাল্যাবস্থা হইতেই তিনি শোক ও দুঃখে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে শিক্ষা করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মশীল এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ। বৃদ্ধ শ্বশুরকে এখন কিরূপে সান্ত্বনা করিবেন—কি প্রকারে শ্বশুরের অন্য দুইটী বিধবা কন্যাকে রক্ষা করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে মনে স্থির করিলেন যে এখন সীতাপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সেখানে নারায়ণ কুমারীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পরে মানকুমারীর অনুসন্ধানার্থ লক্ষ্ণৌ গমন করিবেন।

কাশীনাথের আত্মহত্যার সাতদিন পরে অযোধ্যানাথ সীতাপুরে পৌঁছিয়া নারায়ণ কুমারী এবং চাঁদকুমারীর নিকট সকল বিষয় বলিলেন। কাশীনাথের আত্মহত্যার কথা শুনিয়া চাঁদকুমারী শোকে অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। কিন্তু নারায়ণ কুমারী বিশেষ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ভগ্নীকে সান্ত্বনা করিলেন। গঙ্গাপ্রসাদের নিকট কাশীনাথের আত্মহত্যার বিষয় কিছুই প্রকাশ করিলেন না।

নারায়ণ কুমারীর সঙ্গে বিবিধ পরামর্শ করিয়া অযোধ্যানাথ মানকুমারীর অনুসন্ধানার্থ লক্ষ্ণৌ যাত্রা করিলেন। তিন চারি দিনের মধ্যেই তিনি লক্ষ্ণৌ পৌঁছিলেন। লক্ষ্ণৌনগরে তিনি

কখনও সন্ন্যাসীর বেশে, কখনও জ্যোতির্ব্বিদের বেশে, কখনও বা বাণিজ্য ব্যবসায়ীর বেশে মানকুমারীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি লক্ষ্ণৌ আসিবার সময় সীতাপুর হইতে যথেষ্ট অর্থ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন। বাদসাহের গৃহের খোজাদিগকে অর্থ প্রদান করিতে লাগিলেন। খোরসেদ আলি নামে একজন খোজার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইল। একদিন তিনি খোরসেদ আলির হস্তে পঞ্চাশটী টাকা দিয়া বলিলেন—"ভাই নবাবের খোর্দ্দমহলে যে একটী খর্ব্বাকৃতি নূতন বাই আসিয়াছে তাহাকে কি নবাব নিকা করিয়াছেন?"

খোরসেদ আলি বলিল—"কুদ্সা বেগমের মৃত্যুর কয়েক দিন পরেই নবাব তাঁহাকে নিকা করিয়াছেন।"

"কুদ্সা বেগম কে?"

খোজা বিশেষ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল—"তোমার বাড়ী কোথায়? কুদ্সা বেগমের নাম শোন নাই?"

"না—আমি কুদ্সা বেগমের নাম শুনি নাই।"

খোজা তখন বলিতে লাগিল—"মুল্কে জামানিয়া প্রথমে দিল্লীর বাদসাহের কন্যাকে বিবাহ করেন। তিনিই পাদ্সা বেগম। তারপর কুদ্সা বেগমকে নিকা করেন। মুল্কে জামানিয়া কুদ্সা বেগমকেই খুব ভাল বাসিতেন। কুদ্সা বেগমের অন্দরেই সর্ব্বদা থাকিতেন। বড় মানুষ! কয়েক দিন পরে আবার আর একটাকে নিকা করিলেন। তাঁহার নাম নুর-মহল। তৎপর নবাব আমির উদ্দৌলার ভগ্নীকে নিকা করিলেন। তিনিই তাজমহল বেগম। তাজমহল বেগম পূর্ব্বে বাই ছিলেন। কিন্তু নুরমহল, তাজমহল কেহই বাদসাহকে বশ

করিতে পারেন নাই। নিকার দশ পনর দিন পরে, আবার বাদসাহ, কুদ্‌সা বেগমের অন্দরেই যাইতেন। তিন মাস হইল কুদ্‌সা বেগম মরিয়াছেন। কুদ্‌সা বেগমের জন্য নবাবের মনে বড় দুঃখ হইল; তাহাতেই তাঁহার মরণের দুই মাস পরে খোর্দ্দমহলের সেই নূতন ছুড়ীকে নিকা করিয়াছেন।"

অযোধ্যানাথ বলিলেন—"সে নূতন ছুড়ী কি হিন্দুর মেয়ে?"

"হিন্দু কি মুসলমান কে জানে?"

"সে নূতন ছুড়ীকে কোন দেশ হইতে আনিয়াছে?"

"রাজা দর্শন সিংহ আনিয়াছে। কোন দেশ হইতে আনিয়াছে কে জানে?"

খোজার কথা শুনিয়া অযোধ্যানাথ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে এই নব বেগম মানকুমারী নহেন। মানকুমারী পরমা সাধ্বী। তিনি কথনও ধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নবাবের বেগম হয়েন নাই।

অযোধ্যানাথের এখন দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, মানকুমারী নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিয়াছেন। সুতরাং অবিলম্বে তিনি লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন অগ্রে সীতাপুর যাইবেন; সীতাপুর হইতে নারায়ণকুমারী, চাঁদকুমারী এবং বৃদ্ধ শ্বশুরকে সঙ্গে করিয়া পরে কাশীতে প্রস্থান করিবেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে মানকুমারীর অনুসন্ধানার্থ মানুষ যতদূর চেষ্টা করিতে পারে, তাহা তিনি করিয়াছেন; সুতরাং এখন দৈববল ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি সীতাপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সীতাপুর পৌছিবার পূর্ব্বেই পথে

শুনিলেন যে, রাণী নারায়ণকুমারী সীতাপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নেপালে পলায়ন করিয়াছেন। এই আবার এক নূতন বিপদ! আবার ভাবিতে লাগিলেন এখন কি করিব? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে করিলেন সকল বিষয়েই দৈববলের উপর নির্ভর করিবেন। তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছে। এখন দৈববল একমাত্র ভরসা। তিনি সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদে একাকী কাশীধামে চলিলেন। পথে ঠগীধৃতকারী দারগা তাঁহাকে তরুণ বয়সে সন্ন্যাসীর বেশে দেশ পর্য্যটন করিতে দেখিয়া ঠগীদলের লোক বলিয়া ধৃত করিল। তিনি গোরকপুরে প্রেরিত হইলেন। গোরকপুরে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা এতদ্‌পূর্ব্ব অধ্যায়েই উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এই স্থানে তাহার আর পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

আদিত্য! লো! লোককৃতাকৃতজ্ঞ!
লোকস্থ সত্যানৃত কর্ম্ম সাক্ষিন্।
মমপ্রিয়া সা ক্ক গতা হৃতা বা
শংসস্ব মে শোক হতস্থ সর্ব্বম্॥
লোকেষু সর্ব্বেষু ন চাস্তি কিঞ্চিৎ
যত্তে ন নিত্যং বিদিতং ভবেত্তৎ।
শংসস্ব বায়ো! কুলপালিনীং তাং
মৃতা হৃতা বা পথি বর্ত্ততে বা॥

অরণ্য কাণ্ডম্—রামায়ণম্।

শ্রাবণ মাস! প্রচণ্ড সূর্য্যোত্তাপ! বেলা নয় ঘটীকার পর

পথিকগণের আর চলিবার সাধ্য নাই। আকাশে মেঘের চিহ্ন নাই। শ্রাবণ মাসের প্রখর সূর্য্য ক্ষণে ক্ষণে মেঘাবৃত হয় বলিয়াই দিবসে লোকের একটু চলিবার সুবিধা হয়; কিন্তু তিন দিন পর্য্যন্ত মেঘ বৃষ্টির চিহ্নও দেখা যায় নাই। দস্যুর ভয়ে রাত্রিকালে কেহ গমনাগমন করেন না। চতুর্দ্দিগেই তস্কর এবং দস্যুর অত্যাচার। কিন্তু রাজপুরুষদিগের দস্যুতা নিবারণ-চেষ্টা দস্যুর অত্যাচার অপেক্ষা গুরুতর অত্যাচার প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। দস্যু নিবারণার্থ অনেকানেক দারগা নিযুক্ত হইয়াছেন। রাত্রিকালে রাস্তা ঘাটে লোক চলিতে দেখিলেই তাঁহারা তাহাদিগকে ধৃত করেন; দস্যু বলিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করেন। কেহ বা বিনা অপরাধে দণ্ডিত হয়েন। কেহ বা দুই তিন মাস কারাবাসের পর বিচারে নিরপরাধী সাব্যস্থ হইয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন।

কাণপুর নগর হইতে অনতিদূরে রাস্তার পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড অশোক বৃক্ষের ছায়ায় একটী পথিক বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। পথিক একটী তরুণবয়স্ক যুবক। পরিধান গেরুয়া বসন —অতিশয় রূপবান—তাঁহার মুখমণ্ডল বিমর্ষের ছায়ায় সমাবৃত। কিন্তু সে মুখ হইতে দয়া এবং স্নেহের ভাব বিকীর্ণ হইতেছে।

বারিপূর্ণ কলসী কক্ষে রমণীগণ গঙ্গাস্নান করিয়া সিক্ত বস্ত্রে এই অশোক বৃক্ষের পার্শ্বস্থিত রাস্তা দিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়াছেন। এই নবীন সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িল। তাঁহাদের একজন অপরকে বলিতেছেন—"কি সুন্দর যুবক! এত অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হইয়াছে!" দ্বিতীয়া বলিলেন—"বোধ হয় ইহার মা বাপ কেউ নাই।" তৃতীয়া বলিলেন।—"বাপ্ থাকিতে পারে কিন্তু নিশ্চয়ই

উহার মা নাই।" চতুর্থা বলিলেন—"বোধ হয় উহার মা মরিলে পর বাপ আবার বিবাহ করিয়াছে—" পঞ্চমা বলিলেন—"বোধ হয় বাদসাহের লোকেরা উহাদের বাড়ী ঘর লুট করিয়াছে, অযোধ্যা হইতে কত কত লোক বাড়ী ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইতেছে।"

এই প্রকারে রমণীগণ এই যুবকের সম্বন্ধে কথা বলিতে বলিতে আপন আপন গৃহে প্রত্যোবর্ত্তন করিতেছেন।

পথিক অল্পক্ষণ হইল এই বৃক্ষতলে পৌঁছিয়াছেন। তিনি মনে মনে ভাবিতেছেন অপরাহ্ণে রৌদ্রের উত্তাপ হ্রাস হইলে নগর মধ্যে প্রবেশ করিবেন। অশোক বৃক্ষের সুশীতল ছায়া স্পর্শে পথিকের পথশ্রান্তি ক্রমে দূর হইল। তিনি অনন্যমনে চিন্তা করিতেছেন এবং মনে মনে বলিতেছেন—"মনুষ্যের চেষ্টা, যত্ন এবং পরিশ্রমে কিছুই হয়না। দৈববল ভিন্ন এ দুস্তর ভব সাগর পার হইবার আর উপায় নাই। দৈববলে অসম্ভব সম্ভব-পর হয়—দুষ্কর সুকর হয় এবং অসাধ্য সহজসাধ্য হয়। বিগত দ্বাদশ বৎসর কৈলাশেশ্বরীর শোকে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে ছিল। এজন্মে আর তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার আশা ছিলনা। কিন্তু ভগবানের কি অচিন্তনীয় কৌশল! কি অপরূপ মহিমা! কৈলাশেশ্বরী এখনও জীবিত আছেন। তিনি দয়ালু লোকের হস্তে পড়িয়াছিলেন।—হয় ত অদ্যই তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। হে পরমেশ্বর! তোমার ইচ্ছায় সকলই হইতে পারে। দৈববল আর কিছুই নহে—তোমারই কৌশল। আমার প্রাণেশ্বরী দৈব-বলে সাধুর আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে এক দিন না এক দিন নিশ্চয়ই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব। নাজানি তিনি আমার অদর্শনে, বন্ধুবান্ধবের বিচ্ছেদে কতই কষ্টানুভব করিতেছেন।"

যুবক এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে সূর্য্যের দিকে দৃষ্টি-পাত করিয়া বলিতেছেন—"হে সর্ব্বসাক্ষী দিবাকর! তুমি সমগ্র পৃথিবীর কার্য্যকলাপ দেখিতেছ। একবার বল কোথায় আমার প্রাণ প্রতিমা রহিয়াছেন। হে বায়ো! তুমিও সর্ব্বত্র বিচরণ করি-তেছ—তোমার অপরিজ্ঞাত কিছুই নাই—বল কোন দেশে গমন করিলে প্রিয়ার সন্দর্শন লাভ করিব।" আবার সেই প্রকাণ্ড অশোক বৃক্ষকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতেছেন—"অশোক! তুমি পথিকের পথশ্রান্তি দূর করিতেছে। জগতের শোক দূর করিয়া অশোক নামে অভিহিত হইয়াছে। তুমি আমার হৃদয়ের দুঃখ যন্ত্রণা দূর কর।"

যুবক গোরকপুর হইতে রওনা হইবার পর আজ পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে যৎসামান্য ফল মূল ভিন্ন আর কিছুই আহার করেন নাই। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। এখন এই বৃক্ষতলে আহার করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। আহারান্তে অপরাহ্নে কাণপুর নগরের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বস্ত্র বিক্রেতাদিগের দোকানের নিকট চলিলেন। পাঠকগণ এই যুব-কের পরিচয় পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছেন—ইনি পণ্ডিত অযোধ্যানাথ।

কাণপুরে অনেকানেক বস্ত্র বিক্রেতার দোকান রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে মেঘ্‌রাজ সিংহ, লেক্‌রাজ পাঁড়ে, দির্গজ সুকুল, বদ্রীলাল তেওয়ারি, হনুমানপ্রসাদ লালা, দুর্জ্জনসিংহ এবং মান্না-লাল পাণ্ডা প্রভৃতি কয়েকজন প্রধান প্রধান দোকানদার।

অযোধ্যানাথ লেক্‌রাজ পাঁড়ের দোকানের নিকট অনেক লোক দেখিয়া তাহাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই জয়পাল সিংহের দোকান কোথায় বলিতে পার?"

প্রত্যুত্তরে সে লোকটী বলিল—"জয়পালসিংহ কে? চিনি না।"

অপর একজন বলিল—"হাঁ পূর্ব্বে জয়পালের সিংহের কাপড়ের দোকান এখানে ছিল। অনেকদিন হইল তিনি এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন।"

অযোধ্যানাথ বলিলেন—"তিনি কোথায় গিয়াছেন বলিতে পারেন?"

"না—কোথায় গিয়াছেন জানি না।" এই বলিয়াই সে লোকটী আপনার কার্য্যে চলিয়া গেল।

অযোধ্যানাথ এই স্থান হইতে অনতিদূরে বদ্রীলাল তেওয়ারি দোকানের নিকট যাইয়া অন্য একজন লোকের নিকট জয়পাল সিংহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। এখানেও তিন চারি জন লোক বসিয়াছিল। ইহাদের মধ্য হইতে একজন বলিল—"জয়পাল সিংহ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন।"—দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—"পঞ্চাশ বৎসর এত হইবে না—প্রায় বিশ বৎসর.হইল সে চলিয়া গিয়াছে।" তৃতীয় ব্যক্তি বলিল—"হাঁ বিশ বৎসর—প্রায় ষাট বৎসর হইয়াছে জয়পাল সিংহ গিয়াছে।—আমার সাদী হইবার পর বৎসর গিয়াছে—"

এই তৃতীয় ব্যক্তির বয়ঃক্রম বিশ বৎসরের অধিক হইবে না। ইহার বিবাহ পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে হইয়া থাকিবে। অযোধ্যানাথ সহজেই বুঝিলেন যে ইহারা হীন বুদ্ধি লোক। ইহাদের নিকট আর প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং তিনি সম্মুখে একটী ভদ্রলোককে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়! জয়পাল সিংহের দোকান কোথায় আপনি বলিতে পারেন?

ভদ্রলোকটী বলিলেন—"জয়পাল সিংহ এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় তাঁহার মৃত্যু হইয়া থাকিবে। এই স্থান হইতে একটু দক্ষিণে গেলেই জয়পাল সিংহের বাগান দেখিতে পাইবেন। সেখানে তাঁহার লোক আছে। তাহাদের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করুন।"

অযোধ্যানাথ একটু দক্ষিণে অগ্রসর হইয়াই সম্মুখে একখানি উত্থান দেখিতে পাইলেন। উত্থানের বাহির হইতে লোকের সাড়া শব্দ না পাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। উত্থানের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ দেখিয়া ধীরে ধীরে তিনি সেই গৃহ দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলেন। গৃহ দ্বারে বাগানের একজন মালীর নিকট একটী স্ত্রীলোক বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে —"হতভাগিনী—পোড়াকপালী—বাঁদী—ও আবার রামনাম জপ করে—এত ক'রে মেয়েটীকে পেলেছি—হতভাগিনী তাহাকে বাদসাহের অন্দরে রাখিয়া আসিতে গিয়েছে।"

স্ত্রীলোকটীর এই সকল কথা অযোধ্যানাথের কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন কে আবার কাহার মেয়েকে বাদসাহের অন্দরে পাঠাইল। কিন্তু মনের ভাব গোপন পূর্ব্বক তিনি শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—"জয়পাল সিংহের এই বাগান? জয়পাল সিংহ কি এখানে আছেন?"

স্ত্রীলোকটী অধোবদনে বসিয়া কাঁদিতেছে। সে একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক বলিল—"হাঁ—জয়পাল সিংহ এখানে আছেন। জয়পাল সিংহ এখানে থাকিলে কি আর আমার সীতালক্ষ্মীকে কেহ লক্ষ্ণৌ পাঠাইতে পারিত?"

স্ত্রীলোকটীর ভাব ভঙ্গী দেখিয়া অযোধ্যানাথের আশঙ্কা ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন— "জয়পালসিংহের কি মৃত্যু হইয়াছে ?" স্ত্রীলোকটীর কথা বলিবার পূর্ব্বেই মালী বলিল—"না তিনি মরেন নাই—ব্যারাম হইয়া চলিয়া গিয়াছেন—আপনি এখানে কাকে খুজিতেছেন ?"

অযোধ্যানাথ বলিলেন—"জয়পাল সিংহের যে একটী পালিত কন্যা ছিল সে এখন কোথায় আছে ?"

স্ত্রীলোকটী এই শেষোক্ত প্রশ্ন শুনিয়াই অযোধ্যানাথের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। এ পর্য্যন্ত সে অযোধ্যানাথের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করে নাই। অযোধ্যানাথকে গেরুয়া বসন পরিহিত দেখিয়া বলিল—"মহারাজজি আপনি গুণ্‌তে জানেন ?—সে দিন এখানে এক গণক আসিয়াছিল। সে গণক বলিয়াছে আমার সীতালক্ষ্মী আমার কাছেই ফিরিয়া আসিবে। ও বাঁদী তাহাকে রাখিতে পারিবে না। গণককে আমি চার পয়সা দিয়াছি। আপনাকে আমি দুই আনা দিব"—

অযোধ্যানাথ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, হয় ত তাঁহার সকল আশা বিফল হইবে। তাঁহার ভগ্নী কৈলাশেশ্বরীকে এখান হইতে আবার কেহ লক্ষ্ণৌ নিয়া থাকিবে। কিন্তু বিপদে তিনি বিলক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি মনের ভাব গোপন পূর্ব্বক বলিলেন—"কে তোমার সীতালক্ষ্মী ? তাঁহার কি হইয়াছে।"

স্ত্রীলোকটী বলিলেন—"গোসাঞি তবে বসুন বসুন। আমি সকল কথাই আপনকার কাছে বল্‌বো একটু ভাল করিয়া

গণিয়া দেখুন ত সীতালক্ষ্মী কবে এখানে ফিরিয়া আসিবে। সে নিশ্চয়ই আমার কাছে আসিবে।”

“তোমার সীতালক্ষ্মীর কি হইয়াছে?”

“আমার সীতালক্ষ্মীকে বাদসার ঘরে দিতে লক্ষ্ণৌ লইয়া গিয়াছে?”

“কে লক্ষ্ণৌ নিয়ে গিয়েছে?”

“সেই বাঁদী—পোড়াকপালী—”

“সীতালক্ষ্মী কি তোমার কন্যা?”

“আজ্ঞে, সীতালক্ষ্মী আমার আপন মেয়ে নহে—আমার আপন মেয়ে ছিল গঙ্গা—গঙ্গার স্বামী মরিলে পর দর্শন সিংহ তাহাকে বাদসাহের অন্দরে সিপাই করিয়াছে। আমার গঙ্গাকে আর দেখ্‌তে পাব না।”

“সীতালক্ষ্মী কাহার মেয়ে?”

“সীতালক্ষ্মীর আপন মা বাপ নাই। তাঁহার মা, বাপ, ভাই সকলকে ঠগীরা খুন কল্লে পর, দর্শনসিংহের বাপ সীতালক্ষ্মীকে এখানে আনিল। আমি অনেক দিন এই ঘরে আছি। দর্শন সিংহের মার মরবার আগে এখানে আসিয়াছি। আমিই সীতালক্ষ্মীকে পেলেছি—এখন সীতালক্ষ্মী বড় হইয়াছে।”

এই স্ত্রীলোকটীর এই সকল অসংলগ্ন কথা শুনিয়া অযোধ্যানাথ বুঝিতে পারিলেন তাহার ভগ্নী কৈলাশেশ্বরীকে এই স্ত্রীলোক সীতালক্ষ্মী নামে অভিহিত করিয়াছে। সুতরাং তাঁহার সকল আশা ফুরাইল। তিনি মনে মনে বলিলেন—“হা পরমেশ্বর! আমি কৈলাশেশ্বরীর সাক্ষাৎ লাভের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু কেনই বা সেই পরিত্যক্ত আশাকে আবার

হৃদয় মধ্যে স্থান প্রদান করিলাম। এ দারুণ সংবাদ না শুনিলেই ভাল ছিল।”

এইরূপ চিন্তা করিয়া আবার স্ত্রীলোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“জয়পালসিংহের যে পালিতা কন্যা ছিল, তাঁহার নাম সীতালক্ষ্মী?”

“আজ্ঞে হাঁ—জয়পাল সিংহ তাহাকে বড় ভালবাসিত।”

“তবে জয়পালসিংহ তাহাকে লক্ষ্ণৌ নিতে দিলেন কেন?

“তিনি এখানে থাকিলে কি ঐ বাঁদী আমার সীতালক্ষ্মীকে লইয়া যাইতে পারিত?”

অযোধ্যানাথ স্ত্রীলোকটীর সকল কথা বুঝিতে পারেন না। সুতরাং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—“সে বাঁদী কে?

স্ত্রীলোকটী বলিল—“সে বাঁদীকে আপনি দেখেন নাই? বাঁদী আগে বাই ছিল। দর্শন সিংহের মা মরিলে পর, জয়পালসিংহ বাঁদীকে এখানে আনিল। জয়পালসিংহের ব্যামো হইলে পর আর বাঁদীকে দেখ্‌তে পার্‌ত না। ব্যারামের সময় সীতালক্ষ্মী তাহার কাছে বসিয়া থাকিত; আর আমি কাজ কর্ম্ম কর্‌তাম।”

অযোধ্যানাথ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—“এখন জয়পালসিংহ কোথায় আছেন।”

“দর্শনসিংহ তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ লইয়া গিয়াছে।”

অযোধ্যানাথ এখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, কোন্ দর্শনসিংহের কথা বলিতেছে। জয়পালসিংহ কি বাদসাহের সেনাপতি দর্শনসিংহের পিতা। তিনি স্ত্রীলোকটীকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি কোন্ দর্শনসিংহের কথা বলিতেছ। অযোধ্যার বাদসাহের দরবারের রাজা দর্শনসিংহ?”

স্ত্রীলোকটী কোপাবিষ্ট হইয়া বলিল—"হাঁ সেই দর্শনসিংহ—ও রাজা হইয়াছে—ওর রাজার কপালে ছাই—কেবল লোকের মেয়ে ধরে ধরে বাদসার ঘরে পাঠাইতেছে। আমার গঙ্গাকে নিয়ে সিপাই করিয়াছে। গঙ্গার জাত্ গেছে—গঙ্গা ফিরিয়া আসিলেও আর ঘরে নিতে পার্‌ব না।"

"তোমার গঙ্গাকে তুমি যাইতে দিলে কেন?"

"আমি যেতে দিয়াছি? দর্শনসিংহের লোকেরা ফুস্‌লাইয়া নিয়ে গিয়াছে। আমি জানিলে ওর মাথা খাইতাম?"

স্ত্রীলোকটী এই কথা বলিয়াই আবার বলিতে লাগিল—"ঠাকুর গোসাঞি! তোমার কাছে কি বল্‌ব কত কত মেয়ে ধরে এনেছে। কোন মুল্লুক হইতে একটী মেয়ে ধরে এনেছিল। মেয়েটী আমার সীতালক্ষীর মতন সুন্দর—সে ভাল লোকের ঘরের মেয়ে—ভাললোকের ঘরের বউ। সে কেবল মর্‌তে চায়। কয়েক দিন পর মেয়েটী পাগল হইল। কেবল বাবা, দাদা, দিদি—প্রাণের অযোধ্যানাথ এই চীৎকার করিত। ঐ বাঁদী কাছে গেলে ওকে কামড়াইতে আসিত। আমার সীতালক্ষী কাছে গেলে তাকে ভালবাসিত। সীতালক্ষীর মুখ খানি ধরিয়া বলিত এই ত আমার অযোধ্যানাথ—আমার প্রাণেশ্বর। এক বছর পরে মেয়েটীর ব্যামো হইল। একেবারে মর মর হইল। আমার সীতালক্ষী তাহার কাছে বসিয়া থাকিত। তাহার গলা শুখাইলেই মুখের মধ্যে দুধ্ ঢালিয়া দিত। তিন চার্ মাস হইল মেয়েটী একটু ভাল হইয়াছে। সে মেয়েটীকেও লক্ষ্ণৌ লইয়া গিয়াছে।"

স্ত্রীলোকটীর এই সকল কথা শুনিয়াই অযোধ্যানাথ শিহরিয়া

উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল যে হয় ত দর্শনসিংহের লোকেরা মানকুমারীকেও এই বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়াছিল। তিনি বিশেষ আগ্রহাতিশয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন দেশ হইতে সে মেয়েটীকে আনিয়াছিল?

স্ত্রীলোকটী বলিল—"কোন দেশ হইতে আনিয়াছে জানি না।"

"সে তোমাকে তাহার পিতা কি স্বামীর নাম বলে নাই?"

"না কিছুই বলে নাই—সে বলবে কখন? সে প্রথমে পাগল হইল—পরে মর মর হইয়া পড়িল। যখন একটু ভাল হইল তখন দিন রাত্ কেবল কাঁদ্‌ত চক্ষের জলে তার কাপড় ভিজিয়া যাইত।"

অযোধ্যানাথ কিছুকাল নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজা দর্শনসিংহ সে মেয়েটীকে এখানে আনিয়া রাখিলেন কেন?"

স্ত্রীলোকটী বলিল—"ঠাকুর গোসাঞি, সকল গোলমালের মূল ঐ বাঁদী। আমি ত আপনার কাছে বলিছি। বাঁদী আগে বাই ছিল। দর্শনসিংহের বাপ্ বুড়কালে ওটাকে এখানে আনিল। দর্শনসিংহ সুন্দর সুন্দর মেয়েগুলিকে আনিয়া ওকে নাচ শিখাইতে বলিত।"

"তোমার সীতালক্ষ্মীকেও নাচ্ শিখাইয়াছে?"

"আমার সীতালক্ষ্মীর নয় বছর বয়স হইলে দর্শনসিংহের বাপ তার বিয়ের কথা ঠিক করিল; সীতালক্ষ্মীর বিয়ে হইলেই আমি তার সঙ্গে চলিয়া যাইতাম। ও বাঁদীর কাছে থাকিতাম না। দর্শনসিংহের বাপের ব্যামো হইল। সীতালক্ষ্মীর আর বিয়ে হইল না। দর্শনসিংহের বাপ অজ্ঞান হইয়া চলিয়া গেলেন। দর্শনসিংহ সীতালক্ষ্মীকে নাচগান শিখাইতে বলিয়া গেল। বাঁদী

সীতালক্ষ্মীকে নাচ গান শিখাইতে লাগিল। যে মেয়েটী পাগল হইয়াছিল তাকে বাঁদী নাচগান শিখিতে বল্লেই সে বাঁদীকে কামড়াইতে যাইত।”

“তবে তোমার সীতালক্ষ্মী বাদসাহের ঘরে যাইতে সম্মতা হইয়াছেন।”

“না—না—যখন ছোট ছিল তখন ঐ বাঁদী তাকে বাদসার ঘরে যাইতে বলিত। তখন সীতালক্ষ্মী ভালমন্দ কিছুই বুঝ্‌ত না—বড় হইলে পর, আমি তাকে সকল কথা বুঝাইয়া দিয়াছি। আমার সীতালক্ষ্মী বড় ভাল মেয়ে। ঠাকুর! তুমি ত আর কারো কাছে বলিবে না। তোমার কাছে একটা কথা বলিতাম্। দর্শনসিংহকে বলিবে না?”

“না তুমি সকল কথা আমাকে বল; আমি কাহারও নিকট কিছু বলিব না। তোমার ভয় নাই। তোমার সীতালক্ষ্মীকে আমি তোমার নিকট আনিয়া দিতে চেষ্টা করিব।”

“ঠাকুর! তুমি আমার সীতালক্ষ্মীকে আনিয়া দিবে? তবে তোমাকে আমি দশটাকা দিব। তুমি উপরে চল। তোমার কাছে আমি সব কথা বল্‌বো। তুমি লক্ষ্ণৌ যাইবে? আমার গঙ্গাকেও সঙ্গে ক’রে এনো।”

স্ত্রীলোকটী এই বলিয়াই অযোধ্যানাথকে দ্বিতল গৃহে লইয়া গেল। এই স্ত্রীলোকটীর আর পরিচয় প্রদান করিবার প্রয়োজন নাই। পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন, এই স্ত্রীলোকটী পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত বুন্দিয়া।

বুন্দিয়া এবং অযোধ্যানাথ উপরে চলিয়া গেলেন। বুন্দিয়ার আপনপর জ্ঞান ছিল না। সকলকেই সে আপনার লোক

বলিয়া মনে করে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত এই উদ্যানবাসিনী বৃদ্ধা রমণী ভিন্ন, পৃথিবীতে বুন্দিয়া আর কাহাকেও শত্রু বলিয়া মনে করে না। সকলের নিকটই সে আপনার মনের কথা বলে। কিন্তু তাহার কন্যা গঙ্গার লক্ষ্ণৌ যাইবার পর, বুন্দিয়া রাজা দর্শন সিংহকেও পরম শত্রু বলিয়া মনে করে, এবং দর্শনসিংহকে বড় ভয় করে।

বুন্দিয়ার স্বামীর মৃত্যুর পর, সে কখনও কুপথগামিনী হয় নাই; আপন জামাতার গৃহে বাস করিতেছিল। তাহার জামাতার মৃত্যুর পর আপন বিধবা কন্যা সহ জয়পালের স্ত্রীর পরিচারিকার কার্য্যে নিযুক্ত হইল। প্রায় বিশবৎসর পর্য্যন্ত বুন্দিয়া এই বাড়ীতে বাস করিতেছে। রাজা দর্শনসিংহের লোকেরা বুন্দিয়ার কন্যা গঙ্গাকে তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ লইয়া গিয়াছে। বুন্দিয়ার বয়ঃক্রম অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর হইয়াছে। বুন্দিয়ার সংসার বুদ্ধি একেবারেই নাই। বুন্দিয়াকে সকলেই নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং বোকা বলিয়া জানে। কিন্তু বুন্দিয়ার হৃদয়স্থিত স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব অত্যন্ত প্রবল। মিথ্যা আচরণ এবং কপট ব্যবহারের প্রতি বুন্দিয়ার বিশেষ ঘৃণা ছিল। সেই জন্যই সময়ে সময়ে বুন্দিয়ার সঙ্গে উদ্যানবাসিনী বৃদ্ধার ঝগড়া বিবাদ হইত। বৃদ্ধা জয়পালসিংহের অর্থাপহরণের চেষ্টা করিতেন। বুন্দিয়া তাহাতে বৃদ্ধাকে বাধা দিত। অসতী রমণীদিগকে বুন্দিয়া অত্যন্ত ঘৃণা করিত; সুতরাং বৃদ্ধার সঙ্গে বুন্দিয়ার মিল হইবার সম্ভব ছিল না।

বুন্দিয়া অযোধ্যানাথকে উপরের গৃহে নিয়া তাঁহার নিকট মান্না এবং মুনার বিষয়ে অনেক কথা বলিল। সকল কথা

এখানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। অনেক কথাবার্ত্তার পর, অবশেষে বলিল যে মান্না এবং মুনা লক্ষ্ণৌ যাইবার পূর্ব্ব দিন রাত্রি একত্রে শয়ন করিয়াছিল। মুনার জন্য তাহার বড় দুঃখ হইল। মান্না এবং মুনা সেই রাত্রে কি কথাবার্ত্তা বলিতেছে তাহা শুনিবার জন্য সে মান্নার শয়ন ঘরের দ্বারে সমস্ত রাত্রি দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহাদের সকল কথাবার্ত্তা সে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু মান্না এবং মুনা আপন আপন কেশের নীচে শানিত ছুরিকা লুকাইয়া রাখিয়াছে। বাদসাহ কিম্বা অন্য কেহ তাঁহাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে, তৎক্ষণাৎ বুকের মধ্যে ছুরিকা বসাইয়া দিয়া মরিবে। মুনাকে মান্না আপন পিতা এবং স্বামীর নাম বলিয়াছে। মান্নার পিতার নাম গঙ্গারাম না গঙ্গানাথ বলিয়াছিল, তাহা তাহার স্মরণ নাই। কিন্তু তাহার স্বামীর নাম যে পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, তাহা তাঁহার স্মরণ আছে। শেষ রাত্রে মান্না মুনাকে বলিয়াছিল—"মুনা নিশ্চয়ই তুমি আমার শ্বশুরের কন্যা। তোমাকে হারাধন পাইয়াছি।"

অযোধ্যানাথ বুন্দিয়ার সমুদয় কথা শ্রবণ করিয়া এখন নিশ্চয় জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী মানকুমারীকে দর্শন সিংহ এই বাড়ীতে আনিয়া রাখিয়াছিল। আর তাঁহার ভগ্নী কৈলাশেশ্বরীই বুন্দিয়ার কথিত সীতালক্ষ্মী।

অযোধ্যানাথের এই স্থানে পৌছিবার মাত্র পাঁচ দিন পূর্ব্বে মানকুমারী এবং কৈলাশেশ্বরীকে সঙ্গে করিয়া উদ্যানবাসিনী বৃদ্ধা লক্ষ্ণৌ চলিয়া গিয়াছেন। অযোধ্যানাথ বুন্দিয়াকে সঙ্গে করিয়া লক্ষ্ণৌ যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। বুন্দিয়াও লক্ষ্ণৌ যাইতে সম্মত হইল। কিন্তু এ সংসারে মানুষ আপন ইচ্ছানু-

সারে কখনও কার্য্য করিতে পারে না। মানুষ ঘটনার স্রোতে ভাসিতেছে—চিরকালই ঘটনার স্রোতে ভাসিবে। কাণপুরে পৌঁছিবার পরদিন, অযোধ্যানাথের ভয়ানক জ্বর হইল। তিনি একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। বুন্দিয়া সর্ব্বদা তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কিন্তু দুই বৎসর পর্য্যন্ত পথ পর্য্যটন, অনাহার এবং মানসিক কষ্টে, তাঁহার শরীর একবারে বিনষ্ট করিয়াছে। প্রায় তিন মাস পর্য্যন্ত তিনি মৃতপ্রায় শয্যা-গত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। আর লক্ষ্ণৌ যাইবার সাধ্য হইল না। তিনি এই রুগ্নাবস্থায় সর্ব্বদা কেবল পরমেশ্বরের চিন্তা করিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিতেন দৈবদুর্ব্বিপাক দৈব বল হইতে বিভিন্ন নহে। দৈবদুর্ব্বিপাক তাহার স্ত্রী এবং ভগ্নীকে এক স্থানে আনিয়াছে। দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়া তিনি স্ত্রী এবং ভগ্নীর বর্ত্তমান অবস্থা জানিতে পারিয়াছেন। সুতরাং দৈব দুর্ব্বিপাকই তাহাদিগের উদ্ধারের পথ প্রস্তুত করিবে। এই প্রকারে মনকে আশ্বস্ত করিয়া ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক তিন মাস কাণপুরে জয়পালসিংহের উদ্যানে বাস করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ বুন্দিয়ার নিকট তিনি আত্ম পরিচয় প্রদান করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ব্যারাম অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে তিনি বুন্দিয়ার নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন—"বুন্দিয়া তুমি আমার ভগ্নীকে আপন কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছ। যদি আমার এই স্থানে মৃত্যু হয় এবং আমার মৃত্যুর পর আমার ভগ্নী ও স্ত্রীর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়, তবে তাঁহাদিগকে আমার সকল কথা বলিবে।"

পঞ্চদশ অধ্যায়।

অসারে কেবল অশান্তি।

Then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labour that I had laboured to do: and, behold, all was vanity and vexation of spirits, and there was no profit under the sun—

Ecclesiastes Chapter II—11.

শ্রাবণ মাস প্রায় শেষ হইয়াছে। ভাদ্র মাসের প্রারম্ভেই লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক লক্ষ্ণৌ পৌঁছিবেন। নগরে লোকারণ্যের কোলাহল ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। বাদসাহের সুচতুর পারিষদ সরফরাজখাঁ পশুশালা পরিপূর্ণ করিয়াছেন। পশুর যুদ্ধ, পাখীর যুদ্ধ, বাইএর নাচ ইত্যাদি আমোদ প্রমোদে নসিরদ্দিন হায়দর দিনাতিপাত করিতেছেন; কিন্তু কিছুতেই স্থায়ী সুখ, চির শান্তি লাভ করিতে পারেন না।

গোমতী নদীর পার্শ্বে মবারকমঞ্জিল। মবারকমঞ্জিলের সম্মুখে উচ্চ বারাণ্ডা প্রস্তুত হইয়াছে। গবর্ণর জেনেরল, রেসি-ডেণ্ট, বাদসাহ, বাদসাহের পারিষদবর্গ এই বারাণ্ডায় বসিয়া পশুর যুদ্ধ দেখিবেন। যুদ্ধের রঙ্গভূমি এই বারাণ্ডার সম্মুখেই প্রস্তুত হইয়াছে।

পশুশালায় এখন এক শত পঞ্চাশটী হস্তী, চারিটী সিংহ, চৌদ্দটী ব্যাঘ্র, দশটী গণ্ডার, ত্রিশটী বন্যমহিষ, সাতটী উষ্ট্র, দশটী ভল্লুক এবং অন্যান্য বিবিধ পশু সংগৃহিত হইয়াছে। এই সকল জন্তু দিগের মধ্যে কোনটার কত বল, কত বিক্রম, কোনটা কি

প্রকার যুদ্ধ শিখিয়াছে তৎসমুদয় অগ্রে পরীক্ষা করিতে হইবে। যুদ্ধে যে কয়েকটা বিশেষ বিক্রম প্রকাশ করিবে, গবর্ণর জেনেরলকে তাহাদের যুদ্ধ দেখাইতে হইবে।

উষ্ট্র বড় নিরীহ জন্তু। কখনও যুদ্ধ করে না। কিন্তু উষ্ট্রকে যুদ্ধ শিখাইতে হইবে; উষ্ট্রের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। পশুর ঈশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতি সহজে পরিবর্ত্তিত হয় না। কিন্তু স্বভাবের বিপর্য্যাস্ অযোধ্যার সমুদয় জীব জন্তুর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। বালকগণ বালিকার পরিচ্ছদে নগরে বিচরণ করিতেছে। পিতা মাতা আপন আপন কন্যাকে আগ্রহাতিশয় সহকারে বাদসাহের মুতাহী স্ত্রী স্বরূপ বাদসাহের অন্দরে প্রেরণ করিতেছেন। সদাচারি, ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া শত শত যুবক দস্যুদলে প্রবেশ করিতেছে। যে দেশের শাসন প্রণালী মানুষের স্বভাব প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছে—যে দেশ প্রচলিত উপধর্ম্ম মানুষকে ঠগীর প্রকৃতি প্রদান করিয়াছে সে দেশে একটা উষ্ট্রের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করা অতি সহজ ব্যাপার।

জন্তু সকল মর্ত্ত না হইলে যুদ্ধ করে না। মুসলমানেরা মর্ত্ত শব্দ উচ্চারণ করিতে অসমর্থ। সুতরাং লক্ষ্ণৌর বাদসাহ এবং আমির উমরাগণ বলিতেন পশুদিগকে মস্ত করিতে হইবে। ইংরেজেরা বলিতেন পশুকে মাষ্ট না করিলে যুদ্ধ করিবে না। হিন্দুরা মর্ত্ত শব্দ উচ্চারণ করিতে পারিলেও নবাব এবং ইংরেজদিগকে অনুকরণ পূর্ব্বক মর্ত্ত না বলিয়া মস্ত কিম্বা মাষ্ট বলিতেন। স্বয়ং নসিরুদ্দিনহায়দর, ইংরেজ রেসিডেণ্ট, বাদসাহের খাস দরবারের পারিষদবর্গ, উজীর হেকিম মেহেন্দি আলি খাঁ, রাজা দর্শন সিংহ, আসিষ্টাণ্ট দেওয়ান রাজা মেওয়ারাম সিংহ আর

সকলেই পশুর যুদ্ধ দেখিবার নিমিত্ত বারাণ্ডায় উপবেশন করিয়াছেন।

সরফরাজ খাঁ পশুরক্ষকদিগকে দুইটা উষ্ট্রকে মাষ্ট (মর্ত্ত) করিতে আদেশ করিলেন। উষ্ট্রকে মর্ত্ত করিতে হইলে তাহার উদর হইতে ফেণা বাহির করিতে হয়। রঙ্গভূমিতে দুইটী উষ্ট্র আনীত হইল। উষ্ট্রদ্বয়ের মুখ হইতে ফেনা পড়িতে লাগিল। ফেনা পড়িতে পড়িতে উষ্ট্রদ্বয় উন্মত্ত হইয়া পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধারম্ভ করিল। অনতিবিলম্বে একটী উষ্ট্র পরাজিত হইবামাত্র উষ্ট্রের যুদ্ধ শেষ হইল।

উষ্ট্রের যুদ্ধাবসানে গণ্ডারের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। গণ্ডারগণ সহজে শান্ত প্রকৃতি লাভ করে। বিশপ্ হিবার, গাজিউদ্দিন হায়দরের রাজত্বকালে ইহার কোন কোন গণ্ডারের পৃষ্ঠে হাওদা পাতিয়া লোক চলিতে দেখিয়াছেন। কিন্তু গণ্ডারের আর সে প্রকৃতি নাই। তাহারা যুদ্ধ শিখিয়াছে। একটা অপরকে দেখিলেই জিগীষা পরবশ হইয়া যুদ্ধার্থ ধাবিত হয়।

গণ্ডারের যুদ্ধ শেষ হইলে দুইটা ব্যাঘ্র আনীত হইল। ইহাদের একটা ব্যাঘ্রের নাম বুড়িয়া। অপরটীর নাম তরাইওয়ালা। ব্যাঘ্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে বাদসাহ রেসিডেণ্টকে বাজি রাখিতে অনুরোধ করিলেন। রেসিডেণ্ট একটু অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন—"মুল্‌কে জামানিয়া আমাকে ক্ষমা করুন। আমার বাজি রাখিবার টাকা নাই।"

বাদসাহ বাজী রাখিতে বলিয়াছেন। এখন উপস্থিত লোকদিগের মধ্যে একজনকে বাজী না রাখিলে বাদসাহের অপমান করা হয়। সুতরাং বাদসাহের খাস দরবারের অন্যতম পারিষদ

তাঁহার ইংরেজি শিক্ষক তৎক্ষণাৎ সম্মুখে আসিয়া বলিলেন —"মুলুকে জামানিয়া! আমি বাজী রাখিব। বুড়িয়া পরাজিত হইবে। বুড়িয়া পরাজিত না হইলে আমি পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিব।" শিক্ষক বিলক্ষণ জানেন যে বুড়িয়া কখনও পরাজিত হইবে না। কিন্তু বাদসাহের সঙ্গে বাজী রাখিতে হইলে বাদসাহের যাহাতে জিত হয় তাহাই করিতে হইবে। নসির বলিলেন—"তরাইওয়ালা পরাজিত হইবে। তরাইওয়ালা পরাজিত না হইলে আমি পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা দিব।" যুদ্ধে তরাইওয়ালা পরাজিত হইল। বাদসাহ বিশেষ আত্মগৌরব প্রদর্শন পূর্ব্বক শিক্ষকের নিকট পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা চাহিলেন। শিক্ষক তাঁহার হার হইয়াছে স্বীকার পূর্ব্বক স্বর্ণ মুদ্রা প্রদানে সম্মত হইলেন।

ব্যাঘ্রের যুদ্ধাবসানে হস্তীর যুদ্ধারম্ভ হইল। মালিয়ার নামে একটা প্রকাণ্ড হস্তী বাদসাহের পিলখানায় রহিয়াছে। মালিয়ার অন্যূন একশতবার একশত নূতন নূতন হাতীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছে। যুদ্ধ করিতে করিতে মালিয়ারের একটা দন্ত ভাঙ্গিয়াছে। আজ অপর একটী প্রকাণ্ড হস্তীর সঙ্গে মালিয়ারের যুদ্ধারম্ভ হইল। উভয় হস্তীর মাহুত আপন আপন হস্তীকে পরিচালন করিতেছে। মাহুতদ্বয়ের মধ্যে যাহার হস্তী জয়লাভ করিবে সে পুরস্কৃত হইবে। হস্তীদ্বয়ের মস্তকের সংঘর্ষণে কামানের শব্দের ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই অপর হস্তী মালিয়ার কর্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিল। মালিয়ারও প্রকৃত বীরের ন্যায় পলায়মান শত্রুর প্রতি দয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক যুদ্ধ হইতে বিরত

হইল। কিন্তু বারাণ্ডার উপর হইতে বাদসাহ বলিলেন—"মালিয়ারকে আবার মস্ত কর"—সাহেবেরা বলিলেন—"আবার মষ্ট করিতে হইবে।" হস্তীর মাহুত পুরস্কারের প্রলোভনে মালিয়ারকে পুনর্ব্বার ধাবিত করিবার চেষ্টা করিবামাত্র, মালিয়ার কোপাবিষ্ট হইয়া শুণ্ড দ্বারা মাহুতকে পদতলে নিক্ষেপ করিল। মাহুত তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। মালিয়ার শুণ্ড দ্বারা মৃত মাহুতের এক এক খানি হস্ত সজোরে ছিন্ন করিয়া অন্তরীক্ষে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

মৃত মাহুতের স্ত্রী একটী শিশু সন্তান ক্রোড়ে করিয়া নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। স্বামীর মৃত্যু দর্শনে সে সন্তান বক্ষে করিয়া মালিয়ারের দিকে ধাবিত হইল। ইংরেজ রেসিডেণ্ট বারাণ্ডা হইতে মাহুতের স্ত্রীকে হস্তীর নিকট যাইতে দেখিয়া সম্মুখস্থিত অশ্বারোহীদিগকে হস্তী তাড়াইয়া দিতে আদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন—"মাহুতের স্ত্রীর প্রাণরক্ষা কর।" অশ্বারোহীগণ অস্ত্র শস্ত্রসহ সুসজ্জিত হইবার পূর্ব্বেই মাহুতের স্ত্রী হস্তীর নিকটে যাইয়া বলিল—"নিষ্ঠুর মালিয়ার! নিষ্ঠুর—তুই আমার স্বামীকে খুন করিয়াছিস্, আমার ঘরের ছাদ ভেঙ্গেছিস্; আর দেওয়াল রাখিয়া কি হইবে? আমাকেও খুন কর্।"

রেসিডেণ্ট এবং অন্যান্য সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে উন্মত্ত হস্তী নিশ্চয়ই মাহুতের স্ত্রীর প্রাণ সংহার করিবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মাহুতের স্ত্রীর আর্ত্তনাদ এবং ক্রন্দন হস্তীকে বড় দুঃখিত করিল। হস্তী অপ্রস্তুত হইয়া চক্ষের জল ফেলিতে লাগিল। এবং মাহুতের মৃতদেহ হইতে পা সরাইল। অশ্বারোহীগণ সুদীর্ঘ লৌহ দণ্ড দ্বারা হাতীকে তাড়াইবার চেষ্টা

করিবামাত্র হাতী তাহাদের দিকে ধাবিত হইল। অশ্বারোহী-গণের প্রাণ বিনাশের উপক্রম হইল। বাদসাহ বারাণ্ডা হইতে মাহুতের স্ত্রীকে হাতীকে সান্ত্বনা করিতে বলিলেন। মাহুতের স্ত্রী হাতীকে ঈশারা করিবামাত্র হাতী ফিরিয়া আসিল। মাহুতের শিশু সন্তান মালিয়ারের শুঁড় ধরিয়া খেলা করিতে লাগিল। মৃত মাহুত সস্ত্রীক এই হাতীর প্রতিপালন করিত। হাতী পূর্ব্বেও এই শিশুর সঙ্গে খেলা করিয়াছে।

বাদসাহ মাহুতের স্ত্রীকে হাতী লইয়া যথাস্থানে যাইতে আদেশ করিলেন। মাহুতের স্ত্রী ঈঙ্গিত করিবামাত্র হস্তী শুইয়া পড়িল। সে আপন শিশু সন্তান সহ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেল। পশুর যুদ্ধও শেষ হইল।

পশুর যুদ্ধের পরদিন পাখীর যুদ্ধ হইল। মুরগীর সঙ্গে মুরগীর যুদ্ধ; এক শ্রেণীস্থ পাখীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর যুদ্ধ হইল।

ইহার কয়েক দিন পরে হরিণে হরিণে যুদ্ধ হইল। এক প্রকার আমোদ প্রমোদ নসিরকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিতে পারে না; নিত্য নূতন আমোদের প্রয়োজন হয়। সুতরাং পারিষদ-দিগকে নিত্য নূতন আমোদের আয়োজন করিতে হয়।

পশু এবং পাখীর যুদ্ধ দর্শনে নসির বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। সরফরাজখাঁর উপর যে সকল কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছিল তৎসমুদয় সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। বাদসাহ সরফরাজের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাদ-সাহের মুখে সরফরাজের প্রশংসা শুনিয়া দর্শনসিংহের মুখমণ্ডল বিষণ্ণ হইল। দর্শনসিংহের উপর যে কার্য্যের ভার অর্পিত হই-য়াছে তাহা তিনি এখন পর্য্যন্তও সম্পাদন করিতে পারেন নাই।

মান্না এবং মুনার লক্ষ্ণৌ পৌঁছিবার পর, মান্না রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার আর শয্যা হইতে উঠিবার সাধ্য নাই। ফরিদবক্স রাজভবন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে গোমতী নদীর অপর পার্শ্বে এক উদ্যানে মান্না এবং মুনা বৃদ্ধার সঙ্গে একত্রে বাস করিতেছেন। দর্শনসিংহের নিয়োজিত পাহারাওয়ালাগণ সর্ব্বদা বাগানে পাহারা দিতেছে।

দর্শনসিংহ অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। বাদসাহের নিকট হইতে তিনি কাশ্মীরী বাই আনয়নের ব্যয় এক লক্ষ টাকা নিয়াছেন। মান্না এবং মুনা কেহই কাশ্মীরী বাই নহে। তাঁহাদিগকে তিনি কাশ্মীরী বাইর নাম প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা কাণপুর হইতে আনীত হইয়াছেন। তাঁহার এই সমুদয় চক্রান্ত প্রকাশ হইয়া পড়িলে তিনি নিশ্চয়ই পদচ্যুত হইবেন। পক্ষান্তরে তিনি পূর্ব্বে মনে মনে আশা করিয়াছিলেন যে বাদসাহকে কাশ্মীরী বাই প্রদান করিয়া তিনি বাদসাহের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইবেন। হেকিম মেহেন্দি আলিখাঁর পরিবর্ত্তে উজীরের পদে নিযুক্ত হইবেন। হেকিম মেহেন্দি আলিখাঁ উজীর হইলেও বাদসাহের খাস দরবারের পারিষদ নহেন। দর্শনসিংহ মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিতে পারিলে, দুই বিভাগেই কার্য্য করিবেন। উজীর স্বরূপ রাজ্যশাসন করিবেন এবং খাস দরবারে সরফরাজখাঁর পদে অভিষিক্ত হইবেন। সরফরাজখাঁ খাস দরবারের প্রধান পদলাভ করিবার পরেও ক্ষৌর কার্য্য পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি এখনও প্রত্যহ বাদসাহের কেশ সুসজ্জিত করেন। বাদসাহের ক্ষুর এবং ব্রাস্ এখনও তাহারই হস্তে রহিয়াছে। দর্শন-

সিংহ মনে করিয়াছিলেন যে সরফরাজের পদচ্যুতির পর অন্ত এক জন বিলাতি নাপিত আনয়ন করিবেন। ক্ষৌর কার্য্যের ভার স্বহস্তে রাখিবেন না। কিন্তু মান্নার বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার সমুদয় আশা, সকল কল্পনা বিফল হইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি সময় সময় অপরাহ্নে উদ্যানে যাইয়া বৃদ্ধার সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন। বৃদ্ধা, মান্নার আরোগ্য কামনা করিয়া দিবারাত্রি রামনাম জপ করিতেছেন।

পশু এবং পক্ষীর যুদ্ধের পর, নসিরের নূতন আমোদের আর কোন আয়োজন হয় নাই। নসির দর্শনসিংহকে কাশ্মীরী বাই আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। দর্শন বলিলেন—"মুল্‌কে জামানিয়া! পঞ্জাব হইতে দুই জন প্রসিদ্ধ বাই মান্না এবং মুনা এখানে পৌঁছিয়াছেন। কিন্তু গ্রীষ্মাতিশয্য প্রযুক্ত মান্না রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং দুই চারি দিনের মধ্যে তাঁহাদিগকে দরবারে উপস্থিত করিবার সাধ্য নাই।"

বাদসাহের সঙ্গে এইরূপ কথাবার্ত্তার পর, দর্শনসিংহ অপরাহ্নে উদ্যানে বৃদ্ধার নিকট গমন করিলেন। বৃদ্ধার সঙ্গে বিবিধ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা বলিলেন—"মান্নার ব্যারাম দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। তাহার বাঁচিবার আশা নাই। সুতরাং একক মুনাকে বাদসাহের অন্দরে প্রেরণ কর।"

দর্শন বলিলেন—"বাদসাহের মুতাহী স্ত্রী স্বরূপ অন্দরে প্রেরণ করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভব নাই। বাদসাহের মুতাহী স্ত্রীর সংখ্যা প্রায় তিন শত হইবে। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন মহলে বাস করিতেছেন। কোন কোন মহলের মুতাহী স্ত্রীকে বাদসা এখন পর্য্যন্ত দেখেনও নাই।"

পাঠক ও পাঠিকাগণ বোধ হয় মুতাহী স্ত্রী কিরূপ জন্তু তাহা জানেন না। সুতরাং এই স্থানে বাদসাহের অন্দরের গঠন এবং নিয়মাবলী উল্লেখ করিতে হইল।

দিল্লীর বাদসাহের কন্যা নসিরের সর্ব্বপ্রধানা বেগম। তাঁহার নাম আমরা জানি না। বিবাহের পর তিনি পাদ্‌সা বেগম নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। তিনি স্বতন্ত্র বাড়ীতে বাস করেন। তাঁহার ভবনে অসংখ্য অসংখ্য দাস দাসী এবং অন্যূন পঞ্চাশ জন স্ত্রী সিপাহি রহিয়াছে। নসির তাঁহার প্রতি অনুরক্ত না হইলেও তিনি সর্ব্বসমাদৃতা। তাঁহার পদমর্য্যাদা সকলকেই স্বীকার করিতে হয়। তিনি যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা বেগম তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই। অন্য কোন বেগমের প্রতি নসির বিশেষ অনুরক্ত হইলেও—অন্য কোন বেগম নসিরের উপর বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিলেও, তিনি পাদসা বেগমের সঙ্গে একাসনে কিম্বা সমান আসনে উপবেশন করিতে পারেন না। অন্যান্য সমুদয় বেগমকে পাদ্‌সা বেগমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়। কিন্তু নসিরের পাদ্‌সা বেগম সর্ব্বসমাদৃতা হইলেও তিনি স্বামী সংসর্গ লাভে বঞ্চিত রহিয়াছেন। নসির তাঁহার সঙ্গে বড় দেখা সাক্ষাৎ করেন না।

পাদ্‌সা বেগম স্বামীর সংসর্গ এবং ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইলেও তাঁহার উচ্চপদ, উচ্চবংশের অহঙ্কার এবং আত্ম সম্ভ্রমের ভাব তাঁহাকে সর্ব্বদাই সদনুষ্ঠানে এবং সৎপথে পরিচালন করিত। বিদেশীয় লোকেরা বিশেষতঃ ইংরেজেরা মনে করিতে পারেন যে, স্বামীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইয়া হয় ত বেগমেরা কুপথগামিনী হয়েন। কিন্তু ভারতবর্ষে হিন্দু এবং

মুসলমান রমণীদিগের চরিত্র অন্যবিধ অবস্থাগঠিত। অযোধ্যার কোন পাদ্‌সা বেগম যে কখনও আপনার পদমর্য্যাদা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নারীধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না।

নসির নীচ কুলোদ্ভবা রমণীগণকে বেগমের পদ প্রদান করিলে পর, তাহাদের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কলঙ্কের কথা প্রকাশ হইতে লাগিল। নসিরের মুতাহী স্ত্রীদিগের বিরুদ্ধে নানা লোকে নানা কথা বলিত। কিন্তু পাদ্‌সা বেগম যে পরমাসাধ্বী তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন।

নসিরের দ্বিতীয় বেগমের নাম নবাব কুদ্‌সা বেগম। অল্প দিন হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তৃতীয় বেগম নবাব আক্তার মহল, চতুর্থ বেগম নবাব তাজ মহল, পঞ্চম বেগম নবাব নুর মহল, ষষ্ঠ বেগম নবাব আয়েন মহল। এই শেষোক্ত বেগমগণ মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্বে উপপত্নী কিম্বা মুতাহী স্ত্রী ছিলেন। বাদসাহের সমুদায় মুতাহী স্ত্রীগণ ইংরেজদিগের লিখিত পুস্তকে উপপত্নী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু উপপত্নী এবং মুতাহী স্ত্রীর মধ্যে অনেক বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কোন মুসলমানের সুন্দরী কন্যার প্রতি বাদসাহের শুভদৃষ্টি পড়িলে তিনি তাঁহাকে মুতাহী স্ত্রী স্বরূপ অন্দর ভুক্ত করেন। বাদসাহের ঔরষে তাঁহার সন্তান হইলেই তিনি স্বতন্ত্র বাড়ী এবং পৃথক দাস দাসী রাখিবার উপযুক্ত বৃত্তি প্রাপ্ত হয়েন। কখনও কখনও অনেকানেক মুসলমান আপন কন্যা কিম্বা ভগ্নীকে বাদসাহের অন্দরে মুতাহী স্ত্রী স্বরূপ প্রেরণার্থ চেষ্টা করেন। বাদসাহ এই সকল লোকদিগের প্রতি দয়া করিয়া তাঁহাদের কন্যা

এবং ভগ্নীকে মুতাহী স্ত্রী স্বরূপ গ্রহণ করেন। কিন্তু এই প্রকারে যে সকল স্ত্রীলোক বাদসাহের অন্দর ভুক্ত হয়েন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই বাদসাহের দর্শন লাভ করিতে সমর্থা নহেন। তাঁহারা শুদ্ধ কেবল বৃত্তিভোগিনী। এই সকল মুতাহী স্ত্রীদিগের বাসগৃহ ঠিক কলিকাতার কুক্ কোম্পানির অশ্বশালার ন্যায় দেখা যায়। এক একটী সুদীর্ঘ বারাণ্ডা কাষ্ঠের প্রাচীর দ্বারা দশ বারটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত রহিয়াছে। ইহার এক এক প্রকোষ্ঠে এক এক জন মুতাহী স্ত্রী বাস করেন।

মুতাহী স্ত্রী ভিন্ন বাই কি অন্য কোন উপপত্নীর প্রতি বাদসাহ অনুরক্ত হইলে তিনি তাহাকে বিবাহ করিয়া বেগমের পদ প্রদান করেন। তাজমহল উপপত্নীর পদ হইতে বেগমের পদ লাভ করিয়াছেন। আক্তার মহল মুতাহী স্ত্রীর পদ হইতে উন্নতি লাভ করিয়াছেন। অন্দর মহলে উন্নতি লাভ করিবার এই দুই প্রকার পথ রহিয়াছে। কিন্তু দর্শনসিংহ, মান্না এবং মুনার জন্য শেষোক্ত পদ নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহারা বাদসাহের উপপত্নী হইবেন। পরে বেগম হইবেন। দর্শনসিংহ বিলক্ষণ জানেন যে, মুতাহী স্ত্রীদিগের অপেক্ষা উপপত্নীদিগের বেগম হইবার অপেক্ষাকৃত অধিকতর সুবিধা রহিয়াছে। বাদসাহ কোন কোন মুতাহী স্ত্রীকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, দর্শনও করেন নাই। কিন্তু উপপত্নীত্ব ব্রতাবলম্বন করিলে অদৃষ্ট ক্রমে বেগম হইবার সুযোগ শীঘ্রই হইতে পারে।

রাজা দর্শনসিংহ এই প্রকার সংকল্প করিয়াই মান্না এবং মুনাকে নবাব অন্দরে প্রেরণ করেন নাই। কিন্তু এখন কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি চারিদিবস পরে কাশ্মীরী বাই

দরবারে উপস্থিত করিবেন বলিয়া বাদসাহের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন। চারি দিনের তিন দিন গত হইয়াছে। এবার দর্শনসিংহ অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িয়াছেন।

কিন্তু সংসারে এক একটী ঘটনা সমুপস্থিত হইয়া মানুষের জীবনগতি পরিবর্ত্তন করে। আজ লক্ষ্ণৌ নগরে একটি নূতন ঘটনা উপস্থিত না হইলে দর্শন নিশ্চয়ই নসিরের কোপানলে পতিত হইতেন।

মৃত কুদ্‌সা বেগমের অনুরোধে মনা জান নামে একটী বালককে নসির আপন পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কুদ্‌সা বেগমের মৃত্যুর পর, নসির তাহাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক লক্ষ্ণৌ আসিতেছেন। মনা জানকে এখন পুত্র বলিয়া গবর্ণর জেনেরলের নিকট উপস্থিত করিলে তিনি নিশ্চয়ই নসিরের মৃত্যুর পর অযোধ্যার সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন। নসির এই সময় মনা জানকে স্থানান্তর কিম্বা বিনাশ করিবার অভিসন্ধি করিলেন।

মনা জান এখন গাজিউদ্দিন হায়দরের প্রধানা বেগম জোনাবে আলিয়ার রক্ষণাধীনে আছেন। নসির মনা জানকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জোনাবে আলিয়া নসিরের দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছেন। সুতরাং তিনি মনা জানকে নসিরের হস্তে অর্পণ করিতে অস্বীকার করিলেন। নসির বড় অকৃতজ্ঞ! নসিরের পিতা গাজিউদ্দিন হায়দর নসিরের প্রাণসংহার করিবার সংকল্প করিলে জোনাবে আলিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু এখন নসির আপন জননী জোনাবে আলিয়াকে লক্ষ্ণৌ হইতে বহিষ্কৃতা করিয়া দিতে

উদ্যত হইলেন। ইংরেজ সৈন্য কিম্বা দর্শনসিংহের অধীনস্থ সিপাহীগণ জোনাবে আলিয়ার অন্দরে প্রবেশ করিলে, বড় কলঙ্ক হইবে। সুতরাং নসির তাঁহার নিজের ভিন্ন ভিন্ন বেগমের অন্দরের সমুদায় স্ত্রী-সিপাহী একত্র করিলেন। স্ত্রী-সৈন্যদলের নাম শুনিয়া পাঠক হয় ত আশ্চর্য্য হইবেন। কিন্তু মুসলমান বাদসাহদিগের অন্দরে স্ত্রী-সিপাহী রাখিবার প্রথা প্রচলিত আছে। এই সকল স্ত্রী-সিপাহীর অধিকাংশই কাফ্রি স্ত্রীলোক। সম্প্রতি দর্শনসিংহ অযোধ্যার নিম্নশ্রেণীস্থ স্ত্রীলোকদিগকেও সৈন্যদলে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। স্ত্রী-সৈন্যদল মধ্যেও কাপ্তান, লেফটিন্যাণ্ট, অশ্বারোহী এবং পদাতিক রহিয়াছে। তাহাদের পরিধান সিপাহীর পরিচ্ছদ। মস্তকের কেশ রাশি সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় খোপা বান্ধা নহে। তাহারা মস্তকের উপরে ঠিক কৃষ্ণের মাথার চূড়ার ন্যায় কেশ বাঁধিয়া রাখে। পরে সিপাহীর পাগড়ী পরিধান করিলেই কেশ ঢাকিয়া পড়ে। তাহাদের হাতে বন্দুক, কটিদেশে তরবারি। তাহাদিগকে দেখিলে স্ত্রীলোক বলিয়া কেহ সহজে বুঝিতে পারেন না। ইংরেজি কোট সমাবৃত বক্ষ একটু স্ফীত।

নসিরের পাদ্সা বেগমের অন্দরে প্রায় পঞ্চাশ জন স্ত্রী-সিপাহী রহিয়াছে। অন্যান্য প্রত্যেক বেগমের মহলে অন্যূন বিশ পঁচিশ জন সিপাহী আছে। সমুদয় স্ত্রী-সিপাহী একত্র হইয়া গাজিউদ্দিন হায়দরের বেগম জোনাবে আলিয়ার মহল আক্রমণ করিল। কিন্তু জোনাবে আলিয়ার অন্দরে অন্যূন দেড়শত স্ত্রী-সিপাহী রহিয়াছে। পূর্ব্ব অধ্যায়ের উল্লিখিত বুন্দিয়ার কন্যা গঙ্গা জোনাবে আলিয়ার সৈন্যদলের একজন কাপ্তান হইয়াছে।

নসিরের প্রেরিত স্ত্রী-সিপাহীগণ জোনাবেআলিয়ার মহল আক্রমণ করিবামাত্র জেনাবেআলিয়ার সিপাহীগণ অস্ত্র শস্ত্র সহ সুসজ্জিত হইল। বন্দুক, তরবারি, বেওনেট হাতে করিয়া তাহারাও যুদ্ধে অগ্রসর হইল। উভয় পক্ষ হইতে অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল। জোনাবে আলিয়ার পক্ষে তিন জন স্ত্রীলোক আহত হইল। কিন্তু নসিরের পক্ষে দশ বার জন স্ত্রীলোক একেবারে প্রাণ হারাইলেন। অত্যন্ত গোলমাল উপস্থিত হইল। উজীর মেহেন্দি আলি ইংরেজ রেসিডেন্টের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। রেসিডেন্ট তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে যুদ্ধস্থানে আসিলেন। তিনি নসিরকে অনেক বুঝাইয়া সান্ত্বনা করিলেন। উভয় পক্ষের স্ত্রী-সিপাহীগণ যুদ্ধে ভঙ্গ প্রদান করিল। নসিরের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না।

এই দুর্ঘটনা নিবন্ধন দর্শনসিংহ নিস্কৃতি লাভ করিলেন। যে দিন মান্না এবং মুনাকে দরবারে উপস্থিত করিবার কথা ছিল সেই দিন অপরাহ্ণেই যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের গোলমালে নসির বাইএর কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

নসির কএকদিন পর্য্যন্ত অত্যন্ত ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিতেন—“আমার কিছুই ভাল লাগেনা।” তাঁহার পারিষদগণ শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে প্রফুল্ল রাখিতে পারেন না। সরফরাজখাঁ আর একদিন পশু যুদ্ধের অয়োজন করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু নসির বলিলেন—“বাপরে বাপ! আমার পশুর যুদ্ধ আর দেখিতে ইচ্ছা হয় না।”

পারিষদবর্গ একত্র হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক চিন্তা এবং গবেষণার পর স্থিরীকৃত হইল যে লক্ষৌ হইতে অনতি

দুরে বাদসাহকে লইয়া শিকার করিতে যাইবেন। নসির পারিষদবর্গের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। লক্ষ্ণৌ হইতে দশ ক্রোশ দুরে তাম্বু সংস্থাপনের হুকুম হইল। বাদসাহের লোকেরা তাম্বু সংস্থাপনের স্থান সুসজ্জিত করিল। শিকার উপলক্ষে প্রায় বিশ সহস্র টাকা ব্যয় হইল। বাদসাহ, তাঁহার পারিষদবর্গ, হেকিম মেহেন্দি আলিখাঁ, রাজা মেওয়ারামসিংহ, দুই তিনটী বেগম, বিশ পঁচিশ জন মুতাহী স্ত্রী, শতাধিক বাঁদী এবং ভৃত্য সহ শিকারে যাত্রা করিলেন।

রাজা দর্শনসিংহ সসৈন্যে বাদসাহের সঙ্গে চলিলেন। দর্শনের অদৃষ্ট ভাল। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে বাদসাহের প্রত্যাবর্ত্তন করিবার বড় সম্ভব নাই। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে মান্না আরোগ্য লাভ করিতেও পারেন।

বাদসাহ শিকারের স্থানে পৌছিলেন। তাঁহার ইংরেজ পারিষদগণ বন্দুক ছুড়িয়া অনেক পাখী বধ করিলেন। স্বয়ং বাদসাহ এখন বন্দুক ধরিলেন। দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বাদসাহ বন্দুক ছুড়িলেন। তাঁহার বন্দুকের গোলা একটী পাখীরও গাত্র স্পর্শ করিল না। এদিকে বাদসাহের ভৃত্য আহম্মক উল্লা, বকসু, আজিমালি, নিয়ামতখাঁ প্রত্যেকে দুই তিনটা মরা পাখী হাতে করিয়া আনিয়া বলিল,—সোবান আল্লা, আমি হলপ করিয়া কইতে পারি; কোরান ছুঁইয়া বল্‌তে পারি এই তিন পাখী মুল্‌কে জামানিয়ার বন্দুকের গোলাতে মারা পড়িয়াছে। পূর্ব্বে বাদসাহের ইংরেজ পারিষদগণ কর্ত্তৃক যে সকল পাখী হত এবং আহত হইয়াছিল তাহাই ইহারা হাতে করিয়া আনিয়া বাদসাহের সম্মুখে রাখিল। বাদসাহের এক বন্দুকে প্রায় ত্রিশটা পাখী মারা

পড়িয়াছে দেখিয়া তিনি আত্মগৌরবে বিশেষ আনন্দিত হইলেন। বাদসাহের তাম্বুতে রাত্রি বার ঘটীকা পর্য্যন্ত নৃত্য গীত হইল। বার ঘটীকার পর বাদসাহ আপন শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পারিষদবর্গ আপন আপন নির্দ্দিষ্ট তাম্বুতে যাইয়া শয়ন করিল।

রাত্রি তিন ঘটিকার সময় অত্যন্ত গোলমাল উপস্থিত হইল। কি জন্য গোলমাল হইতেছে কেহই জানেনা। রাজা দর্শন সিংহ সসৈন্যে বাদসাহের তাম্বুর নিকট চলিলেন। দেখিতে দেখিতে দর্শনসিংহের সিপাহীগণ গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। রাত্রি ঘোর অন্ধকার। কে কাহার উপর গোলা বর্ষণ করিতেছে, বাদসাহের ইংরেজ পারিষদবর্গ এখনও জানিতে পারেন নাই। কিন্তু অনতিবিলম্বে সকলে জানিতে পারিলেন যে বাদসাহের বেগমদিগের তাম্বুতে দস্যু প্রবেশ করিয়াছিল। কোন স্ত্রীলোকের নাসিকা ছিন্ন করিয়া নাকের গহনা লইয়াছে। কোন স্ত্রীলোকের কান ছিন্ন করিয়া কানের গহনা নিয়াছে। বাদসাহের দুই তিনটা বাঁদী এবং একটী মুতাহি স্ত্রীকে ধৃত করিয়া নিয়াছে। বাদসাহ তৎক্ষণাৎ পাল্কী এবং হস্তী আনিবার হুকুম করিয়াছেন। পাল্কী এবং হস্তী সংগৃহীত হইবামাত্র বাদসাহ সঙ্গের জিনিসপত্র ফেলিয়া অবশিষ্ট স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে করিয়া লক্ষ্ণৌ অভিমুখে যাত্রা করিলেন! রাজা দর্শনসিংহ, হেকিম মেহেন্দি আলিখাঁ, আসিষ্টাণ্ট দেওয়ান রাজা মেওয়ারামসিংহ, বাদসাহের ইংরেজ পারিষদবর্গ রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত সেখানে রহিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র বাদসাহের পারিষদবর্গ দেখিলেন বেগমদিগের তাম্বুর জিনিস পত্র মূল্যবান বস্ত্রাদি স্থানে স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে।

প্রাতে মেহেন্দি আলি খাঁ দস্যুগণকে ধৃত করিবার জন্য হুকুম প্রচার করিলেন। রাজা দর্শনসিংহ দস্যুর অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। দস্যুরা রাত্রেই পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু নিকটস্থিত গ্রামের লোকদিগকে ধৃত করিয়া লক্ষ্ণৌ প্রেরণ করিলেন। যে সকল লোক ছয় মাস পর্য্যন্ত রুগ্নাবস্থায় শয্যাগত ছিল তাহারাই ধৃত হইল। তাহারা হাঁটিয়া যাইতে পারে না। গরুর গাড়িতে তাহারা লক্ষ্ণৌ প্রেরিত হইল। রাজা দর্শনসিংহ এবং নবাব মেহেন্দি আলিখাঁ বলিলেন যে ইহাদিগকে ধৃত করিবার সময় মার পিট হইয়াছে তাহাতেই ইহারা আধমরা হইয়া পড়িয়াছে। ইহারাই গত রাত্রে ডাকাতি করিয়াছে। বাদসাহ সকলের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলেন। প্রায় বিশ পঁচিশ জন নির্দ্দোষী লোক বাদসাহের বিচারে প্রাণ হারাইল।

কিন্তু নূতন আমোদ প্রমোদের অভাবে নসির আবার বলিতে লাগিলেন—"কিছুই ভাল লাগেনা"। পারিষদবর্গ আবার ব্যাকুল চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আর একটি নূতন আমোদের আয়োজনের পূর্ব্বেই গবর্ণরজেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক লক্ষ্ণৌ পৌছিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

বুধ রাজা বৃহস্পতি মন্ত্রী।

Govern leniently and send more money. Practise strict justice and moderation towards neighbouring powers, and send more money. This is in truth the sum of all the instructions that Hastings ever received from home. Now these instructions means—Be the father and oppressor—Be just and unjust, moderate and rapacious.—*Dacoitee in Excelsis or the spoliation of Oude.*

১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে ভারতে নব যুগারম্ভ হইল। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক গবর্ণর জেনেরলের পদাভিষিক্ত হইয়া ভারতে আসিলেন। কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বর সার চারলস্ থিয়োফিলাস্ মেটকাফ্ বেণ্টিকের প্রধান পরামর্শদাতা হইলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পনির শাসন প্রণালী ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অর্থগৃধ্নু বণিক। বিগত দুই শত বৎসর কেবল ছলে বলে কৌশলে ভারতের অর্থাপহরণ করিতেছিলেন। ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাদের বঙ্গদেশের দেওয়ানি প্রাপ্তির পরেও প্রজার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে ত্রুটি করিতেন না। প্রজাদিগের উন্নতি সাধন করিবার ইচ্ছা ছিল না। বরং ভারতবাসিদিগকে চিরকাল অজ্ঞানান্ধকারে রাখিবার জন্য নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করিতেন। মহাত্মা উইলবারফোরস্ ইংলণ্ডের পার্লি-য়ামেণ্টে ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিলে পর

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণ প্রাণপণে সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন ভারতবাসিদিগের চক্ষু ফুটিলে আর ভারতে প্রভুত্ব রক্ষার উপায় থাকিবে না।

ইংলণ্ডের সহৃদয় খৃষ্টান পাদ্‌রিগণ ভারতে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের অনুমতি চাহিলেন। ডিরেক্টরগণ বলিলেন ভারতে দস্যু প্রেরণ করিতে সম্মত আছেন কিন্তু খৃষ্টান পাদরী নহে ; খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকদিগের কার্য্যকলাপ দ্বারা আমেরিকা স্বাধীন হইয়াছে।

কিন্তু লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিকের শাসনের প্রারম্ভ হইতেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বণিকের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেশীয় লোকদিগকে শাসন বিভাগে ক্রমে ক্রমে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন।

বেণ্টিক সদাশয়, এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী মেটকাফ্ ন্যায়পরায়ণ, ধার্ম্মিক এবং পরোপকারী। ভারতবাসিদিগের দুরবস্থার প্রতি ইঁহাদিগের দৃষ্টি পড়িল।

১৮৩১ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক লক্ষ্ণৌ পৌঁছিলেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষে নগর সুসজ্জিত হইয়াছে। গান, বাদ্য, বাইনাচ্ এবং পশুর যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে। তাঁহার অভ্যর্থনার্থ নগরে মহাসমারোহ হইবে। তিনি লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়াই শুনিলেন যে এই বৃহৎ সমারোহে অন্যূন চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। দেশের প্রজাদিগের দিনান্তে এক মুষ্টি অন্ন মিলে না। দস্যুর অত্যাচারে দেশ ছারখারে যাইতেছে। গবর্ণর জেনেরলের অভ্যর্থনার্থ চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয়!

উইলিয়ম বেণ্টিক এ সমারোহ দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত

হইলেন। বাদসাহের আমোদপ্রমোদে যোগ প্রদান করিতে অস্বীকার করিলেন। বাইএর নাচ্ এবং গান বাদ্যের প্রতি ধর্ম্ম-সুলভ ঘৃণা প্রদর্শন করিবামাত্র সেই সকল অশ্লীল আমোদ স্থগিত রহিল। বাদসাহের অনুরোধে অগত্যা একদিন পশুর যুদ্ধ দেখিলেন। তাঁহার লক্ষৌ অবস্থান কালে তিনি রেসি-ডেন্সিতে বসিয়া অযোধ্যার বর্ত্তমান অবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ইংরেজদিগের অযোধ্যা প্রবেশের প্রারম্ভ হইতে বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অযোধ্যার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু মেটকাফ্ এবং উইলিয়ম বেণ্টিক তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত নহেন। তাঁহাদের মনে হইল যে অযোধ্যার বর্ত্তমান অরাজকতা, এবং প্রজাপীড়ন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থ শোষণ চেষ্টার অবশ্যম্ভাবী ফল।

কোর্ট অব ডিরেক্টর কেবল অযোধ্যার প্রজাপীড়নের জন্য রাজ্যভার গ্রহণের প্রস্তাব করেন নাই। আসফ উদ্দৌলার ঋণদাতাগণ ইংলণ্ডে বড় গোলমাল আরম্ভ করিয়াছে। অযো-ধ্যার পূর্ব্ব উজীর নবাব আসফ উদ্দৌলা, ওয়ারেন হেষ্টিংসএর শাসনকালে কোম্পানির অর্থাভাব মোচনার্থ অনেকানেক লোকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আসফউদ্দৌলার মৃত্যুর পর, সাদাতালি অযোধ্যার সিংহাসনারূঢ় হইলেন। ঋণ দাতাগণ সাদাতালির নিকট টাকা চাহিলেন। সাদাতালি আসফ উদ্দৌলার ঋণ পরিশোধ করিতে অসম্মত হইয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন—"তিনি আসফ উদ্দৌলার ঋণের জন্য দায়ী নহেন।"

ঋণদাতাগণ তৎকালের গবর্ণর জেনেরলের নিকট বিচারের প্রার্থনা করিলেন। গবর্ণরজেনেরল এই বিষয় হস্তক্ষেপ করিলেন না। তাঁহারা ইংলণ্ডে লোক প্রেরণ পূর্ব্বক কোর্ট অব ডিরেক্টরের নিকট আবেদন করিলেন; কোর্ট অব ডিরেক্টর তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ইংলণ্ডের বারিষ্টারগণ ঋণদাতাদিগকে ইংলণ্ডের উচ্চ আদালতে অর্থাৎ কোর্ট অব কিঙ্গস্ বেঞ্চে (Court of King's Bench) ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে নালিশ করিতে উপদেশ দিলেন। তাঁহারা কোর্ট অব কিঙ্গস্ বেঞ্চে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন।

ইংলণ্ডে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল। অনেকেই বলিতে লাগিলেন যে, অনতিবিলম্বে কোর্ট অব কিঙ্গস্ বেঞ্চ হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপর অনুজ্ঞা (Mandamus) বাহির হইবে। ঋণদাতাগণের টাকা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে অযোধ্যার বাদসাহের নিকট হইতে আদায় করিয়া দিতে হইবে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একটু ভয় হইল। তাঁহারা অগ্রেই অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণের প্রস্তাব করিলেন।

কিন্তু লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক, এবং সার্ চারলস্ থিওফিলাস মেটকাফ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন—"কোম্পানির রাজ্য শাসনের সমগ্র ভার ইংরেজদিগের হস্তে রহিয়াছে। ভারতবাসিগণ শাসন কার্য্যের ভার হইতে একেবারে বঞ্চিত রহিয়াছেন। ঈদৃশাবস্থায় প্রজার উন্নতির আশা নাই। প্রজার উন্নতি সাধন করিতে না পারিলে রাজ্যভারগ্রহণ বিড়ম্বনামাত্র। দেশীয় রাজগণের রাজ্যের প্রজাগণ জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষার্থ সর্ব্বদা

সশঙ্কিত। কোম্পানির রাজ্যের প্রজাগণ প্রহরী পরিবেষ্টিত কারাগারে বাস করিতেছে।”

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঁক ঈদৃশ উদার রাজনীতি অবলম্বন পূর্ব্বক অযোধ্যার বাদসাহকে রাজ্যচ্যুত করিলেন না। কিন্তু অযোধ্যার বর্ত্তমান অবস্থা যারপরনাই শোচনীয়। তিনি কোর্ট অব ডিরেক্টরের প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া গুরুতর দায়ীত্ব গ্রহণ করিলেন। অযোধ্যার বর্ত্তমান অবস্থা হইতে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিলে তাঁহাকেই অপদস্ত হইতে হইবে।

তিনি বাদসাহ নসিরদ্দিনের সঙ্গে অধিক বাক্যালাপ করিলেন না। কিরূপে রাজ্য শাসন করিতে হইবে, কোন বিষয়ে নূতন নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে, তৎসমুদয় হেকিম মেহেন্দি আলিখাঁকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন; এবং মনে করিলেন যে মেহেন্দি আলি খাঁ সুচারুরূপে রাজ্যশাসন করিতে সমর্থ হইবেন।

কিন্তু তাঁহার লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ কালে স্পষ্টাক্ষরে বাদসাহকে বলিলেন যে দুই বৎসরের মধ্যে অযোধ্যার অরাজকতা এবং দস্যুর অত্যাচার দূর না হইলে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাদসাহকে নিশ্চয়ই পদচ্যুত করিবেন।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিকের লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগের পর প্রায় মাসাধিক নসিরদ্দিন হায়দর স্বয়ং রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজ্যচ্যুত হইবার আশঙ্কা অন্ততঃ দুইমাস তাঁহাকে অশ্লীল আমোদ প্রমোদ হইতে বিরত রাখিল। গুরুতর অপরাধের বিচার তিনি নিজে করিতে লাগিলেন। এক এক মোকদ্দমার বিচারের পর সরফরাজখাঁকে জিজ্ঞাসা করিতেন যে

ইংলণ্ডের রাজা ঠিক এইরূপ বিচার করেন কি না। সরফরাজখাঁ বলিতেন—ইংলণ্ডের রাজার বিচার প্রণালী ঠিক মুলুকে জামানিয়ার বিচার প্রণালীর সদৃশ।

দুইমাস পরে আবার খাস দরবারের আমোদ প্রমোদ আরম্ভ হইল। সরফরাজখাঁ একদিন আমোদ প্রমোদ উপলক্ষে হেকিম মেহেন্দি আলি খাঁর মস্তকের উষ্ণীষ টানিয়া ফেলিলেন। মেহেন্দি আলিখাঁ কোপাবিষ্ট হইয়া দরবার গৃহ হইতে চলিয়াগেলেন। যাইবার সময় তিনি বলিলেন—"এ বাদসাহের দরবার নহে।—ছেলে ছোকরার খেলার ঘর।"

বাদসাহ মেহেন্দি আলিখাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। নবাব রোসন উদ্দৌলা প্রধান মন্ত্রীর পদাভিষিক্ত হইলেন।

হেকিম মেহেন্দি আলিখাঁ মনে করিতেন যে ইংরেজ রেসিডেণ্টকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে আর তাঁহাকে পদচ্যুত হইতে হইবে না। কিন্তু সরফরাজখাঁই এখন অযোধ্যার রাজা। সরফরাজের কোপানলে পড়িলে কাহারও নিস্তার নাই। সরফরাজের সাহায্যে নবাব রোসন উদ্দৌলা এই উচ্চপদ লাভ করিলেন।

নবমন্ত্রী নবাব রোসন উদ্দৌলা নসিরের খাস দরবারের পারিষদ হইলেন। নসিরের মুখ হইতে হাসির কথা বাহির হইবামাত্র সকলের অগ্রে তিনি হি হি করিয়া হাসিতেন। নসির মনে করিতেন যে তাঁহার রসিকতা মন্ত্রীবরই সর্ব্বাগ্রে হৃদয়ঙ্গম করেন। নবাব রোসন উদ্দৌলা ভিন্ন তাঁহার রসিকতা সকলের বুঝিবার সাধ্যনাই।

কিন্তু রাজা দর্শনসিংহের সকল আশা বিফল হইল। রাজা

দর্শনসিংহ মন্ত্রীর পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত পঞ্জাব হইতে প্রসিদ্ধ বাই মান্না এবং নুনাকে আনিয়াছেন। মান্নার ব্যারাম না হইলে হয়ত তিনিই এই উচ্চপদ লাভ করিতে পারিতেন। মান্নার ব্যারাম, উইলিয়ম বেণ্টিকের বাইএর নৃত্যের প্রতি বীতানুরাগ, দর্শন-সিংহের উচ্চপদ প্রাপ্তির পথের কণ্টক হইয়া পড়িল। মান্না এখনও রুগ্নশয্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। সুতরাং রাজা দর্শনসিংহ এখন কেবল নুনাকে নসিরের খাস দরবারে উপস্থিত করিবার সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। নবমন্ত্রী নবাব রোসন উদ্দৌলার প্রতি তাঁহার অন্তরে ঘোর বিদ্বেষের সঞ্চার হইল।

এদিকে সরফরাজখাঁ এবং নবাব রোসন উদ্দৌলা রাজা দর্শন সিংহের পদচ্যুতির নিমিত্ত নানা ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

ষড়যন্ত্র।

"I will build you a house of gold and you shall be my Padsha Begum some day, Nuna."—

W. Knighton.

ফরিদ বক্স রাজভবন হইতে ক্রোশাধিক দূরে গোমতীর অপর পার্শ্বে এক উদ্যান বাড়ীতে মান্না, নুনা এবং তাঁহাদের সঙ্গিনী বৃদ্ধা বাস করিতেছেন। পাঠকগণ এখন মান্না ও নুনার প্রকৃত নাম জানিতে পারিয়াছেন। সুতরাং সৎকুল-জাতা যুবতীদ্বয়কে পঞ্জাবি বাইএর নামে আর অভিহিত করিবার

প্রয়োজন নাই। এখন হইতে মায়াকে মানকুমারী এবং সুনাকে কৈলাশেশ্বরী নামেই পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করিব।

উদ্যানবাড়ীর চতুঃপার্শ্বে প্রাচীর। প্রাচীরের মধ্যে বিবিধ বৃক্ষ এবং একখানি ক্ষুদ্র গৃহ রহিয়াছে। এই গৃহের এক প্রকোষ্ঠে মৃতপ্রায় মানকুমারী শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। কৈলা-শেশ্বরী তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। তাঁহাকে রোদন করিতে দেখিয়া মানকুমারীর নয়নদ্বয় হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জ্জিত হইতেছে।

কৈলাশেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন—"আজ তোমার নিকট হইতে জন্মের মত বিদায় হইব। শুনিলাম অপরাহ্নে আমাকে বাদসাহের কাছে লইয়া যাইবে।"

মানকুমারীর আর কথা বলিবারও সাধ্য নাই। তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে ক্ষীণ স্বরে বলিলেন—"পরমেশ্বরকে স্মরণ কর—"

কৈলাশেশ্বরী বলিলেন—"দিদি! আমি আত্মহত্যা করিতে ভয় করি না। কিন্তু তোমাকে এই অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে বড় কষ্ট হইতেছে। তোমার মৃত্যুকালে তোমাকে এক বিন্দু জল দিবে এমন লোক নাই।"

তাঁহারা দুইজনেই আবার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে কৈলাশেশ্বরী আবার বলিতে লাগিলেন—"আমি জানিতাম এ সংসারে আমার কেহ নাই। আমার দুঃখ কষ্ট ছিল না। কিন্তু তুমি আমার ভাইএর বউ। আমার ভাই জীবিত আছেন। তিনি আমার শোকে চির দুঃখে কালযাপন করিতেছেন, এই সকল কথা শুনিয়া মনের দুঃখ শতগুণে বৃদ্ধি হইয়াছে।"

মানকুমারী এখন উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক কৈলাশেশ্বরীর গলা ধরিয়া অতি কষ্টে উঠিয়া বসিলেন। কিছু কাল স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া বলিলেন—"একটী কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। ঈশ্বরেচ্ছা হইলে এই কৌশলে এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারিব।"

কৈলাশেশ্বরী বলিলেন—"কি কৌশল"

মানকুমারী বলিলেন—"তোমাকে এখন ইহারা বাদসাহের কাছে লইয়া যাইবে। বাদসাহ তোমাকে উপপত্নী করিবার প্রস্তাব করিলেই বলিবে "দর্শনসিংহ আমাদের উপপতি। আমাদের এক উপপতি জীবিত থাকিতে অন্য লোক গ্রহণ করিতে পারি না।"

মানকুমারীর কথার অর্থ কৈলাশেশ্বরী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। কৈলাশেশ্বরীর চৌদ্দ কি পনর বৎসর মাত্র বয়স। সংসারের আচার ব্যবহার তিনি কিছুই জানেন না। সুতরাং তিনি অবাক হইয়া বলিলেন—"দর্শন সিংহ কি আমাদের উপপতি?"

মানকুমারী বলিলেন—"না"

"তবে সে কথা বাদসাহাকে বলিলে কি হইবে"

"কি হইবে তাহা তুমি এখন বুঝিবে না, কিছু হইতেও পারে, না হইতেও পারে। কিন্তু আমি যেরূপ বলিলাম সেইরূপ বাদসাহকে কহিবে।"

কৈলাশেশ্বরী কিছু কাল নির্ব্বাক থাকিয়া আবার বলিলেন—"বাদসাহের লোকেরা আমাকে বল পূর্ব্বক ধরিয়া অন্দরে লইয়া গেলে আমি কি করিব?"

"আর কি করিবে? ধর্ম্মরক্ষার উপায় ত সঙ্গেই রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ বুকে ছুরিকা বসাইয়া দিবে।"

মানকুমারীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পাল্কীসহ রাজা দর্শন-সিংহের লোক উদ্যানে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা কৈলাশেশ্বরীকে পাল্কীতে উঠিতে বলিলেন। কৈলাশেশ্বরী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে পাল্কীতে উঠিলেন। প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধী ফাঁসির কাষ্ঠের নিকট যেরূপ মনোকষ্টে গমন করে আজ কৈলাশেশ্বরী সেই ভাবে বাদসাহের ভবনে চলিলেন।

এক ঘণ্টার পূর্ব্বেই পাল্কী বাদসাহের ভবনে পৌছিল। কৈলাশেশ্বরীকে কয়েক জন স্ত্রীলোক গৃহের প্রকোষ্ঠ মধ্যে লইয়া গেল। সেখানে তাহারা তাঁহাকে বিবিধ মূল্যবান বসন ভূষণে সুসজ্জিত করিল। কৈলাশেশ্বরী সে বসন ভূষণের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছু কাল পরে অপর ছয় জন স্ত্রীলোক কৈলাশেশ্বরীকে সঙ্গে করিয়া বাদসাহের প্রমোদ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল।

নসিরদ্দিন হায়দর কৈলাশেশ্বরীর রূপ দর্শনে বিমোহিত হইলেন। এইরূপ সুন্দরী যুবতী তিনি আর কখনও দেখেন নাই। একদৃষ্টে অনিমিষ নেত্রে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। আজ এখন পর্য্যন্তও অশ্লীল আমোদ প্রমোদ আরম্ভ হয় নাই। সুতরাং নসিরের খাস দরবারের প্রচলিত নিয়মানুসারে তাঁহার পারিষদবর্গ মাথা হেট করিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু দুই এক জন মধ্যে মধ্যে কৈলাশেশ্বরীর মুখের দিকে কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিলেন। অপর ছয় জন রমণী মধ্যে দুইজন নসিরের দক্ষিণে এবং বামে দণ্ডায়মান হইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। অন্য চারিজন

প্রচলিত নিয়মানুসারে নসিরকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিলেন। কৈলাশেশ্বরী নসিরের বসিবার স্থান হইতে প্রায় পাঁচ হস্ত দূরে উপবেশন করিলেন। সরফরাজখাঁ বাদসাহের আদেশানুসারে কৈলাশেশ্বরীকে গান করিতে বলিলেন।—কৈলাশেশ্বরী গান করিতে আরম্ভ করিলেন। সে হিন্দি গান। সে গানের অর্থ—"কবুতরের সঙ্গে কবুতরের মিল—কাকের সঙ্গে কাকের। কাশ্মীরের গুহাই আমার পক্ষে ভাল—এ রাজ প্রাসাদ নহে।"

তাঁহার গান শেষ হইবার পূর্ব্বেই নসির দুই তিন গ্লাস সুরা পান করিলেন। এখন একটু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন—সাবাস! সাবাস সুনা! এ রাত্রের গানের জন্য হাজার টাকা পাইবে।"

নসির তাঁহাকে আর একটী গান করিতে বলিলেন। কৈলাশেশ্বরী গাইতে আরম্ভ করিলেন—

"হেচ্ কছে বকেস্‌টান রাহ নো বরড্ বছুযে তু"
"বল্‌কে বপায়ে তু রওয়াদ্ হরকে রওয়াদ্ বকুয়ে তু"
"তাকে যেতু নস্থদ্ তলব্ তালিব্ এ তু কছে নসুদ"
"ফ্রি হামা, জোস্ত জুয়ে মা হাস্ত জে জোস্ত জুযে তু"

বাদসাহ আবার দুই গ্লাস সুরা পান করিলেন। এখন তিনি একেবারে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িলেন। কৈলাশেশ্বরীকে ধরিবার জন্য আসন হইতে উঠিলেন। কিন্তু অত্যধিক সুরাপান নিবন্ধন তাঁহার পদস্খলিত হইল। তিনি সম্মুখস্থিত একটী স্ত্রীলোকের গাত্রের উপর পড়িলেন। তাহাকে কৈলাশেশ্বরী মনে করিয়া সুনা সুনা বলিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। অপর স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া

অন্যান্য দিনের ন্যায় ধরাধরি করিয়া অন্দরে লইয়া চলিলেন। অদ্যকার আমোদ প্রমোদ শেষ হইল। পারিষদবর্গ যথা স্থানে চলিয়া গেলেন। কৈলাশেশ্বরী বাহিরে আসিবামাত্র দর্শন সিংহের লোকেরা তাঁহাকে পাল্কীতে করিয়া উদ্যানে লইয়া গেল।

কৈলাশেশ্বরী রাত্রে উদ্যানে পৌছিয়া মানকুমারীর নিকট সকল কথা বলিলেন। উভয়ে একত্র হইয়া আবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মানকুমারী বলিলেন—"যদি মাতাল অবস্থায় বাদসাহ তোমাকে ধরিতে আসে তবে পশ্চাতে সরিয়া যাইবে। বাদসাহকে গাত্রস্পর্শ করিতে দিবেনা। কিন্তু স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে অবৈধ প্রস্তাব করিলেই বলিবে যে, আমরা দর্শনসিংহের উপপত্নী।"

পরদিন আবার কৈলাশেশ্বরী বাদসাহের ভবনে প্রেরিত হইলেন। দর্শন শুনিয়াছেন যে বাদসাহ কৈলাশেশ্বরীকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার উজীর হইবার আশা পুনরুত্থিত হইল। তিনি মনে করিলেন যে নবাব রোসন উদ্দৌলা নিতান্ত আহম্মক। অনতিবিলম্বেই তাঁহাকে পদচ্যুত করাইতে পারিবেন। সরফরাজখাঁকেও পদচ্যুত করাইবার চেষ্টা করিবেন।

পূর্ব্বদিনের ন্যায় কৈলাশেশ্বরী বাদসাহের প্রমোদ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। বাদসাহ আজ আর অধিক সুরাপান করিলেন না। তিনি পূর্ব্বেই ঠিক করিয়াছেন আজ কৈলাশেশ্বরীকে অন্দরে লইয়া যাইবেন। অদ্যকার আমোদ প্রমোদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলনা। এক ঘণ্টা অতিবাহিত হইতে না হইতে বাদসাহ সরফরাজখাঁ ভিন্ন অপর পারিষদবর্গকে বিদায় করিলেন।

কৈলাশেশ্বরীকে সরফরাজখাঁ বাদসাহের আসনের নিকট যাইয়া বসিতে বলিলেন। কৈলাশেশ্বরী উঠিলেন না। তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। বাদসাহ আপন আসন হইতে উঠিয়া কৈলাশেশ্বরীর নিকটে চলিলেন। তাঁহার হস্ত ধরিবার উপক্রম করিবামাত্র কৈলাশেশ্বরী পশ্চাতে সরিয়া গেলেন। বাদসাহ ক্রমে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কৈলাশেশ্বরী এখন দ্রুতপদে দ্বারের দিকে চলিলেন। বাদসাহ তাঁহার কাছে যাইয়া বলিলেন—"তোমাকে সোণার ঘর নির্ম্মাণ করাইয়া দিব ; তুমিই আমার পাদ্‌সা বেগম হইবে।"

অন্যান্য নর্ত্তকীগণ কৈলাশেশ্বরীর দিকে কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। তাঁহাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিয়া আপন আপন অদৃষ্টকে মনে মনে ধিক্কার প্রদান করিল।

বাদসাহ আবার কৈলাশেশ্বরীকে বলিলেন—"তুমি আমার বেগম হইবে—এসো।"

কৈলাশেশ্বরী দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন—"কখন না—এ জীবন থাকিতে নহে।"

বাদসাহ ঈষৎ হাস্য করিলেন। আবার কৈলাশেশ্বরীকে ধরিতে উদ্যত হইলেন। সরফরাজখাঁ বাদসাহের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

কৈলাশেশ্বরী আরও পশ্চাতে সরিলেন। বাদসাহ একটু কোপাবিষ্ট হইয়া সরফরাজকে বলিলেন—"ধর বাঁদীকে।"

কৈলাশেশ্বরী অত্যন্ত ভীতা হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"আমরা দুই ভগ্নী দর্শনসিংহের উপপত্নী। আমাকে ধরিলে আত্মহত্যা করিব।"

"আমরা দুই ভগ্নী দর্শন সিংহের উপপত্নী"—এইকথা কৈলাশেশ্বরীর মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র বাদসাহ আরক্ত লোচনে কৈলাশেশ্বরীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সরফরাজখাঁ তৎক্ষণাৎ বাদসাহের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া করযোড়ে বিনীত ভাবে বলিলেন—"মুলুকে জামানিয়া! আমি পূর্ব্বেই আপনার নিকট বলিয়াছি। এই দুই বাইকে দর্শনসিংহ নিজেই উপপত্নী করিয়াছে। তিন মাস পর্য্যন্ত ইহারা আসিয়াছে। কিন্তু তিন মাসের মধ্যে ইহাদিগকে আপনার কাছে আনিল না। আমি শুনিয়াছি মান্না মুনা অপেক্ষাও সুন্দরী। ভালটী নিজে রাখিয়া ছোটটীকে আপনার কাছে পাঠাইয়াছে।"

সরফরাজের বাক্যাবসানে নসির কিছুকাল নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া অন্দরে চলিয়া গেলেন। সরফরাজ অত্যধিক সমাদর এবং বিশেষ আগ্রহ সহকারে কৈলাসেশ্বরীকে উদ্যানে প্রেরণ করিলেন।

আজ আর সরফরাজের আনন্দের সীমা পরিসীমা নাই। সরফরাজ বাদসাহের প্রমোদ প্রকোষ্ঠ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে প্রত্যহই দুই তিন বোতল উৎকৃষ্ট বিলাতি মদ লইয়া যায়েন। সরফরাজের স্ত্রী এ দেশীয় ফেরেঙ্গির কন্যা। প্রত্যহই প্রায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রথমে সংগ্রাম পরে সন্ধি স্থাপন হয়। আজ সরফরাজকে শূন্য হস্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া তাহার সহধর্ম্মিণী "বিলেইন্" (Villain) ইত্যাদি সুমধুর শব্দে অভ্যর্থনা করিলেন। অন্যান্য দিন এই প্রকারে সম্ভাসিত হইয়া সরফরাজ স্ত্রীকে সাদরে এবং সজোরে দুই একটী চপেটাঘাত করিতেন। কিন্তু আজ সরফরাজ আনন্দের স্রোতে ভাসিতেছেন। তিনি

বলিলেন My sweet devil I will make you lady Donnithrone অর্থাৎ আমার সুমধুরভূত তোমাকে আমি লেডি ডনিথ্রোন করিব।

সরফরাজ পূর্ব্বেও অনেক বার স্ত্রীকে বলিয়াছেন যে তাঁহার প্রায় আশী লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। আর বিশ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিতে পারিলেই বিলাতে যাইয়া আপন নাম পরিবর্ত্তন করিবেন। বেরোনেট হইয়া সার্ ডনিথ্রোন নাম গ্রহণ করিবেন। কিন্তু তাহার স্ত্রীর জন্য আজ উৎকৃষ্ট মাদক আনেন নাই। ভাবী উচ্চ পদের আশা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে পারে না। কিছুকাল উভয়েব মধ্যে বিলক্ষণ বাক্‌যুদ্ধ হইয়া পরে আবার সন্ধি সংস্থাপিত হইল।

পর দিন বাদসাহ আর প্রমোদ প্রকোষ্ঠে আসিলেন না। তাঁহার পারিষদবর্গ মনে করিলেন যে নুনার সংসর্গে বাদসাহ সময়াতিপাত করিতেছেন। বাদসাহ একক্রমে প্রায় তিন দিন অন্দরে রহিলেন। তিন দিনের মধ্যে আর কাহারও সঙ্গে বাদসাহের সাক্ষাৎ হইল না।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শান্তি নিকেতন।

ধর্ম্মাদর্থঃ প্রভবতি ধর্ম্মাৎ প্রভবতে সুখম্।
ধর্ম্মেণ লভতে সর্ব্বং ধর্ম্মসারমিদং জগৎ॥

আরণ্যকাণ্ডম্ রামায়ণম্

হিমাচল প্রকৃতির বিহার ক্ষেত্র! হিমাচলের শুভদর্শনা অধিত্যকার কোন স্থান নীল পীতবর্ণ তৃণমণ্ডিত। কোন স্থান বিবিধ বৃক্ষে পরিপূর্ণ। কোন কোন স্থান চির তুষারাবৃত। স্থানে স্থানে পুষ্প স্তবক শোভিতা লতা বৃক্ষশাখাতে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বদা সুশীতল বায়ু বহিতেছে। পুষ্পরেণু বায়ু সহকারে বিকীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিগ সুগন্ধে আমোদিত করিতেছে। বৃক্ষ এবং লতা হইতে সর্ব্বদা বিবিধ পুষ্প পতিত হইতেছে। ভূমিতল পুষ্পরাশীতে সমাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। জন্তুগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। নির্ঝরের কল কল শব্দ এবং পক্ষিগণের কোলাহলে সেই নির্জ্জন প্রদেশ সর্ব্বদা নিনাদিত হইতেছে। বসন্ত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত শীত, চারিঋতু একত্রে বিরাজ করিতেছে। কখনও অত্যন্ত শীতের প্রাদুর্ভাব, কখনও হেমন্তের কুজ্ঝটিকা, কখনও মেঘমালা দ্বারা গগন মণ্ডল সমাচ্ছাদিত, কখনও কখনও অল্প অল্প গ্রীষ্ম অনুভূত হইতেছে। কিন্তু তরুরাজি সর্ব্বদাই বসন্তের উপযোগী ফুল ও ফল প্রদান করিতেছে। ফলভারাক্রান্ত এক একটী তরু পার্শ্বস্থিত তরুকে আলিঙ্গন করিতেছে।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিকের লক্ষ্ণৌ পরিদর্শনের দুই তিন মাস

পরে হিমাচলের রমণীয় অধিত্যকার উপর দিয়া একটী যুবা পুরুষ ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতেছেন। যুবকের পরিধান গেরুয়া বসন। শরীর কম্বলাবৃত। তিনি দ্রুতপদে চলিতেছেন। তাঁহার চতুর্দ্দিগে বিবিধ বন্য জন্তু বিচরণ করিতেছে। জন্তুদিগের মধ্যে কেহ কাহার হিংসা করে না। তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—"একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! হিংস্র জন্তুগণ ঈদৃশ নিরীহ প্রকৃতি লাভ করিয়াছে।"

এই নির্জ্জন প্রদেশে মনুষ্যের গমনাগমনের চিহ্নও পরিলক্ষিত হয় না। যুবক একক্রমে দুইদিন পথ পর্য্যটন করিয়াছেন। পর্ব্বতস্থিত বৃক্ষের সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করিয়া সময়ে সময়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন। দুই দিন পরে তিনি উদ্যান সদৃশ বৃক্ষ সমাকীর্ণ একটী স্থানে পৌছিলেন। সেখানে উলঙ্গাবস্থায় যোগাসনে নিমিলিত নেত্রে এক জন যোগী বসিয়া রহিয়াছেন। যুবক প্রায় এক ঘণ্টা তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু যোগী চেতনাবস্থায় না অচেতনাবস্থায় বসিয়া রহিয়াছেন তাহা তিনি কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন যে ইনি একজন সিদ্ধপুরুষ হইবেন। একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বরের ধ্যান করিতেছেন। সুতরাং তাহাকে মনে মনে প্রণাম করিয়া যুবক দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে স্থানে স্থানে তিনি এই প্রকার চারি পাঁচটী যোগীকে দেখিতে পাইলেন। কিন্তু ইঁহাদের কাহারও সঙ্গে তাঁহার বাক্যালাপ হইল না। সকলেই নিমিলিত নেত্রে ধ্যান করিতেছেন।

যুবক ক্রমে হিমাচলের দক্ষিণ প্রান্তের উপত্যকার নিকট পৌছিলেন। এখানে স্থানে স্থানে সংসারত্যাগী সাধু এবং পরম-

হংসদিগের আশ্রম দেখিতে পাইলেন। এক একটী পরমহংস দুই একটী সঙ্গী সহ বাস করিতেছেন। যুবক এক একটী আশ্রমের নিকট পৌছিবামাত্র আশ্রমবাসি সাধুগণ তাঁহাকে পরম সমাদরে আশ্রমে লইয়া যায়েন। তাঁহাকে বিবিধ আহার্য্য দ্রব্য প্রদান করেন। কথনও কথনও দুই একটী ধর্ম্মের কথা বলেন। ধর্ম্ম সাধন ভিন্ন ইহাদের জীবনে আর কোন লক্ষ্য নাই।

ক্রমে তিনটী আশ্রমের আতিথ্য গ্রহণান্তর যুবক চতুর্থ আশ্রমের নিকট পৌছিলেন। এই আশ্রমের পরমহংসের পরিধান কৌপিন। সর্ব্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত। তাঁহার শরীরের চর্ম্ম হস্তীর চর্ম্মের ন্যায়। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যে শীতের অধিকার হইতে তিনি স্বীয় শরীর নির্ম্মুক্ত করিয়াছেন। নহিলে হিমাচলে কেহ অনাবৃত শরীরে তিষ্ঠিতে পারে না। তিনি লোকের সঙ্গে কথা বলেন না। প্রায় সর্ব্বদাই নিমিলিত নেত্রে ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। তাঁহার আশ্রমে আর একটী সাধু রহিয়াছেন। সেই সাধু যুবককে বিশেষ সমাদরপূর্ব্বক বিবিধ আহার্য্য দ্রব্য প্রদান করিলেন। যুবকের গাত্রের কম্বল থানি একবারে জীর্ণ দেখিয়া স্বীয় কম্বল তাঁহাকে দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু যুবক কম্বল গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বক সাধুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুকাল পরে যুবক তাঁহাকে বলিলেন "প্রভো! আপনি কথনও সীতাপুরে ছিলেন? আমার স্মরণ হয় পূর্ব্বে আপনাকে সীতাপুরে দেখিয়াছি।"

সাধু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"বাবা! আমরা সংসার ত্যাগ করিয়াছি। আমরা কথনও আত্মপরিচয় প্রদান করি না।"

যুবক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"আত্ম পরিচয় প্রদানে কি

পাপ আছে ? আপনারা কেন যে আত্ম গোপন করেন বুঝিতে পারি না।

সাধু বলিলেন—"বাবা! আত্ম পরিচয় প্রদানে পাপ নাই। কিন্তু আমরা সংসারের স্মৃতি হৃদয় হইতে দূর করিবার চেষ্টা করি। জীবনের পূর্ব্ব বিবরণ একেবারে বিস্মৃত না হইলে কাহারও নির্ব্বাণ লাভ করিবার উপায় নাই।

যুবক বলিলেন—"আপনি কি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ? নির্ব্বাণ মুক্তির কথা বৌদ্ধদিগের মুখে শুনা যায়।"

"বাবা! এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান সকলই এক। এখানে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই সমভাবে সমাদৃত। এখানে কোন প্রকার মতভেদ নাই।"

যুবক সাধুর সঙ্গে এই প্রকার বাক্যালাপ করিবার সময় অকস্মাৎ তাহার স্মরণ হইল যে, এই সাধু সীতাপুরের এক জন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা ছিলেন। কিন্তু ইঁহার নাম এখন পর্য্যন্তও তাঁহার স্মৃতি পথারূঢ় হয় নাই। সুতরাং এখন তিনি বিশেষ দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন—"প্রভো! আপনি আমার নিকট বৃথা আত্ম গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমি আপনাকে এখন চিনিতে পারিয়াছি। কিন্তু আপনার নামটী এখনও স্মরণ হয় নাই। আপনি সীতাপুরের এক জন প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন। আপনি গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমার পিতামহ জগন্নাথ শাস্ত্রী এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু আপনার সে বাক্য বৃথা হইল। তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।

সাধু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"বাবা! শাস্ত্র কখনও

মিথ্যা হইতে পারে না। তোমার পিতামহের সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে।"

যুবক কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"প্রভো! আপনি আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করেন। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি আমার পিতামহের সঙ্গে কথনও আমার সাক্ষাৎ হয় নাই।"

সাধু আবার বলিলেন—"নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে। কিন্তু তুমি তাঁহাকে চিনিতে পার নাই।

যুবক ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—প্রভো! আপনার এ কথার আর উত্তর নাই। আমার দুই বৎসর বয়েসের সময় তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনিও আমাকে চিনেন না; আমিও তাঁহাকে চিনি না। সুতরাং পথ পর্য্যটন কালে রাস্তা ঘাটে অনেকানেক সংসার ত্যাগী সাধু এবং সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ আমার পিতামহ ছিলেন মনে করিলেই আপনার গণনা ঠিক হয়।

সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি তোমার পিতামহের অনুসন্ধানার্থ হিমাচলে ভ্রমণ করিতেছিলে?

"আজ্ঞে না।"

"তবে হিমাচলে আসিলে কেন?"

যুবক সাধুর প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলিতে লাগিলেন—"আমি মনোদুঃখে আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলাম। এক জন মহাপুরুষ আমাকে অচৈতন্যাবস্থায় নদী হইতে উঠাইলেন। আমার চেতনা লাভ হইলে পর, তিনি আমাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিলেন। কিন্তু আমি তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম যে তিনি আমাকে পরিত্যাগ

করিলে আমি নিশ্চয়ই আবার আত্মহত্যা করিব। তিনি পরম দয়ালু। আমার প্রতি তিনি সদয় হইলেন। এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। পর্ব্বতের যে প্রদেশে তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম সেখানে মনুষ্যের প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। কিন্তু তিনি যোগবলে অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারই সাহায্যে সেখানে পৌছিলাম। তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমার মনে হইল যে তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বদর্শী। সুতরাং আমার অপহৃতা ভগ্নীর উদ্ধারার্থ সর্ব্বদা তাঁহাকে ত্যক্ত বিরক্ত করিতে লাগিলাম। প্রায় এক বৎসর তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। তিনি সর্ব্বদাই আমাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিতেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িলাম না। তিনি অবশেষে বলিলেন—"আমার ভগ্নী সিংহের গহ্বর হইতে ব্যাঘ্রের মুখ হইতে অক্ষুণ্ণ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তাঁহার সেই আশ্বাস বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া এখন স্বদেশে চলিয়াছি।"

যুবকের কথা শেষ হইলে পর সাধু বলিলেন—"বাবা জ্যোতিষ্-শাস্ত্র মিথ্যা নহে। তোমার পিতামহের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে।"

"কিরূপে সাক্ষাৎ হইল।"

"যে মহাপুরুষ তোমাকে নদী হইতে উঠাইয়াছেন. তিনিই তোমার পিতামহ।"

"তিনি আমার পিতামহ হইলে আত্ম গোপন করিবেন কেন?"

"বাবা! নির্ব্বাণাকাঙ্ক্ষী মহাপুরুষেরা কি কখনও আত্মপরিচয় প্রদান করেন? তাঁহারা সংসারের কার্য্যকলাপে কখনও

হস্তক্ষেপ করেন না; এবং সংসারের বিপদ দুর্ঘটনার প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেন না।"

"তবে আমাকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন কেন?"

"তোমাকে ঘোর পাপানুষ্ঠান করিতে উদ্যত দেখিয়া আর তিষ্ঠিতে পারেন নাই। বাবা! আত্মহত্যা ভয়ানক পাপ। এ পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নাই।'

সাধুর এই সকল কথা শ্রবণান্তর যুবকের মনে নানা প্রকার চিন্তা উপস্থিত হইল। তিনি কিছুকাল পরে বলিলেন—"প্রভো! আপনাদের ধর্ম্মাচরণ এবং কার্য্যকলাপ প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়। সংসারে লোক নানাপ্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছে, অত্যাচারানলে দগ্ধ হইতেছে। কিন্তু আপনাদের এই সকল অত্যাচার, দুঃখ, কষ্ট নিবারণের ক্ষমতা থাকিতেও আপনারা তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা করেন না।"

সাধু কহিলেন—"বাবা! দুর্নীতি, পাপাচার, কুসংস্কার এবং স্বার্থপরতা হইতে সংসারে দুঃখ কষ্ট সমুৎপন্ন হয়। ইহা কি কাহারও নিবারণ করিবার সাধ্য আছে?"

"আপনাদের কতকটা সাধ্য আছে বই কি?"

"আমাদের কি সাধ্য আছে।"

"আপনারা এই নির্জ্জন পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে লোকের বিশেষ উপকার করিতে পারেন। পর্ব্বতে বসিয়া আপনারা কি করিতেছেন?"

হিমাচলবাসী মহাত্মাগণ লোকের সঙ্গে অধিক বাক্যালাপ করেন না। কিন্তু সাধু এই যুবকের ভক্তি, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা এবং শিষ্টাচার দর্শনে বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন। সুতরাং তাঁহার

প্রতি সদয় হইয়া বলিতে লাগিলেন—"বাবা সংসারের বর্ত্তমান অবস্থা ধর্ম্ম সাধনের বিশেষ অনুকূল নহে। সেই জন্যই নির্ব্বাণাকাঙ্ক্ষী মহাত্মাগণ এই নির্জ্জন হিমাচলে বাস করিতেছেন। সংসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ধর্ম্ম-বিশ্বাস এবং ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম। কিন্তু এই নির্জ্জন হিমাচলই সেই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের একমাত্র সংমিলন স্থান। এখানে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ খৃষ্টান সকলেই এক প্রকার ধর্ম্ম সাধন করিতেছেন। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইতে পারে না। সকলের এক প্রকার লক্ষ্য—এক উদ্দেশ্য—সকলেই শুদ্ধ কেবল পরমেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য একাগ্রচিত্তে তাঁহারই চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। সংসারে সকল দেশ প্রচলিত ধর্ম্মই বিমিশ্র। দেশ প্রচলিত আচার, ব্যবহার, সামাজিক রীতি নীতি এবং কুসংস্কারের সঙ্গে ধর্ম্ম মিশ্রিত হইয়া পড়ে। নির্ম্মল বিশুদ্ধ ধর্ম্ম সংসারে দুষ্প্রাপ্য।

"তিব্বত এবং চীন দুইটী দেশেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত। কিন্তু তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্ম চীনের প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিব্বতের পূর্ব্ব প্রচলিত আচার, ব্যবহার, রীতিনীতির সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম্ম মিশ্রিত হইয়া এক প্রকার রূপ ধারণ করিয়াছে। চীনের আচার ব্যবহারের সঙ্গে বিবর্ত্তিত হইয়া সে ধর্ম্ম আবার রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দেশাচারের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া সংসার প্রচলিত সকল ধর্ম্মই বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। সংসারে এক ধর্ম্মাবলম্বী লোক অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে ঘৃণা করেন। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মহাত্মাগণ আপন আপন দেশ প্রচলিত আচার, ব্যবহার এবং সংস্কার পরিহার পূর্ব্বক বিশুদ্ধ মানব

প্রকৃতি লইয়া হিমাচলে আরোহণ করেন। সুতরাং এখানে মত ভেদ এবং ধর্ম্মযুদ্ধ কখনও পরিলক্ষিত হয় না।

"আমি এই আশ্রমবাসী পরমহংসের সঙ্গে চীন তিব্বত প্রভৃতি দেশ পর্য্যটন করিয়াছি। কিন্তু হিমাচলের ন্যায় ধর্ম্মসাধনের উপযোগী স্থান আর কোন দেশেই দেখি নাই। হিমাচল যোগীর সাধন ক্ষেত্র। এখানে ধর্ম্মই সুখ—ধর্ম্মই শান্তি—ধর্ম্ম সাধনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।"

সাধু এই পর্য্যন্ত বলিলে পর যুবক তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"মহাশয়? এ অধমকে ক্ষমা করিলে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতাম।"

সাধু বলিলেন—"বাবা! তোমার শিষ্টাচার দর্শনে আমি যারপর নাই প্রীতিলাভ করিয়াছি। তোমার যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর।"

যুবক বলিলেন—"প্রভো! সীতাপুরে যে আপনার বাড়ী ছিল তাহা আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে। আপনি কত বৎসর হইল সীতাপুর পরিত্যাগ করিয়াছেন?"

যুবকের আগ্রহাতিশয় দর্শনে সাধু বলিলেন—"বাবা! আমার জীবনের পূর্ব্ব বিবরণ বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তোমার কৌতূহল নিবারণার্থ আমি তোমার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছি। আমি সীতাপুরের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত শম্ভুপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আমার নাম পণ্ডিত দেবীপ্রসাদ। দেশ প্রচলিত কুসংস্কার এবং জাত্যভিমান আমাকে ঘোর পাপার্ণবে নিমগ্ন করিয়াছিল। কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় শুদ্ধ কেবল সাধুভক্তি আমাকে এই স্থানে আনিয়াছে। রাজস্ব আদায় উপলক্ষে অযোধ্যায় নবাবের

চাকলদার আমাদের গৃহের স্ত্রীলোকদিগকে অপমান করিয়াছিল। চির সংস্কার নিবন্ধন মুসলমানের সংস্পর্শ গুরুতর পাপ মনে করিয়া পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে আত্মহত্যা করিতে পরামর্শ প্রদান করিলাম। তাঁহারা সরযুবক্ষে আত্ম সমর্পণ করিলেন। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া দস্যুদলভুক্ত হইলেন। আমি সাধু সঙ্গ লাভ করিবার জন্য হিমাচলে আসিলাম।

"বাবা! আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পণ্ডিত বলদেব প্রসাদ অনেক শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যবসা করিবার নিমিত্ত শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলে তাহাতে অপকার ভিন্ন উপকার হয় না। তিনি অত্যন্ত অভিমানি ছিলেন। গৃহে মুসলমান প্রবেশ করিয়াছে; লোক সমাজে নিন্দা হইবে; অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমাদিগকে সমাজচ্যুত করিবে; এই আশঙ্কায় তিনি স্বর্ণ প্রতিমা সম কন্যাদ্বয়কে আত্মহত্যা করিতে বলিলেন। বদ্ধমূল কুসংস্কার বশতঃ আমরা দুই ভাই নারী হত্যা এবং আত্মহত্যারূপ ভয়ানক পাপের সহায়তা করিলাম। আমরা দস্যু কিম্বা ঠগীদিগকে ঘোর পাপী বলিয়া মনে করি। কিন্তু জাত্যভিমান এবং কুসংস্কার কখন কখনও আমাদিগকে ঠগী অপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠুর করিয়া তোলে। লক্ষ্মী স্বরূপা রমণীদিগকে আত্ম হত্যা করিতে বলিয়া ঘোর পাপানুষ্ঠান করিয়াছি।

"বাবা! তুমি আমাকে স্বদেশে যাইতে অনুরোধ করিতেছ। কিন্তু আমাদের ন্যায় চারি পাঁচ জন লোক স্বদেশে গমন করিলে কি দেশের মঙ্গল হইবে। বরং অনেক অমঙ্গল হইবারই সম্ভব। আমরা দেশে গেলেই আমাদের এক এক জনের অনেকানেক শিষ্য জুটিবে। এক এক জনের শিষ্যগণ দ্বারা এক একটী

নূতন সম্প্রদায় গঠিত হইবে। দেশে শত শত সম্প্রদায় রহিয়াছে। আমাদের দ্বারা আর চারি পাঁচটী সম্প্রদায় বৃদ্ধি হইবে। এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি হিংস্র জন্তুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছে। মুসলমান খৃষ্টানকে ঘৃণা করিতেছে। খৃষ্টান মুসলমানকে ঘৃণা করে। আবার হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টান উভয়কে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম সাধন প্রণালী, আচার ব্যবহার এবং বাহিরের কার্য্যকলাপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। সংসারের লোক সেই বাহিরের কার্য্যকলাপ লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু সকল দেশ প্রচলিত ধর্ম্মেরই সারাংশ অভিন্ন। সকল ধর্ম্মের সারাংশই—ঈশ্বর লাভ চেষ্টা। সংসারে কেবল ধর্ম্মের আবরণ অর্থাৎ বাহিরের কার্য্যকলাপ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই নির্জ্জন হিমাচলে প্রবেশ না করিলে ধর্ম্মের সারাংশ উপলব্ধি হয় না। এখানে সংসারের আচার ব্যবহার রীতিনীতি, দেনা পাওনা কিছুই নাই। সাধুগণ সংসার হইতে নির্লিপ্ত হইয়া শুদ্ধচিত্তে হিমাচলে আরোহণ করেন। সুতরাং এখানে মতভেদ উপস্থিত হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু জন্মমাত্রেই কেহ হিমাচলে আরোহণ করিতে পারেন না। সংসার উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ত্যাগস্বীকার এবং নিষ্ঠা প্রথমে সংসারে থাকিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। সংসার প্রদত্ত শিক্ষা লাভ করিবার পূর্ব্বে এখানে আসিলে বিশেষ উপকার হয় না। সেই জন্যই তোমার পিতামহ তোমাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিতেন।”

সাধুর বাক্যাবসানে যুবক সাধুর নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সাধু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলি-

লেন—"বাবা! তোমাকে আমি চিনিতে পারিয়াছি। তুমি সীতাপুরের গঙ্গাপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুত্র কাশীনাথ।"

কাশীনাথ বলিলেন—"আমি এখন লক্ষ্ণৌ যাইব বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছি। প্রভো! কৃপা করিয়া বলুন আর কত দিনে আমার অপহৃতা ভগ্নীকে উদ্ধার করিতে পারিব। আমার মনে হয় যে আপনারা সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বদর্শী।

সাধু বলিলেন—"বাবা তুমি কাণপুর হইয়া পরে লক্ষ্ণৌ গমন কর। কাণপুরে তোমার ভগ্নীর বর্ত্তমান অবস্থা বোধ হয় জানিতে পারিবে।"

"কাণপুরে কিরূপে তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা জানিতে পারিব?"

"কাণপুরে জয়পালসিংহ নামে এক বস্ত্রবিক্রেতা ছিল। তাহারই বাড়ীতে তোমার ভগ্নী কারারুদ্ধ ছিলেন।"

কাশীনাথ সাধুর চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। প্রায় পনর দিন পরে কাণপুরে পৌঁছিলেন। পথে অনেকানেক সংসারত্যাগী সাধু এবং পরমহংসের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

কাণপুরে পৌঁছিয়া তিনি জয়পালসিংহের বাড়ীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। জয়পাল সিংহের উদ্যানে প্রবেশ করিবা-মাত্র অযোধ্যানাথের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অযোধ্যানাথ তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কাশীনাথ তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমুদয় বিবরণ বলিলে পর, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল। তিনি হারাধন পাইয়া বারম্বার কাশীনাথকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

অযোধ্যানাথের ব্যারাম এখন প্রায় অরোগ্য হইয়াছে। সুতরাং তিনি অনতিবিলম্বে কাশীনাথ এবং বুন্দিয়াকে সঙ্গে করিয়া লক্ষ্নৌ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

ভারত রমণী।

Truly, if Hindustan is ever saved, it will be by the virtues of its women ; for more honourable, more honest minded, more nobly-endowed female humanity is not to be found in the most highly civilized regions of the earth than amongst the zenanahs of India.—*W. Knighton.*

শুক্রবার। বেলা তুই প্রহর হইয়াছে। মুসলমানদিগের জুম্মা নেমাজ। আজ পাদ্‌সা বেগম হাজ্‌রাৎ আব্বাসের দরগায় নেমাজ করিতে যাইবেন। লক্ষ্নৌর রাস্তাঘাট লোকারণ্যে পরিপূর্ণ। দিগ্‌দিগন্তর হইতে শত শত অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, কাঙ্গাল, গরিব নগরে প্রবেশ করিতেছে। প্রত্যেক মাসের প্রথম শুক্রবার পাদ্‌সা বেগম পুত্র কামনা করিয়া দরগায় নেমাজ করেন। নেমাজের পর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে কাঙ্গাল গরিবদিগকে দশ হাজার টাকা দান করেন। তাঁহার গমন পথের উভয় পার্শ্বে সহস্র সহস্র ভিক্ষুক দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

পাদ্‌সা বেগম দরগায় চলিয়াছেন। সাংগ্রামিক পরিচ্ছদে এক দল সৈনিক পুরুষ রণবাদ্য করিতে করিতে সর্ব্বাগ্রে চলি-

য়াছে। তাহাদের পশ্চাতে দ্বিতীয় এক দল সৈন্য অস্ত্র শস্ত্র সহ গমন করিতেছে। ইহাদিগের পশ্চাতে রৌপ্য মণ্ডিত শিবিকা। শিবিকার উপরে আফ্‌তাদ্‌ অর্থাৎ স্বর্ণবিনির্ম্মিত রাজছত্র। পাদ্‌সা বেগম ভিন্ন অন্য কোন বেগম এই ছত্র ব্যবহার করিতে পারেন না। পাদ্‌সা বেগমের শিবিকা পাল্কী কিম্বা ডুলির ন্যায় নহে। এক খানি ক্ষুদ্র গৃহের ন্যায় প্রকাণ্ড চতুর্দ্দোল। শীরে উষ্ণীষধারী সুপরিষ্কৃত বস্ত্র পরিহিত বিশজন বাহক স্কন্ধে করিয়া শিবিকা বহন করিতেছে। স্বর্ণখচিত পর্দ্দা সমাচ্ছাদিত শিবিকার মধ্যে দুই একটী প্রিয় সহচরী সহ বেগম বসিয়া রহিয়াছেন। শিবিকা বাহকদিগের পশ্চাতে সুসজ্জিতা বিশজন স্ত্রীলোক পদব্রজে চলিয়াছে। শিবিকা দরগার দ্বারে পৌঁছিলে এই স্ত্রীলোকেরা শিবিকা স্কন্ধে করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে। স্ত্রীবাহিকাদিগের পশ্চাতে রূপার আশা ছোটা হাতে করিয়া আশাবরদার এবং চোবদার চলিয়াছে। ইহাদিগের পশ্চাতে স্বর্ণখচিত বসন পরিধান এবং স্বর্ণমণ্ডিত উষ্ণীষ ধারণ পূর্ব্বক হস্তীপৃষ্ঠে প্রধান খোজা চলিয়াছেন।

যথা সময়ে বেগম দরগায় প্রবেশপূর্ব্বক নেমাজ করিলেন। পুত্র কামনা করিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাঁহার মাসিক নির্দ্ধারিত দানের দশ সহস্র টাকা সমাগত কাঙ্গাল, গরিব, অন্ধ, আতুরদিগের মধ্যে বিতরিত হইল। বেগম প্রত্যেক মাসের প্রথম শুক্রবার দশ সহস্র টাকা দান করেন।

মুনার সঙ্গে দ্বিতীয় দিবসের সাক্ষাতের পর নসির গত তিন দিবসের মধ্যে আর বাহিরে আসেন নাই। সরফরাজ খাঁ ভিন্ন

তাঁহার অন্যান্য পারিষদেরা বলিতেছেন যে বাদসাহ নুনাকে অন্দরভুক্ত করিয়াছেন; এবং নুনার সংসর্গে অন্দরে সময়াতিবাহন করিতেছেন।

আজ পাদ্‌সা বেগম দরগায় চলিয়া গেলে পর, নসির পাদ্‌সা বেগমের গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পারিষদবর্গ খাস দরবার গৃহে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। পাদ্‌সা বেগমের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার অন্দর হইতে নসির বাহির হইলেন। পাদ্‌সা বেগমের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করিলেন না।

পাঠক! এই মহাসমারোহ, জাঁকজমক, রৌপ্য মণ্ডিত শিবিকা, হস্তী, খোজা, দাস দাসী এবং বিপুল ধন সম্পত্তি কি পাদ্‌সা বেগমকে সুখী করিতে পারে? যে কৃষক রমণী আজ সন্তান বক্ষে করিয়া পাদ্‌সা বেগমের দান গ্রহণার্থ তাঁহার গমন পথের এক পার্শ্বে দাড়াইয়াছিল, সে কি পাদ্‌সা বেগম অপেক্ষা অধিকতর সুখী নহে? * * * * *

* * * * * * * *

পাদ্‌সাবেগমের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে নসিরকে তাঁহার অন্দর হইতে বাহির হইতে দেখিয়া ইংরেজ পারিষদবর্গ মধ্যে একজন অপরকে বলিতেছেন—"বোধ হয় বাদসাহ পদ্‌সা বেগমের গৃহ নুনাকে দিবেন। সেই জন্যই পাদ্‌সা বেগমের গৃহ দেখিতে গিয়াছিলেন। পাদসা বেগমকে হয় ত অন্য গৃহে প্রেরণ করিবেন।"

দ্বিতীয় পারিষদ বলিলেন—"এ নূতন ছুঁড়ীর অদৃষ্ট ভাল। দুই দিন নাচ্ গান্ করিয়াই বাদসাহের বেগম হইল। আমরা ওকে ভাল ক'রে একটু দেখতেও পেলাম না।"

পারিষদদ্বয়ের এইরূপ কথাবার্ত্তার সময় নব মন্ত্রী নবাব

রোসন উদ্দৌলা এবং রাজা দর্শনসিংহ সেখানে আসিয়া জুটিলেন। ইংরেজ পারিষদদিগকে সুনার প্রশংসা করিতে শুনিয়া দর্শন মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। কিছুকাল পরে নসির এবং সরফরাজখাঁ গৃহে প্রবেশ করিলেন। অপরাহ্নে সকলে একত্র হইয়া গোমতীর অপর পার্শ্বে উদ্যানে ভ্রমণ করিতে চলিলেন।

অপরাহ্নে নগর ভ্রমণ উপলক্ষে বাহির হইবার সময় নসির প্রায়ই হ্যাট কোট পরিধান পূর্ব্বক বাহিরে যাইতেন। উদ্যানে পৌঁছিয়া নসির আপন হ্যাটের ছিদ্রের মধ্যে অঙ্গুলি দিয়া হ্যাট ঘুরাইতে লাগিলেন। এখন পর্য্যন্ত হাসির কথা কাহারও মুখ হইতে বাহির হয় নাই। হাসির হি হি শব্দ এখনও আরম্ভ হয় নাই। প্রত্যেক পারিষদ এদিক ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হাস্য উদ্দাপক কোন বস্তু কি ঘটনা কাহারও দৃষ্টি পথে পড়িল না। নবাব রোসনউদ্দৌলা প্রায় পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত হাস্য করিবার জন্য মুখ হাঁ করিয়া বসিয়াছেন। বাদসাহের মুখ হইতে কথা বাহির হইলে সকলের অগ্রে তিনি হাস্য করিয়া বিশেষ রসিকতার এবং আনুগত্যের পরিচয় প্রদান করিবেন। কিন্তু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গোপাল ভাঁড় না হইলে নিত্য নূতন হাসির কথা কেহ রচনা করিতে পারে না। নসিরের খাস দরবারে তদ্রূপ সুরসিক লোক নাই। তবে তাঁহার আমোদ প্রমোদের সময় প্রত্যহই কয়েকটা পরমাসুন্দরী রমণী তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করেন। সুতরাং সেখানে হাসির কোন কথা না জুটিলেও শুদ্ধ কেবল এই রমণীগণের উপস্থিতি একটা না একটা হাসির কারণ সংঘটন করিতে পারে। রমণীর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িলেই হাসি পায়। কিন্তু উদ্যানে এখন কয়েকটা

যমদূতের ন্যায় মোটা মোটা ইংরেজ। ইহাদিগকে দেখিলে পেটের প্লীহা চমকিয়া উঠে। তাহাদিগকে দেখিলে কাহারও হাসি পায় না। সুতরাং হাসির কোন ঘটনা কি কথা আর জুটিল না। নবাব রোসন উদ্দৌলা অগত্যা নসিরকে অঙ্গুলির উপর টুপী ঘুরাইতে দেখিয়া তাহাই বিলক্ষণ হাসির কারণ মনে করিলেন। বাহা! বাহা! এই বলিয়া এই ঘটনা উপলক্ষে হি হি শব্দে একটু হাসিলেন। বাদসাহও ঈষৎ হাস্য করিলেন। সুতরাং অন্যান্য পারিষদবর্গ কর্ত্তব্যের অনুরোধে একটু মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসিলেন।

রাজা দর্শনসিংহই নসিরের গোপাল ভাঁড়। তিনি দেখিলেন যে নবাব রোসন উদ্দৌলা হাসির উপযুক্ত কারণাভাবেও অগ্রে হাস্য করিয়া বাদসাহের প্রিয়পাত্র হইবার চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং তিনি নবাব রোসন উদ্দৌলার উপর বিরক্ত হইলেন। এবং সকলকে হাসাইবেন মনে করিয়া রসিকতা প্রদর্শনচ্ছলে বলিলেন—"মুল্‌কে জামানিয়ার পাগড়ীতে ছিদ্র।"

"মুল্‌কে জামানিয়ার পাগড়ীতে ছিদ্র"—এই কথা দর্শনসিংহের মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র নসির আরক্তলোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অন্যান্য পারিষদেরা হাসিবেন বলিয়া মুখ খুলিয়া ছিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সকলে হস্ত দ্বারা ওষ্ঠদ্বয় চাপিয়া ধরিলেন। নসির সজোরে সম্মুখস্থিত টেবিলের উপর করাঘাত করিয়া বলিলেন—"রোসন! রোসন! শালা বিদ্রোহীকে এখনই বান্ধিয়া কারাগারে লইয়া যাও। ইহার শিরশ্ছেদন কর।"

অকস্মাৎ বাদসাহকে এইরূপ কোপাবিষ্ট দেখিয়া সকলেই

বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কিন্তু বাদসাহ আর কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ না করিয়া রাজা দর্শনসিংহের হস্তপদ লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন *। বাদসাহের হুকুম অনুসারে রোসন তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ শরীররক্ষক কাপ্তানকে দর্শনসিংহকে কারাগারে লইয়া যাইতে বলিলেন। কাপ্তান দর্শনসিংহকে লইয়া কারাগারে চলিলেন।

এদিকে বাদসাহ আপন হ্যাট ছুড়িয়া ফেলিলেন। ভূমিতলে সজোরে পদাঘাত পূর্ব্বক বলিলেন—"সন্ধ্যার পূর্ব্বে ইহার প্রাণদণ্ড করিতে হইবে। রোসন! সন্ধ্যার পূর্ব্বে দর্শনসিংহের শিরশ্ছেদন কর।"

দর্শনসিংহ কারাগারে প্রেরিত হইলেন। রোসন তাঁহার প্রাণদণ্ডের আয়োজন করিতে চলিলেন। বাদসাহ হস্তীতে আরোহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রাজা দর্শনসিংহ যে কি অপরাধে কারাগারে প্রেরিত হইলেন, তাহা নসিরের ইংরেজ পারিষদবর্গ এখনও বুঝিতে পারেন নাই। নসিরকে তাঁহারা সে বিষয় প্রশ্ন করিতেও সাহস করেন না।

নসিরের পিতা গাজিউদ্দিন হায়দর নসিরকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করেন নাই। লোকে বলে নসির তৎকালের ইংরেজ রেসিডেণ্টকে দুই কোটী টাকা উৎকোচ প্রদান করিয়া সিংহাসন লাভ করিয়াছেন। সুতরাং নসির মনে করিলেন যে—"মুল্‌কে জামানিয়ার পাগড়ীতে ছিদ্র"—এই কথার অর্থ—তিনি ন্যায়ানুসারে রাজমুকুট লাভ করেন নাই—তাঁহার রাজমুকুটে ছিদ্র

---

* Vide note (9) in the appendix

রহিয়াছে। তিনি সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন না। দর্শন সিংহের কথার এইরূপ অর্থ করিয়া নসির তাঁহাকে বিদ্রোহী সাব্যস্ত করিয়াছেন; এবং তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন। নসির অযোধ্যার স্বাধীন বাদসাহ। তাঁহার আপন রাজ্যের প্রজাদিগের সম্বন্ধে তিনি ইচ্ছানুযায়ী হুকুম করিতে পারেন। গবর্ণর জেনেরলের কিম্বা রেসিডেণ্টের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। কেবল ইংরেজ কর্ম্মচারি কিম্বা অযোধ্যাবাসি ইংরেজদিগকে দণ্ড করিতে হইলে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের মত গ্রহণ করিতে হয়। রেসিডেণ্ট শুনিলেন বাদসাহ রাজা দর্শন সিংহের প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন যে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।

গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালে নসির তাঁহার অন্যতম পারিষদ তাঁহার ইংরেজী শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মাষ্টার! রাজবিদ্রোহীকে ইংলণ্ডের রাজা এইরূপ দণ্ড প্রদান করেন না?"

শিক্ষক বলিলেন—"মুল্‌কে জামানিয়া! বিদ্রোহীদিগকে ইংলণ্ডেশ্বরও ঠিক এই প্রকার গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে বন্দি করেন। কিন্তু পরে বিচার করিয়া দণ্ডবিধান করেন।"

"বেশ—আমি তাহাই করিব।"

তখন শিক্ষক শশব্যস্তে বলিলেন—"মুল্‌কে জামানিয়া! আপনি ত রাজা দর্শন সিংহের প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন। নবাব রোসন উদ্দৌলা তাঁহার প্রাণদণ্ডের অয়োজন করিতেছেন।"

শিক্ষকের কথায় নসির কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। কিন্তু শিক্ষক রাজা দর্শনসিংহের হিতাকাঙ্ক্ষী। সুতরাং তিনি আবার

বলিলেন—"মুল্‌কে জামানিয়ার হুকুম হইলে আপনার অভিপ্রায় আমি এখনই নবাব রোসন উদ্দৌলাকে জানাইতে পরি।"

নসির বড় সঙ্কটে পড়িলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে শিক্ষক তাঁহার কথার প্রত্যুত্তরে বলিবেন যে, ইংলণ্ডের রাজাও বিদ্রোহীর সম্বন্ধে ঠিক এই প্রকার আদেশ করেন। নসিরের পারিষদবর্গ মধ্যে কখনও কেহ নসিরের কার্য্য অন্যায় হইয়াছে বলিতে সাহস করেন নাই। নসিরের ইচ্ছা নাই যে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রত্যাহার করেন। সুতরাং তিনি মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বসিয়া রহিলেন।

কিন্তু নসিরের ইংরেজি শিক্ষক আবার বলিলেন—"মুল্‌কে জামানিয়া! তবে আমি চলিলাম। আপনার অভিপ্রায় নবাব রোসন উদ্দৌলাকে এখনই জানাইব।"

শিক্ষক এই বলিয়াই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক কারাগারের নিকট বধ্য স্থানে পৌছিলেন। কি শোচনীয় দৃশ্য তাঁহার দৃষ্টি পথে পড়িল! দর্শনসিংহের পরিধানের মূল্যবান বস্ত্রাদি ধৃতকারী সিপাহীগণ আপনাদিগের মধ্যে বণ্টক করিতেছে। একখানি মলিন ছিন্ন বস্ত্র দর্শনকে পরিধান করিতে দিয়াছে। তাঁহার হাতের বন্দুক এবং স্বর্ণ মণ্ডিত তরবারি নবাব রোসনউদ্দৌলার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। পাঁচ সহস্র টাকা মুল্যের দর্শনসিংহের স্বর্ণখচিত উষ্ণীষ একজন মেথর পদতলে দলন করিতেছে। বাদসাহ আদেশ করিয়াছেন দর্শনসিংহের প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বে তাঁহার সাক্ষাতে মেথর তাঁহার শিরোভূষণ পদতলে দলন করিবে। তাঁহার বন্দুক এবং তরবারি চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে হইবে।

দর্শনসিংহ মলিন বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সামান্য পাহারাওয়া-

দাদের খাটিয়ার উপর অনাবৃত শরীরে অধোমুখে বসিয়া রহিয়াছেন।

শিক্ষক ঊর্দ্ধ শ্বাসে কারাগারের নিকট পৌছিয়া নবাব রোসন উদ্দৌলাকে বাদসাহের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। নবাব রোসন উদ্দৌলা মুখে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি অগত্যা দর্শনসিংহকে কারাগারে বন্দিস্বরূপ রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

নবাব রোসনউদ্দৌলার প্রস্থানের পর গোপনে শিক্ষক কারাগারে প্রবেশ করিলেন। দর্শনসিংহ তাঁহাকে দেখিবামাত্র কাতর-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"ভাই! আমি পরিহাসচ্ছলে বলিয়া ছিলাম।—"আপনার পাগড়ীতে ছিদ্র।" বাদসাহ কি জানেন না যে তাঁহার পিতা এবং খুল্লতাতগণ তাঁহাকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিলে, রেসিডেণ্টকে দুইকোটী টাকা দিতে সর্ব্বাগ্রে আমিই পরামর্শ দিয়াছিলাম। রেসিডেন্সির ক্লার্ক গোলাম-হোছেনখাঁর সঙ্গে কে পরামর্শ করিয়াছিল? ভাই বাদসাহ নিশ্চয়ই আমার প্রাণ দণ্ড করিবেন। রোসন আমার পরম শত্রু। তুমি ইংরেজ। স্ত্রীলোকদিগকে তোমরা সম্মান কর। আমার মৃত্যুর পর আমার স্ত্রীপুত্রকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবে। রেসিডেণ্ট সাহেবকে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে বলিবে। আমি সৈনিক পুরুষ। আমি অনায়াসে সিপাহীদিগের প্রহার সহ্য করিতে পারি। কিন্তু আমার স্ত্রীগণ, আমার কন্যাগণ, আমার শয্যাগত বৃদ্ধ পিতা এবং আমার পুত্রদ্বয় কখনও প্রহারের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে না। রোসন নিশ্চই আমার বাড়ী ঘর লুট করিবে। লুট করিবার সময় আমার স্ত্রীপুত্র কন্যা সকলকেই প্রহার করিবে।

"আমার পরিধান বস্ত্রাদি যাহা কিছু সঙ্গে ছিল সমুদয় সিপাহীরা নিয়াছে। আমি অতি কষ্টে উরুদেশে এই হীরার অঙ্গুরীটী লুকাইয়া রাখিয়াছি। এই অঙ্গুরী তোমার কাছে রাখ। আমার পরিবারবর্গ একেবারে দরিদ্র হইয়া পড়িলে, তাঁহাদিগের অন্নকষ্ট হইলে এই অঙ্গুরী বিক্রয় করিয়া ইহার মূল্য তাঁহাদিগকে দিবে। তাঁহাদের সমুদয় সম্পত্তি বাদসাহ ক্রোক করিবে।"

দর্শনসিংহ এই বলিয়া একটী হীরার অঙ্গুরী এই ইংরেজটীর হস্তে প্রদান করিলেন। অঙ্গুরীর মূল্য প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা হইবে।

শিক্ষক বলিলেন—"ভাই আমি এখানে অধিক বিলম্ব করিলে তোমার অনিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু আমি প্রাণপণে তোমার উপকারের চেষ্টা করিব। আমার মনে হয় নাপিত কোন ষড়যন্ত্র করিয়াছে।"

এই বলিয়াই শিক্ষক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে রাত্রে নবাব রোসনউদ্দৌলা এবং সরফরাজ খাঁ বাদসাহের নিকট গমন করিলেন। বাদসাহ সরফরাজখাঁকে বলিলেন—"মাষ্টার বলেন ইংলণ্ডের রাজা বিদ্রোহীকে প্রথমে বন্দি করেন, পরে বিচার করিয়া দণ্ড প্রদান করেন।"

সরফরাজখাঁ বলিলেন—"মুল্‌কে জামানিয়া বিলাতে বড় বড় জজদিগকে আমি কামাইতাম। আমি তাহাদের চুল গ্রাস করিয়াছি। বিলাতের খবর ও মাষ্টার কি জানে; ও কয়জন জজ দেখিয়াছে?"

বাদসাহ বলিলেন—"বিলাতের রাজা তবে কি করিতেন?"

সরফরাজ খাঁ কোপাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—"বিলাতের রাজা

আর কি করিতেন? বিদ্রোহীর মালামাল ক্রোক করিতেন। তাঁহার পরিবার আত্মীয় স্বজন সকলের প্রাণ দণ্ড করিতেন। তাঁহার ভিটায় ঘুঘু চরাইতেন—"

"ভিটায় ঘুঘু চরাইতেন" এই কথা শুনিয়াই নবাব রোসন-উদ্দৌলা করযোড়ে বলিলেন—"মুল্‌কে জামানিয়া! বিলাতের বিচার এবং আমাদের কোরাণের বিচার ঠিক এক প্রকার। কোরাণে লিখিত আছে—"দুস্‌মনের ভিটায় পুষ্করিণী।" দর্শন-সিংহের ঘরের ভিটায় পুষ্করিণী করিতে হইবে।"

বাদসাহ বলিলেন—"কোরাণে যেরূপ আছে তাহাই কর—দর্শনের সমুদয় পরিবার আত্মীয় স্বজনের শিরশ্ছেদন কর—ভিটায় পুষ্করিণী কর।"

এই সকল কথাবার্ত্তার পর সেই রাত্রেই দর্শনসিংহের বাড়ী লুট এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সিপাহী প্রেরিত হইল।

পাঠক! দর্শনসিংহ ঘোর পাপী। তাঁহার দুরবস্থা দর্শনে তোমার মনে কষ্ট না হইতে পারে। কিন্তু দর্শনের নিরপরাধা স্ত্রীত্রয়, তাঁহার বৃদ্ধ পিতা এবং তাঁহার পুত্র কন্যাগণের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে নিশ্চয়ই তোমার অশ্রু বিসর্জ্জিত হইবে।

অযোধ্যার বাদসাহের সিপাহীগণ যথা সময়ে বেতন পায় না। তাঁহারা বর্ত্তমান সময়ের কোন কোন জেলার পোলিসের ন্যায় এক প্রকার লাইসেন্স প্রাপ্ত দস্যু; (Licensed Dacoits) রাজ্য লুট করিয়া উদর পূর্ণ করে। বিশেষতঃ ইহাদিগের সঙ্গে নবাব রোসন উদ্দৌলার বিশ্বস্ত লোক প্রেরিত হইয়াছে। সকলেরই বিশ্বাস দর্শনসিংহের পিতার প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সঞ্চিত আছে। নবাব

রোসনউদ্দৌলা মনে মনে স্থির করিয়াছেন, এই ক্রোক উপলক্ষে অন্যূন দশ লক্ষ টাকা তিনি নিজে আত্মসাৎ করিবেন। সেই জন্যই সিপাহীদিগের সঙ্গে নিজের বিশ্বস্ত লোক প্রেরণ করিয়াছেন।

সিপাহীগণ দর্শনসিংহের বাড়ী পৌঁছিল। দর্শনের তিন স্ত্রী, চারিটী যুবতী কন্যা, দুইটী বালিকা, দুইটী বালক এবং তাহার বৃদ্ধ পিতাকে তাহারা বন্ধন করিল। দর্শনসিংহের গৃহের সমুদয় জিনিসপত্র বাহির করিয়া তাহার অধিকাংশ সিপাহীগণ আত্মসাৎ করিল। অবশিষ্ট লক্ষ্ণৌ প্রেরিত হইল। কিন্তু তাঁহার গৃহে নগদ এক লক্ষ টাকার অধিক পাওয়া গেল না। নবাব রোসনউদ্দৌলার নিজের লোকেরা সিপাহীদিগকে দর্শনের স্ত্রী এবং কন্যাকে প্রহার করিতে আদেশ করিলেন। নগদ টাকা কোথায় রহিয়াছে, তাহা না বলিলে ইজ্জত নষ্ট করিবে বলিয়া সিপাহীগণ ভয় দেখাইতে লাগিল। দস্যু সদৃশ সিপাহীগণ স্ত্রীলোকদিগকে প্রহার এবং বিবিধ প্রকারে অপমান করিতে আরম্ভ করিল। ইহাদিগের গহনা এবং পরিধানের বস্ত্র পর্য্যন্ত কাড়িয়া নিল। ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া ইঁহারা লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এক এক খানি বস্ত্রখণ্ডে বক্ষ ঢাকিবার উপায় নাই। অনাবৃত বক্ষে আজ রাজা দর্শনসিংহের স্ত্রী এবং কন্যা, আর মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন বাতব্যাধি রোগে শয্যাগত তাঁহার পিতা জয়পালসিংহ লক্ষ্ণৌনগরে প্রেরিত হইতেছেন। * *

* * * * * *

কাণপুর হইতে লক্ষ্ণৌ যাইবার রাস্তার পার্শ্বে—লক্ষ্ণৌ হইতে দশ ক্রোশ দূরে দর্শনসিংহের বাড়ী। সেই রাস্তা দিয়া সর্ব্বদাই পথিকগণ গমনাগমন করিতেছে।

পণ্ডিত অযোধ্যানাথ, কাশীনাথ এবং বুন্দিয়া এই রাস্তা দিয়া লক্ষ্ণৌ যাইতেছেন। তাঁহারা দর্শনসিংহের বাড়ীর নিকটে পৌঁছিয়া দেখিলেন বহুসংখ্যক সিপাহী মালামালসহ কয়েকটী স্ত্রীলোক এবং পুরুষকে বন্দি করিয়া লইয়া চলিয়াছে। সেই স্থানের লোকদিগের নিকট অনুসন্ধান করিয়া শুনিলেন অযোধ্যার বাদসাহের হুকুম অনুসারে সিপাহীরা রাজা দর্শনসিংহের বাড়ী লুট করিয়াছে; দর্শনসিংহের পিতা পুত্র স্ত্রী কন্যা প্রভৃতিকে ফাঁসি দিবার জন্য লক্ষ্ণৌ লইয়া যাইতেছে। আর কতকগুলি লোক এখনও দর্শনসিংহের গৃহের ভিটা খনন করিয়া গুপ্তধনের অনুসন্ধান করিতেছে।

কাশীনাথ এই সংবাদ শ্রবণমাত্র তাঁহার পূর্ব্ব কথা স্মৃতিপথারূঢ় হইল। তাঁহার হিমাচলে অবস্থান কালে তাঁহার প্রাণদাতা হিমাচলবাসি মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন—"এই বালিকার ষড়যন্ত্রে দর্শনসিংহ সপরিবারে বিনষ্ট হইবে এবং নসিরদ্দিন হায়দরও প্রাণ হারাইবে।"

তিনি তৎক্ষণাৎ অযোধ্যানাথকে বলিলেন—"ভাই! বোধ হয় মানকুমারীর ষড়যন্ত্রে দর্শনসিংহের পরিবারের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। দর্শনসিংহ ঘোর পাপী। তাহার জন্য আমার মনে কষ্ট হয় না। কিন্তু এই নিরপরাধা রমণী এবং দর্শনসিংহের পিতাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিব। চল ইহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্ণৌ গমন করি।"

অযোধ্যানাথ কাশীনাথের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু বুন্দিয়া সিপাহী দেখিয়া প্রাণের ভয়ে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল। সে আর কিছুতে সিপাহী-

দিগের নিকটে যাইতে সম্মত হয় না। সে কাণপুর ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল। অনেক কষ্টে কাশীনাথ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। পরে বুন্দিয়া এবং অযোধ্যানাথ স্বতন্ত্র পথে লক্ষ্ণৌ চলিলেন। কাশীনাথ সিপাহীদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

দর্শনসিংহের বাড়ী হইতে প্রায় ছয় সাত ক্রোশ দূরে গমন করিলে পর, বেলা অবসান হইল। সিপাহীগণ রাত্রে সেথানে বিশ্রাম করিবে বলিয়া স্থির করিল। সিপাহীরা আপন আপন আহারের আয়োজন করিতে লাগিল। কেহ চুল্লি খনন করে, কেহ রুটী প্রস্তুত করে। দর্শনসিংহের স্ত্রী পুত্র কন্যা একত্র হইয়া একটী বৃক্ষতলে বসিয়াছেন। দর্শনের পিতা একখান গরুর গাড়ীতে মৃত প্রায় পড়িয়া রহিয়াছেন।

কাশীনাথ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এই সময় দর্শন-সিংহের পরিবারদিগের সঙ্গে কথা বলিবেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই প্রহার যন্ত্রণা, মনোকষ্ট এবং লজ্জায় অশ্রুপূর্ণ নয়নে অধোমুখে বসিয়া আছেন। কাশীনাথ ধীরে ধীরে তাঁহাদের নিকটে যাইয়া বসিলেন। তাঁহাদের অবস্থা দর্শনে তাঁহারও দুই চক্ষু হইতে অশ্রু বিসর্জ্জিত হইতে লাগিল।

দর্শনসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়ঃক্রম পনর ষোল বৎসরের অধিক হইবে না। কাশীনাথ অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে নিকটে আসিতে বলিলেন। বালকটী কি ভাবিয়া আর উঠিল না। তখন তিনি বালকের নিকটে যাইয়া বলিলেন—"আমি বাদসাহের লোক নহি। বাছা! তোমরা যাহাতে রক্ষা পাইতে পারিবে তাহারই চেষ্টা করিব।" কাশীনাথের এই স্নেহপূর্ণ কথা দর্শনসিংহের স্ত্রী এবং কন্যাদিগের কর্ণগোচর হইবামাত্র

তাঁহারা মুখ তুলিয়া কাশীনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সন্ন্যাসীর বেশে কাশীনাথকে দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"এ ঘোর বিপদের সময়ে আমাদিগকে দয়া করিবে এমন কি কেহ আছেন।"

কাশীনাথ বলিলেন—"মা! তোমরা ব্যস্ত হইও না। আমি প্রাণপণে তোমাদের উদ্ধারের চেষ্টা করিব।"

কাশীনাথের কথা শুনিয়া রমণীদিগের মধ্যে একজন প্রবীণা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"বাবা! আমাকে ফাঁসি দিতে হয় দিক, কিন্তু আমাদের এই ছেলে মেয়ে কয়েকটা এবং আমার স্বামীর কি রক্ষার উপায় নাই?"

কাশীনাথ এই রমণীর কথা শুনিয়াই বুঝিলেন যে ইনিই দর্শনসিংহের স্ত্রী। কিন্তু তত্রাচ নিঃসন্দেহ হইবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা আপনি কি রাজা দর্শনসিংহের স্ত্রী?"

রমণী অন্য দুইটী স্ত্রীলোকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন "আমি এবং এই দুই জন—আমরা তিনজনই তাঁহার স্ত্রী।"

অপর দুইটী স্ত্রীর বয়ঃক্রম অধিক হইবে না। তাঁহাদের মধ্যের এক জন দর্শনসিংহের কন্যাপেক্ষাও অল্প বয়স্কা। কাশীনাথ বলিলেন—মা উহারা দুইজন কিছু কহিতে বলিতে পারিবেন না। ভদ্র লোকের ঘরের স্ত্রী। উহাদের এত পুরুষের মধ্যে কথা বলিতে সাহস হইবে না। আমি আপনাকে যেরূপ বলিব লক্ষ্ণৌর রেসিডেণ্ট সাহেবের নিকট সেই সকল কথা আপনি বলিবেন। তাহা হইলে বাদসাহ আপনাদের কিছুই করিতে পারিবেন না। আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। আপনি কথা বলিতে ভয় করিবেন না। যদি আপনার একান্ত কথা

বলিতে ভয় হয়, তবে আমাকে দেখাইয়া রেসিডেণ্ট সাহেবকে বলিবেন যে, ইনি আমার ভাই; আমার সকল কথা ইনি বলিবেন।

রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাকে কি বলিতে হইবে?"

কাশীনাথ বলিলেন আপনি লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়াই বলিবেন যে আমি রেসিডেণ্ট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহি। আমার ফাঁসির পূর্ব্বে আমার সম্পত্তি ইংরেজগবর্ণমেণ্টের হাতে দিয়া যাইব। তাহা হইলে রেসিডেণ্ট নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন। তিনি নিকটে আসিলে আমি এখন আপনাকে যাহা বলিতেছি তাহাই বলিবেন।

রমণী বলিলেন—"তবে বলুন কি বলিব?"

রেসিডেণ্টের নিকট দর্শনসিংহের স্ত্রীকে যে সকল কথা বলিতে হইবে কাশীনাথ তৎসমুদয় তাঁহার নিকট বলিলেন। রাত্রে কাশীনাথ ইঁহাদিগের নিকট শয়ন করিয়া রহিলেন। সুতরাং দুর্ব্বৃত্ত সিপাহীগণ নিকটে এক জন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ইঁহাদের উপর আর কোন নূতন উপদ্রব করিল না।

পরদিন বেলা দুই প্রহরের সময় সিপাহীগণ দর্শনসিংহের পরিবারবর্গ সহ লক্ষ্ণৌ পৌঁছিলেন। দর্শন যে কারাগারে রহিয়াছেন তাঁহার পরিবারবর্গও সেই কারাগারে প্রেরিত হইল। বৃদ্ধ পিতা, স্ত্রী এবং কন্যাগণের দুরবস্থা দর্শনে দর্শনসিংহ মনোকষ্টে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

দর্শনসিংহের পরিবারবর্গ কারারুদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া, নসিরের অন্যতম পারিষদ ইংরেজ শিক্ষক কারাগারে আসিলেন। ইহাদিগের দুরবস্থা দর্শনে তিনিও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। দর্শন-

সিংহের স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে ইহার নিকট বলিলেন যে তাঁহার ফাঁসির পূর্ব্বে তিনি রেসিডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার কাণপুরের জায়গীর, জমিদারি এবং অন্যান্য সম্পত্তি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের হাতে অর্পণ করিবেন।

শিক্ষক অনতিবিলম্বে লক্ষ্ণৌর রেসিডেণ্টকে সঙ্গে করিয়া কারাগারে আসিলেন। রেসিডেণ্ট জানিতেন যে শুদ্ধ কেবল দর্শনসিংহের প্রাণদণ্ডের হুকুম হইয়াছে। দর্শনসিংহের পিতা,স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—সমুদয় পরিবারের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে শুনিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন একি! অদ্ভুত ব্যাপার!

রেসিডেণ্ট কারাগারে প্রবেশ করিবামাত্র দর্শনসিংহের স্ত্রী অনাবৃত বক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিতে লাগিলেন—"সাহেব! তুমি এখন দেশের রাজা। তুমি আমাদের দুরবস্থা একবার দেখ। আমরা হিন্দুর মেয়ে। পর পুরুষের মুখও আমরা দর্শন করি না। কিন্তু আজ অনাবৃত বক্ষে তোমার সম্মুখে আসিয়াছি—শুনেছি ইংরেজেরা স্ত্রীলোদিগকে বড় সম্মান করেন—শুনেছি প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াও তাঁহারা স্ত্রীলোকের ইজ্জত রক্ষা করেন। কিন্তু তাঁহাদের রক্ষণাধীন রাজ্যে আমাদের উপর এই অত্যাচার! তুমি নিকটে আসিয়া দেখ—আমার সপত্নী এবং কন্যাদিগের পৃষ্ঠে এখনও প্রহারের চিহ্ন রহিয়াছে। এই দুর্ব্বৃত্ত সিপাহীগণের প্রহারে আমাদের সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। শুদ্ধ কেবল ইংরেজ সৈন্যের ভয়ে—শুদ্ধ কেবল ইংরেজের কামানের ভয়ে অযোধ্যার মৃতপ্রায় হিন্দুগণ নির্ব্বাক রহিয়াছেন। নতুবা এই মুহূর্ত্তে বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিত। আমাদিগকে

রক্ষা করিবার জন্য মৃতপ্রায় হিন্দুদিগের ক্ষীণ হস্ত উত্তোলিত হইত। এখন জানিলাম ইংরেজের কামান অবলার রক্ষার জন্য নহে। এখন জানিলাম ইংরেজের কামান জগতে পশ্বাচার এবং দস্যুবৃত্তি সংস্থাপনার্থ। তোমার কামান এবং তোমার সৈন্য দেশ হইতে দূর করিলে এখনই শত শত লোক নসিরদ্দির শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক আমাদিগকে এই দস্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিবে। কে আমাদিগকে এখানে আনিয়াছে ? কে আমাদিগকে উলঙ্গ করিয়া পরিধানের বস্ত্র কাড়িয়া নিয়াছে ? সাধ্য কি এই নিস্তেজ কাপুরুষ সিপাহীগণ আমাদিগকে স্পর্শ করে। এ কেবল তোমাদের কামানের বলে—তোমাদের সৈন্যের বলে এই ভয়ানক পশ্বাচার এই ভীষণ দস্যুবৃত্তি অনুষ্ঠিত হইতেছে। যদি আমি প্রকৃত সতী হই—যদি স্বামীপদে আমার ভক্তি থাকে—তবে আমার এবং আমার *কন্যাগণের শোণিত হইতে নিশ্চয়ই বিদ্রোহানল জ্বলিয়া* উঠিবে। সে বিদ্রোহানলে—কেবল লক্ষ্ণৌ নহে—কেবল অযোধ্যা নহে—সমগ্র ভারত ভস্মীভূত হইবে—সমগ্র দেশ ছার খারে যাইবে—নসিরের রাজত্ব সহ তোমার ইংরেজ রাজত্বও বিলোপ হইবে।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া দর্শনসিংহের স্ত্রী শোক দুঃখে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পশ্চাতে কাশীনাথ দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন। পরে তিনি রেসিডেণ্টের সম্মুখে যাইয়া বলিলেন—“হুজুর ! ইনিঃ আমার ভগ্নী। রাজা দর্শন সিংহ শত অপরাধী হইতে পারেন। কিন্তু ইঁহারা কোন অপরাধ করেন নাই। যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করেন—যদি এই রমণীগণের সত্য সত্যই প্রাণদণ্ড হয়—তবে

নিশ্চয় জানিবেন—এই যষ্টি হস্তে সন্ন্যাসীর বেশে সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিব। ইয়ুরোপ আমেরিকা সমুদয় সুসভ্য দেশে ইংরেজ কলঙ্ক ঘোষণা করিব। এ পৃথিবীতে তোমাদের মুখ দেখাইবার স্থান থাকিবে না। পৃথিবীর সমুদয় সুসভ্য জাতি জানিবে যে ইংরেজেরা অর্থ লোভে নারী হত্যা এবং পশ্বাচারের সাহায্য করেন—ইংরেজসৈন্য নিরপরাধা রমণীদিগের প্রাণ বিনাশের জন্য অযোধ্যায় সংস্থাপিত হইয়াছে।"

লক্ষ্ণৌর বর্ত্তমান রেসিডেণ্ট কর্ণেল লো (Colonel Low) তিনি হিন্দি এবং উর্দ্দু বিলক্ষণ জানিতেন। দর্শনসিংহের স্ত্রী এবং কাশীনাথ উভয়ই হিন্দিতে রেসিডেণ্টের সঙ্গে কথা বলিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাদিগের কথা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাদিগের কথা অপেক্ষা ইহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইল। তিনি রেসিডেন্সিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তৎক্ষণাৎ নসিরের প্রধান মন্ত্রী নবাব রোসনউদ্দৌলাকে লিখিলেন যে, এক ঘণ্টার মধ্যে দর্শনসিংহের পরিবার এবং আত্মীয় স্বজনকে ছাড়িয়া না দিলে তিনি মন্ত্রীর পদ হইতে বরখাস্ত হইবেন।

নবাব রোসনউদ্দৌলা নসিরকে রেসিডেণ্টের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন।

নসির বলিলেন—"আমার শাসন কার্য্যে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। এখন তদ্বিপরীত আচরণ করিতে পারিবেন না।"

কিন্তু বাদসাহ এবং তাঁহার মন্ত্রী কাহারও বিশেষ লেখাপড়া জ্ঞান নাই। রেসিডেণ্টের পত্রের উত্তর দিতে হইলে অন্য লোককে

তাহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে হয়। তাহাতে পত্রের উত্তর দিতে তিন চারি দিন বিলম্ব হয়। সুতরাং নবাব রোসন উদ্দোলা স্বয়ং রেসিডেণ্টের নিকট গমন করিলেন। রেসিডেণ্ট তাঁহাকে বিশেষ অবজ্ঞা সহকারে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে আর অনেক কথাবার্ত্তা বলিবার সুযোগ প্রদান করিলেন না। তিনি বিশেষ দৃঢ়তা সহকারে বলিলেন যে এক ঘণ্টার মধ্যে দর্শনসিংহের স্ত্রী এবং আত্মীয় স্বজনকে ছাড়িয়া না দিলে তিনি নসিরের রাজ্যচ্যুতির জন্য লিখিবেন, এবং মন্ত্রীকে অদ্যই নিজের দায়ীত্বে বরখাস্ত করিবেন। দর্শনসিংহের সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে বাদসাহ দর্শনসিংহের প্রাণদণ্ড করিতে পারিবেন না। কিন্তু প্রাণদণ্ড ভিন্ন অন্য যে কোন শাস্তি বাদসাহ দিতে ইচ্ছা করেন,তাহা দিতে পারিবেন ; এবং দর্শনের বাড়ী ঘর বিষয় সম্পত্তি সমুদয়ই ক্রোক করিতে পারিবেন।

রেসিডেণ্টের দৃঢ়তা দর্শনে স্বয়ং বাদসাহ এবং তাঁহার মন্ত্রী নবাব রোসনউদ্দোলা ভীত হইয়া পড়িলেন। দর্শনসিংহের পরিবারদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহারা সেই রাত্রে লক্ষৌ পরিত্যাগ করিলেন।

বাদসাহের আদেশানুসারে নবাব রোসনউদ্দোলা রাজা দর্শন সিংহকে লৌহ পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া এক জন মুসলমানের রক্ষণাধীনে লক্ষৌ হইতে পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে উত্তর প্রদেশে নির্ব্বাসিতাবস্থায় রাখিলেন। এদিকে রোসনউদ্দোলার প্রেরিত লোকেরা দর্শনসিংহের বাসগৃহ খনন করিয়াও গুপ্ত ধন প্রাপ্ত হইলেন না। রোসনউদ্দোলা মনে করিলেন যে দর্শনসিংহের বাড়ীর সমগ্র ভূমি খনন করিলে টাকা পাওয়া যাইতে পারে। সেই জন্য তিনি

সময়ে সময়ে নসিরকে বলিতেন, যে ঠিক কোরাণ অনুসারে বিচার হয় নাই। দুসমনের ভিটায় পুষ্করিণীর অর্থ যে সমগ্র বাড়ী খনন করিয়া পুষ্করিণীর আকারে অবস্থান্তর করিতে হইবে। কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক প্রেরিত হইয়াছিল। তাহারা কেবল গৃহের ভিটা খনন করিয়াছে।

বিংশতিতম অধ্যায়।

পাপের পুরস্কার।

Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly * * * * * * * * The ungodly are not so: but are like the chaff which the wind driveth away——

Book of Psalms.

রাজা দর্শনসিংহের কারাগারে অবস্থান কালে স্থানান্তরে অন্যবিধ ঘটনাবলি সমুপস্থিত হইতে লাগিল। পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে যে দর্শনসিংহের কারাগারে প্রেরিত হইবার তিন দিন পূর্ব্বে কৈলাশেশ্বরী বাদসাহের সমীপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। বাদসাহের ভবন হইতে উদ্যানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি মানকুমারীর নিকট আদ্যোপান্ত সমুদয় বিবরণ বিবৃত করিলেন। মানকুমারীর আশঙ্কা হইল যে তৎপর দিন কৈলাশেশ্বরী বাদসাহের ভবনে প্রেরিত হইলে, বাদসাহ নিশ্চয়ই তাঁহাকে বলপূর্ব্বক অন্দরে লইয়া যাইবেন। সুতরাং আত্মরক্ষার্থ তাঁহারা আবার ত্রাসিত চিত্তে রাত্রে বিবিধ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অনেক

কথাবার্ত্তার পর স্থির করিলেন যে কৈলাশেশ্বরী শারীরিক অসুস্থতার ছলনা করিয়া তৎপর দিবস বাদসাহের সমীপে যাইতে অস্বীকার করিবেন। দর্শনসিংহ কিম্বা বাদসাহের লোকেরা বলপূর্ব্বক তাঁহাকে বাদসাহের সমীপে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে এই উদ্যানেই তিনি আত্মাহত্যা করিবেন।

কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে তৎপরদিন কৈলাশেশ্বরীকে বাদসাহের সমীপে লইয়া যাইতে শিবিকা প্রেরিত হইলনা। কৈলাশেশ্বরী প্রত্যেকদিন অপরাহ্নেই আত্মহত্যা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত থাকেন। কিন্তু তাঁহাকে বাদসাহের নিকট লইয়া যাইতে তিন দিনের মধ্যে কেহ আসেন না। চতুর্থ দিন অপরাহ্নে দর্শনসিংহ কারাগারে প্রেরিত হইলে পর, তাঁহার ভৃত্যগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

সেই দিন সায়ংকালে দর্শনসিংহের বিশ্বস্ত ভৃত্য মাধুসিংহ উদ্যানে আসিয়া বৃদ্ধাকে বলিল—"মা জি সর্ব্বনাশ হইয়াছে—বাদসাহ মহারাজের ফাঁসির হুকুম করিয়াছেন। মহারাজকে কাপ্তানসাহেব জেলে লইয়া গিয়াছেন। মহারাজ আপনাদিগকে এবং টাকাকড়ি লইয়া আমাকে পলাইয়া যাইতে বলিয়াছেন।

বৃদ্ধা বলিলেন—"এরাত্রে কোথায় পালাইব" ?

"এখন আবার রাত্র আর দিন—আমার সঙ্গে হাঁটিয়া চলুন। টাকাকড়ি যাহাকিছু আছে আমার কাছে দিন্। বাদসার সিপাই এখনই বাড়ী লুট করিতে আসিবে।"

"মান্নাকে কি করিব ? সে কি হাঁটিয়া যাইতে পারিবে ?"

"ওটাকে এখানে ফেলিয়া চলুন। শেয়াল কুকুর রাত্রেই ওকে শেষ করিবে—ওর চিহ্নও থাকিবেনা।"

বৃদ্ধা শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাদসাহ কেন ফাঁসির হুকুম দিলেন ?"

মাধু বলিল—"বুন্দিয়ার মেয়ে গঙ্গাকে বুড়া বেগমের অন্দরে দিয়াছিলেন। তাতেই গোলমাল বাঁধিয়াছে।"

বৃদ্ধা এখন অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়া তাঁহার গহনার বাক্স এবং স্বর্ণমুদ্রা পরিপূর্ণ অন্য একটী বাক্স বাহির করিলেন। সে বাক্সে প্রায় দুই সহস্র আকবরী মোহর ছিল। বৃদ্ধা জয়পাল সিংহের অনেক স্বর্ণমুদ্রা অপহরণ করিয়াছেন। দুইটী ভারি বাক্স স্কন্ধে করিয়া মাধুসিংহের চলিবার সাধ্য নাই। এদিকে বৃদ্ধা এবং মাধু-সিংহ কেহই এই দুই বাক্সের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। গহনার বাক্সে অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকার অলঙ্কার রহিয়াছে। অবশেষে গহনার বাক্স বৃদ্ধা স্বয়ং হাতে করিয়া নিতে সম্মতা হইলেন। স্বর্ণমুদ্রা পরিপূর্ণ বাক্স মাধুসিংহ স্কন্ধে তুলিয়া লইল। বৃদ্ধা কৈলাশেশ্বরীকে বলিতে লাগিলেন—"পোড়াকপালী ! এখনও চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছ। তোর গহনার বাক্স হাতে করিয়া শীঘ্র চল্।"

কিন্তু কৈলাশেশ্বরী মানকুমারীকে ফেলিয়া যাইতে কিছুতেই সম্মতা হইলেন না। মানকুমারী কাঁদিতে কাঁদিতে কাতরকণ্ঠে কৈলাশেশ্বরীকে বলিলেন—"তুমি বৃদ্ধার সঙ্গে যাও। যদি ঈশ্বরেচ্ছায় তোমার ভাইএর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তবে অন্ততঃ তোমাকে পাইয়া তিনি কথঞ্চিৎ শোক সম্বরণ করিতে পারিবেন। আর আমার মৃত্যু সংবাদও তুমি তাঁহাকে দিতে পারিবে।"

কিন্তু কৈলাশেশ্বরী মানকুমারীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"দিদি ! তোমাকে একাকিনী ফেলিয়া যাইব ? কখনওনা।

তুমি আমার জীবনের চির সঙ্গিনী। জীবিত থাকিতে তোমাকে ছাড়িয়া যাইব না। তোমাকে কারাগারে লইয়া গেলে আমিও কারাগারে যাইব। তোমার এখানে মৃত্যু হইলে আমিও আত্ম-হত্যা করিয়া তোমার সঙ্গিনী হইব।"

মানকুমারীর আর অধিক কথা বলিবার সাধ্য নাই। তিনি নির্ব্বাক রহিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল। কিন্তু বৃদ্ধা কৈলাশেশ্বরীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন—"হতভাগিনী চল্—তোর সকল আশা গিয়েছে—তোর উপর আর বাদসাহের নজর পড়িবে না।"

কৈলাশেশ্বরী সজোরে বৃদ্ধার হস্ত হইতে আপন হস্ত ছাড়াইয়া বলিলেন—"আমি কখনও তোমার সঙ্গে যাইব না।"

কৈলাশেশ্বরী অত্যন্ত শান্ত মেয়ে। এ জীবনে তিনি কখনও কাহার প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। তাঁহার স্বভাব প্রকৃতি দেখিলে তাঁহাকে দেববালা বলিয়া মনে হয়। বৃদ্ধা তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে বিস্মিত হইলেন। কিন্তু গহনা এবং স্বর্ণমুদ্রার বাক্সের চিন্তায় বৃদ্ধা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং আর কিছু না বলিয়া তিনি গহনার বাক্স স্কন্ধে করিয়া মাধুসিংহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

উদ্যানে দর্শনসিংহের যে সকল প্রহরী ছিল,তাহারা সকলেই রাত্রে পলায়ন করিল। উদ্যান একেবারে জনশূন্য হইল। কেবল দুইটী যুবতী সেখানে রহিলেন।

শুক্রবার রাত্রে উদ্যান হইতে সকলে পলায়ন করিল। শনি, রবি, সোম, মঙ্গল চারি দিন যুবতীদ্বয় উদ্যানে পড়িয়া রহিয়াছেন। ভয় এবং ত্রাসে ইঁহাদিগের কণ্ঠাগত প্রাণ। এখন কি করিবেন

কিছুই ঠিক করিতে পারেন না। আহার্য্য দ্রব্যাদির অভাব নাই। গৃহে বিবিধ আহার্য্য দ্রব্য সঞ্চিত রহিয়াছে। কিন্তু এইরূপ অবস্থায় আহার করিবারও ইচ্ছা হয় না।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে দর্শনসিংহের পরিবারদিগকে সিপাহীগণ লক্ষ্ণৌ আনিবার সময়ে পথে অযোধ্যানাথ এবং কাশীনাথের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। কাশীনাথ সিপাহীদিগের পাছে পাছে প্রকাশ্য রাস্তা দিয়া লক্ষ্ণৌ চলিলেন। কিন্তু অযোধ্যানাথ এবং বুন্দিয়া স্বতন্ত্র পথে গমন করিলেন।

মঙ্গলবার প্রাতে অযোধ্যানাথ এবং বুন্দিয়া লক্ষ্ণৌ হইতে তিন ক্রোশ দূরে এক জঙ্গলাকীর্ণ পথে প্রবেশ করিবামাত্র মানুষের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া দেখেন একটী স্ত্রীলোক মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার শরীরের স্থানে স্থানে তরবারের আঘাত। আহত স্থান হইতে অবিশ্রান্ত শোণিত নির্গত হইতেছে।

রমণীর মুখের উপর বুন্দিয়ার দৃষ্টি পড়িবামাত্রই সে ভয়ানক চীৎকার করিয়া বলিল। "সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ—ইহাকে কে খুন করিল।"

আহত রমণীর এখনও মৃত্যু হয় নাই। তিনি বুন্দিয়াকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। "বুন্দিয়া—বু-ন্দি—প্রাণ যা-য়" এই প্রকার অস্পষ্ট শব্দ তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল।

বুন্দিয়া আবার চীৎকার করিয়া বলিলেন—"সীতালক্ষ্মী কোথায়—সীতালক্ষ্মী কোথায়।"

রমণী ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"সে আমার সঙ্গে আসে নাই।"

"সে কোথায় আছে?"

"বাগানে—লক্ষ্ণৌ।"

সীতালক্ষ্মী লক্ষ্ণৌ রহিয়াছেন এই কথা শুনিয়া বুন্দিয়া একটু আশ্বস্ত হইল। এবং রমণীকে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"কে তোমার এ দশা করিল ?"

রমণী অতি কষ্টে বলিলেন—"মাধুসিংহের সঙ্গে কাণপুর যাইতে ছিলাম—মাধু আমাকে খুন করিয়াছে—টাকা—গহনা—লইয়া পলাইয়াছে—"

রমণীর অনেক কথা বলিবার সাধ্য ছিল না। তিনি ক্ষীণস্বরে এবং অস্পষ্টরূপে যে কয়েকটী কথা বলিলেন, তদ্দ্বারা সহজেই উপলব্ধি হইল যে, মাধু সিংহ এবং তিনি কাণপুরে রওনা হইলে পর,বাক্স স্কন্ধে করিয়া অধিক দূর চলিতে অসমর্থা হইলেন। শনিবার এবং রবিবার নিকটস্থিত গ্রামে এক গৃহস্থের বাড়ী ছিলেন। সোমবার বৈকালে মাধুসিংহ তিনজন লোক সংগ্রহ করিল। অল্প রাত্রি থাকিতে এই রাস্তা দিয়া তাহারা যাইতেছিলেন। রাত্রি প্রভাতের অব্যবহিত পূর্ব্বে মাধুসিংহ তাঁহাকে তরবারির আঘাত করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে ; এবং তাঁহার গহনার বাক্স এবং টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

প্রায় এক ঘণ্টাপরে রমণীর মৃত্যু হইল। বুন্দিয়া অযোধ্যানাথকে বলিল—"ইনিই সীতালক্ষ্মীকে লইয়া লক্ষ্ণৌ আসিয়াছিলেন। এই সেই জয়পালসিংহের বাই।"

রমণীর মৃত্যুর পর অযোধ্যানাথ আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তার অপর প্রান্তে পৌঁছিলেন। এখন আবার প্রকাশ্য রাস্তায় পড়িলেন। বেলা দুই প্রহরের সময় তাঁহারা দুইজন লক্ষ্ণৌ পৌঁছিলেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

বিনাশের বীজ।

The integrity of the upright shall guide them: but the perverseness of the transgressors shall destroy them—*Proverbs. Chap XI—3.*

কুকার্য্য, পাপানুষ্ঠান এবং কর্ত্তব্য-লঙ্ঘন ধীরে ধীরে মনুষ্যের বিনাশের বীজ বপন করে। পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই।

দর্শনসিংহকে কারাগারে প্রেরণের পর দিন, নসির স্বীয় মাতা জোনাবে আলিয়াকে রাজপ্রাসাদ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তিনি আপন দাসদাসী এবং অন্দররক্ষক স্ত্রীসিপাহীগণ সহ লক্ষ্ণৌ হইতে তিন ক্রোশ দূরে মুসাবাগে এখন বাস করিতেছেন।

নসির দর্শনসিংহের কারাবাসের আদেশ করিবার অব্যবহিত পরে জোনাবে আলিয়ার গৃহ বহিষ্কৃতির আদেশ করিলেন। সুতরাং জনসাধারণের মনে হইল যে, এই দুইটী ঘটনাই এক কারণ হইতে ঘটিয়াছে। নসির নিজেও ইংরেজ রেসিডেণ্টের নিকট প্রকাশ করিলেন যে দর্শনসিংহ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত জোনাবে আলিয়ার সঙ্গে একত্র হইয়া চক্রান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু জোনাবে আলিয়া দর্শনসিংহের চিরশত্রু। দর্শনসিংহও জোনাবে আলিয়াকে অপদস্থ করিবার জন্য অনেক-

বার নসিরকে পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং ইঁহাদের দুই জনের একত্রে ষড়যন্ত্র করিবার সম্ভব নাই। বস্তুতঃ এই সকল ঘটনার মূল কারণ কাহারও জানিবার সাধ্য নাই। বাদসাহ কিম্বা নবাবের অন্দরে কেহ প্রবেশ করিতে পারেন না। সেখানে সর্ব্বদাই নানা প্রকার অদ্ভুত ঘটনা সমুপস্থিত হয়। ব্যভিচার, প্রবঞ্চনা, অশ্লীল ব্যবহার ইত্যাদি কুকার্য্য-সম্ভূত পাপানল সেখানে সর্ব্বদাই প্রজ্জ্বলিত। পাঠকগণকে সঙ্গে করিয়া নরক সদৃশ নবাব অন্দরে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। দর্শনসিংহের কারাদণ্ড এবং জোনাবে আলিয়ার গৃহ বহিষ্কৃতির কারণ বুদ্ধিমান পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন। * * * *

পণ্ডিত অযোধ্যানাথ বুন্দিয়াকে সঙ্গে করিয়া লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়াছেন। লক্ষ্ণৌ তাঁহার অপরিচিত স্থান নহে। চারি মাস পূর্ব্বে তিনি অন্যূন ছয় মাস লক্ষ্ণৌ নগরের নানা .স্থানে মানকুমারীর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। লক্ষ্ণৌর সমুদয় বড় বড় বাগানের নাম তিনি জানেন। বৃদ্ধা রমণী মৃত্যুকালে বুন্দিয়ার প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছিলেন যে, সীতালক্ষ্মী বাগানে রহিয়াছেন। সুতরাং লক্ষ্ণৌ পৌঁছিয়াই অযোধ্যানাথ ভিন্ন ভিন্ন উদ্যানে কৈলাশেশ্বরী এবং মানকুমারীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্ণৌ নগর উদ্যানে পরিপূর্ণ। এখানে ছোট বড় অনেকানেক উদ্যান রহিয়াছে। অযোধ্যানাথ দুই তিনটী উদ্যানে কৈলাশেশ্বরীর অনুসন্ধান করিয়া পরে মুসাবাগে চলিলেন। পূর্ব্বে অযোধ্যানাথের লক্ষ্ণৌ অবস্থান কালে মুসাবাগ জনশূন্য ছিল। কিন্তু এখন মুসাবাগে পৌঁছিবামাত্র সেখানে অসংখ্য অসংখ্য লোক দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের মুখে শুনিলেন যে

গাজিউদ্দিন হায়দরের পাদ্‌সা বেগম বর্ত্তমান জোনাবে আলিয়া রাজভবন হইতে বহিষ্কৃতা হইয়া এই উদ্যানে বাস করিতেছেন।

মুসাবাগ রাজভবন হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে। অযোধ্যানাথ মুসাবাগে পৌঁছিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। বুন্দিয়া অপেক্ষাকৃত অধিকতর ক্লান্তা হইয়াছে। সে আর হাঁটিতে পারে না। মুসাবাগের মধ্যে একটী বড় পুষ্করিণী রহিয়াছে। অযোধ্যানাথ এবং বুন্দিয়া সেই পুষ্করিণীর নিকটস্থিত বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

কিছু কাল পরে অন্দর মহল হইতে একটী স্ত্রীলোক জলের কলসী কক্ষে করিয়া পুষ্করিণী ঘাটে আসিল। এই স্ত্রীলোকটীর উপর বুন্দিয়ার দৃষ্টি পড়িবামাত্র সে "গঙ্গা"—"গঙ্গা" বলিয়া স্ত্রীলোকটীর নিকটে চলিল। স্ত্রীলোকটীও বিস্মিত হইয়া বুন্দিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। বুন্দিয়াকে দেখিয়াই সে কক্ষস্থিত কলসী ভূমিতলে রাখিল। বুন্দিয়া স্ত্রীলোকটীর গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তুই আমাকে ফেলিয়া কি ক'রে এখানে রয়েছিস্—আমি রাত্ দিন তোর জন্য কাঁদি।"

এই স্ত্রীলোকটী বুন্দিয়ার কন্যা গঙ্গা। ইহার বর্ত্তমান নাম আফজাল্ উল্‌নেছা খানম্। কিন্তু জোনাবে আলিয়ার অন্দরে ইহাকে ছোট কাপ্তান বলিয়াই লোকে সম্বোধন করে।

ইহারা পরস্পর পরস্পরের গলা ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল। অনেক কথাবার্ত্তা এবং ক্রন্দনের পর বুন্দিয়া বলিল "তুই এখন আমার সঙ্গে চল। কাশীতে কি শ্রীবৃন্দাবনে তোকে লইয়া আমি ভিক্ষা করিয়া খাইব।"

গঙ্গা বলিল—"যাহারা আমার মাথা খেয়েছে তাদের মাথা না খেয়ে যাইব ?"

"কে তোর মাথা খেয়েছে ?"

"মাধুসিংহ আর বাদসাহ।"

"মাধুসিংহ বুড়ীকে খুন করে পালাইয়াছে, তাকে আর তুই কোথায় পাবি।"

"পালাবে কোথায়—ওর বাড়ী লক্ষ্ণৌ—তার বাড়ী আমি চিনি।"

"বাদসা তোর কি ক'রেছে।"

"এনাতি বেগমকে যা ক'রেছিল।"

"কি ক'রে ছিল ?"

বুন্দিয়ার এই শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তরে গঙ্গা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—"সে সকল কথা শুনিয়া কি করিবে। এ বাদসা বড় খারাপ। উহার ছেলে মনা জানকে খুন করিতে চাহিল। উহার মা মনা জানকে ছাড়িয়া দিল না। তাহাতে উহার মার সঙ্গে উহার ঝগড়া হইল। উহার মাকে বাড়ী হইতে তাড়াইবার জন্য সিপাহী পাঠাইল। আমরাও সে সিপাহীর সঙ্গে যুদ্ধ কল্লাম। যুদ্ধে তাহারা হারিয়া গেল। আবার সেদিন উহার বাপের একটা মুতাই বেগমকে নিজের অন্দরে নিতে চাহে। উহার মা বলে যে বাপের মুতাই বেগমকে ছেলে নিকা কর্ত্তে পারেনা।* কিন্তু বাদসা তার মার কথা শোনেনা। সে মুতাই বেগমটা উহার মার কাছে ছিল। তাহাকে ধরিয়া নিতে সিপাহী পাঠাইল। আমি বুড়া বেগমের হুকুমে

Vide note (10) in the appendix

উহার সিপাহীদিগকে তাড়াইয়া দিলাম। পরে আমাকে ধরিয়া নিয়া গলায় আর পায়ে লোহার শিকল দিয়া বাজারে বাজারে ঘুরাইতে লাগিল। পিঠে চাবুক মারিতে লাগিল। এনাতি বেগমের যেরূপ নাক কাণ কাটিয়াছিল; আমারও সেইরূপ নাক কাণ কাটিবার জন্য কয়েদ করিয়া রাখিল। পরে আমি পলাইয়া আসিয়াছি।"

বুন্দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এনাতি বেগম কে ?

গঙ্গা বলিল—এনাতিবেগম এই বাদসারই মুতাই স্ত্রী ছিল। সে কুদসা বেগমের বাড়ীতে থাকিত। কুদসা বেগম বাদসার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া নিজে বিষ খাইয়া মরিল। এনাতির কোন দোষ ছিলনা। বাদসা বিচার না করিয়া এনাতির নাক কাণ কাটিল। *

গঙ্গার বাক্যাবসানে বুন্দিয়া আবার তাহাকে লক্ষ্ণৌ হইতে যাইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু গঙ্গা বুন্দিয়ার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল না। তাঁহার ভাব ভঙ্গিতে দেখা গেল যে নসিরের এবং মাধুসিংহের প্রাণ বিনাশ না করিয়া তাহার লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা নাই। প্রতিহিংসার বাসনা তাঁহার হৃদয় মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে।

বুন্দিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—"তুই বলিতে পারিস্ আমার সীতালক্ষ্মীকে এখানে কোথায় রাখিয়াছে।"

গঙ্গাবলিল—"শুনিয়াছি কাশ্মীরি বাই মান্নার সঙ্গে তাঁহাকে বাদ্সাবাগের নিকট এক ছোট বাগান বাড়ীতে রাখিয়াছে।"

ইহার পর অযোধ্যানাথ এবং বুন্দিয়া বাদ্সাবাগের দিকে

---

* Vide note (11) in the appendix.

চলিলেন। বাদ্‌সাবাগ গোমতীর উত্তর পার্শ্বে। বাদ্‌সাবাগ হইতে অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র বাগান দেখিতে পাইলেন। লোকমুখে শুনিলেন যে সে বাগানে বাদসাহের পঞ্জাবী বাই আছেন।

এই ক্ষুদ্র বাগানের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর। কিন্তু বাহিরের দ্বার খোলা রহিয়াছে। বাগানের মধ্যে এক খানি ক্ষুদ্রগৃহ। অযোধ্যা-নাথ এবং বুন্দিয়া সেই গৃহদ্বারে যাইয়া দাড়াইলেন। গৃহের দ্বার রুদ্ধ। কিন্তু গৃহের মধ্যে হইতে অস্ফুট শব্দ ইহাদিগের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। অযোধ্যানাথ ধীরে ধীরে গৃহদ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু গৃহের মধ্য হইতে কেহ উত্তর প্রদান করিলনা। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পর্য্যন্ত বুন্দিয়া এবং অযোধ্যানাথ গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন; বারম্বার দ্বার খুলিতে বলিলেন। কিন্তু কেহ দ্বার খুলিল না।

এদিকে দ্বারে লোক আঘাত করিতেছে দেখিয়া মানকুমারী এবং কৈলাশেশ্বরীর অত্যন্ত ভয় হইল। তাঁহারা মনে করিলেন যে হয় ত বাদসাহের লোক তাঁহাদিগকে ধৃত করিতে আসিয়াছে।

কিছুকাল পরে বুন্দিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"দরজা খোল—আমি বুন্দিয়া—কাণপুর হইতে আসিয়াছি।"

বুন্দিয়ার কণ্ঠের স্বর শুনিয়া কৈলাশেশ্বরী হর্ষোৎফুল্ল বদনে বলিলেন—"দিদি ভয় নাই। বুন্দিয়ার কথা শুনিতে পাইতেছি।"

এই বলিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিবা-মাত্র সম্মুখে একজন গেরুয়াবসন পরিহিত যুবক এবং বুন্দিয়াকে দেখিতে পাইলেন।

বুন্দিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক "আমার সীতালক্ষ্মী" "আমার সীতালক্ষ্মী" বলিয়া কৈলাশেশ্বরীর গলা জড়াইয়া ধরিল; এবং

অযোধ্যানাথকে দেখাইয়া বলিল—"সীতালক্ষ্মী এ তোমার ভাই ঠগীরা তোমার ভাইকে মারে নাই—তোমার বাপকে মারিয়াছিল।"

কৈলাশেশ্বরী অযোধ্যানাথের মুখের দিকে চাহিবামাত্র তিনি সস্নেহে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভগ্নীকে হস্তদ্বারা জড়াইয়া ধরিলেন। উভয়ের চক্ষুহইতে আনন্দাশ্রু বর্ষিত হইতে লাগিল।

ইহার পরের প্রকোষ্ঠে মানকুমারী মৃতপ্রায় অবস্থায় শয়ন করিয় রহিয়াছেন। তাঁহার আর উথান শক্তি নাই। অযোধ্যানাথ সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। অস্থিচর্ম্মসার মৃতপ্রায় মানকুমারীকে দেখিয়া তিনি আর ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে মানকুমারীর শিয়রে বসিয়া তাঁহার গাত্রে হস্ত স্থাপন করিলেন। মানকুমারী একটু উত্তেজিত হইয়া উঠি-বার চেষ্টা করিবামাত্র অকস্মাৎ অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। *অযোধ্যানাথ তাঁহার মস্তক স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে* বাতাস করিতে লাগিলেন। কৈলাশেশ্বরী তাঁহার মস্তকে বারি সিঞ্চন করিলেন। কিছুকাল পরে মানকুমারী সংজ্ঞালাভ করিয়া বলিলেন—"নুনা! একি স্বপ্ন?"

কৈলাশেশ্বরী বলিল—"না দিদি স্বপ্ন নহে। স্বপ্ন নহে—এই যে আমার দাদা—তোমার অযোধ্যানাথ।"

মানকুমারীর মস্তক এখনও অযোধ্যানাথের ক্রোড়ের উপর রহিয়াছে। তিনি অনিমিষ নেত্রে অযোধ্যানাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। অযোধ্যানাথও তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। অযোধ্যানাথের অশ্রুবারি অবিশ্রান্ত মানকুমারীর ললাটের উপর পড়িতে লাগিল। তিনি স্বীয় হস্তদ্বারা সেই অশ্রু বিন্দু মুছিয়া ফেলিতে লাগিলেন।

ইহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা ভাষা দ্বারা প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। ইহারাও পরস্পর পরস্পরের নিকট বাক্য দ্বারা আপন আপন হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে না পারিয়া কেবল পরস্পর পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ মনুষ্যের রসনাকে উত্তেজিত করে। মানুষ তখন মনের ভাব হৃদয়গ্রাহী ভাষাতে প্রকাশ করিতে পারেন। কিন্তু গভীর এবং প্রগাঢ় হৃদয়াবেগ মানুষের বাক্‌রোধ করে। হৃদয়ের সে অবস্থা কাহারও বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই।

মানকুমারী সংজ্ঞালাভ করিবার অল্পক্ষণ পরে অতি কষ্টে আপনার হস্তখানি উত্তোলন করিয়া অযোধ্যানাথের স্কন্ধের উপর রাখিলেন। আবার ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"নুনা।"

নুনা বলিতেই কৈলাশেশ্বরী নিকটে আসিলেন। মানকুমারী কৈলাশেশ্বরীর হস্তখানি ধরিয়া অযোধ্যানাথের হাতের উপর রাখিয়া বলিলেন—"প্রাণেশ্বর! যাহার জন্য তুমি চিরদুঃখী, সে হারাধন পাইয়াছি—ধর।—এখন আমি মরিলেও সুখী।"

অযোধ্যানাথের মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হইল না। পুত্তলিকার ন্যায় অনিমেষ নেত্রে তিনি মানকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। নয়নদ্বয় হইতে কেবল অবিশ্রান্ত অশ্রু-বিসর্জ্জিত হইতে লাগিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে মানকুমারী আপন দুর্ব্বল হস্তখানি অযোধ্যানাথের মুখের উপর রাখিয়া বলিলেন—"তোমার মুখ শুখাইয়াছে—আমার জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছ।"

এই বলিয়া তিনি আবার ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন। অযোধ্যানাথ তাঁহাকে এখন সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতে

লাগিলেন। কৈলাশেশ্বরী মানকুমারীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহের অন্য প্রকোষ্ঠ হইতে যৎসামান্য ফলমূল আনিয়া অযোধ্যানাথের সম্মুখে রাখিলেন।

বেলা প্রায় অবসান হইয়াছে। অযোধ্যানাথ মানকুমারীকে বলিলেন—"তোমার দাদা স্বতন্ত্র রাস্তা দিয়া লক্ষ্ণৌ আসিয়াছেন। এই উদ্যান খুজিয়া বাহির করিতে তাঁহার বড় কষ্ট হইবে। আমি তাঁহার অনুসন্ধানে চলিলাম। এখনই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিব।"

অযোধ্যানাথ চলিয়া গেলে পর, বুন্দিয়া কৈলাশেশ্বরীকে বলিল যে দর্শনসিংহের স্ত্রী পুত্র এবং বৃদ্ধ জয়পাল সিংহকে ফাঁসি দিবার জন্য বাদসাহের লোকেরা তাঁহাদিগকে লক্ষ্ণৌ আনিয়াছে। বৃদ্ধাকে মাধুসিংহ খুন করিয়া তাঁহার গহনা এবং টাকার বাক্স লইয়া পলাইয়াছে।

জয়পালসিংহকে ফাঁসি দিবার জন্য লক্ষ্ণৌ আনিয়াছে শুনিয়া কৈলাশেশ্বরী শোকে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি জয়পাল সিংহের জন্য রোদন করিতে লাগিলেন। মানকুমারী কৈলাশেশ্বরীকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেন। কৈলাশেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে মানকুমারীকে বলিলেন—"দিদি! জয়পালসিংহকে এই বিপদ হইতে যে উদ্ধার করিবে তাঁহাকেই আমি আত্ম সমর্পণ করিব। চিরকাল তাঁহারই দাসী হইয়া থাকিব।"

কিছুকাল পরে কাশীনাথকে সঙ্গে করিয়া অযোধ্যানাথ উদ্যানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কৈলাশেশ্বরী শশব্যস্তে অযোধ্যানাথকে জয়পালসিংহের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অযোধ্যানাথ বলিলেন কাশীনাথের চেষ্টা এবং সাহায্যে দর্শনসিংহের সমুদয়

পরিবার দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই স্বদেশে রওনা হইয়াছেন।

কাশীনাথ উদ্যানে আসিয়াই মানকুমারীকে ক্রোড়ে করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইঁহারা সকলেই মনে করিলেন যে এখানে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করা উচিত নহে। সুতরাং সেই রাত্রেই অতিকষ্টে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। পরদিন প্রাতে দুইখান গরুর গাড়ী সংগ্রহ করিয়া সীতাপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দুইদিন পরে কাশীনাথ এবং অযোধ্যানাথ, মানকুমারী কৈলাশেশ্বরী এবং বুন্দিয়াকে সঙ্গে করিয়া সীতাপুর দিগ্বিজয় সিংহের দুর্গে পৌঁছিলেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

মহাপুরুষ।

Ask no more of me my son !
What I can give is given unto you.
Voice from Himaloya

প্রায় তিন বৎসর পরে মুমূর্ষাবস্থায় মানকুমারী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা এবং ভগ্নীদ্বয় অন্ততঃ তাঁহাকে ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থায় পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াও যারপরনাই আনন্দ লাভ করিলেন। তাঁহাদিগের মনোকষ্ট অনেক পরিমাণে হ্রাস হইল। মৃতের শোক অনায়াসে সহ্য হয়। কিন্তু জীবিতের শোক অসহনীয়।

মানকুমারীর আর উত্থান শক্তি নাই। তাঁহার গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিন দিন পর্য্যন্ত তিনি মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতা,ভগ্নীদ্বয়,অযোধ্যানাথ এবং কৈলাশেশ্বরী তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন। কাশীনাথ চিকিৎসকের জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিতেছেন।

মানকুমারী নিজেও তাঁহার আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারিলেন। বৃদ্ধ পিতাকে শিয়রে বসিয়া ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পিতার চরণতলে মস্তক রাখিয়া ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিলেন—"বাবা! মৃত্যুকালে আপনাদিগকে দেখিবার আশা ছিল না। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় সে কষ্ট ভোগ করিতে হইল না।"

কিছুকাল পরে তিনি কৈলাশেশ্বরীকে তাঁহার নিকটে বসিতে বলিলেন। কৈলাশেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার শিয়রে আসিয়া বসিলেন। মানকুমারী কৈলাশেশ্বরীর হাতখানি ধরিয়া তাঁহার পিতার হাতের উপর রাখিয়া বলিলেন—"বাবা! আমার মৃত্যুর পর আমার পরিবর্ত্তে ইঁহাকে কন্যা স্বরূপ গ্রহণ করিবে"।

গঙ্গাপ্রসাদ মানকুমারীর কথায় কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মানকুমারী আবার বলিলেন—"বাবা ইনিই তোমার মানকুমারী।"

ইহার পর মানকুমারী কাশীনাথকে ডাকিলেন। কাশীনাথ নিকটে আসিবামাত্র তিনি বলিলেন—"দাদা! পুত্রের দ্বারাই পিতৃকুল রক্ষা হয়। তুমি বল আর বাবার অবাধ্য হইবে না।"

কাশীনাথ মানকুমারীর মনের ভাব এখনও বুঝিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন—"আমি কখনও বাবার অবাধ্য হইব না।"

মানকুমারী আবার বলিলেন—"আমার একটী কথা রাখিবে?"

কাশীনাথ বলিলেন—"কি কথা?"

"অগ্রে বল আমার কথা রাখিবে কি না।"

কাশীনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"রাখিব।"

মানকুমারী বিলক্ষণ জানেন যে কাশীনাথ যাহা করিব বলিয়া স্বীকার করেন তাহা নিশ্চয়ই করেন। সুতরাং তিনি বলিতে লাগিলেন—"দাদা! আমি মরিলে পর বাবার বড় কষ্ট হইবে। আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাবার সাংসারিক সুখের আর কোন আশা থাকিবে না। পুত্রের দ্বারাই পিতৃকুল রক্ষা হয়। তুমি বিবাহ কর।"

কাশীনাথ কিছুকাল নির্ব্বাক রহিলেন। বর্ত্তমান বিষাদ এবং মনোকষ্টের সময় বিবাহের কথা কাহারও মনে উদয় হয় না।

কিন্তু মানকুমারী কাশীনাথকে আবার বলিলেন—"দাদা! প্রতিজ্ঞা কর আমার মৃত্যুর পর তুমি কৈলাশেশ্বরীকে বিবাহ করিবে।"

কাশীনাথ গঙ্গাপ্রসাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পূর্ব্বে কাশীনাথের মনে বিবাহ করিবার ইচ্ছা কখনও উদয় হয় নাই। কিন্তু কৈলাশেশ্বরীকে দেখিবার পর ধীরে ধীরে কৈলাশেশ্বরীর দিকে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কৈলাশেশ্বরীকে তিনি বিবাহ করিবেন এই প্রকার ভাব এখনও মনোমধ্যে উদয় হয় নাই। সুতরাং মানকুমারী বিবাহের কথা বলিবামাত্র তিনি পিতার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার পিতার অভি-

প্রায় কি তাহাই বোধ হয় তাঁহার জানিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু গঙ্গাপ্রসাদ ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। তিনি মানকুমারীর শোকে কাঁদিতে লাগিলেন।

মানকুমারী কাশীনাথকে পুনর্ব্বার বলিলেন—"দাদা! প্রতিজ্ঞা কর তুমি আমার মৃত্যুর পর ইঁহাকে বিবাহ করিবে।"

কাশীনাথ বলিলেন—"যদি কখনও বিবাহ করিতে হয় তবে ইঁহাকেই বিবাহ করিব। তোমার কথা লঙ্ঘন করিব না।"

মানকুমারী আর কিছু বলিলেন না। কিন্তু তাঁহার জীবন বায়ু ক্রমে নিঃশেষিত হইতে লাগিল। ইহার পর সায়ংকালে তিনি ভগ্নীদ্বয় এবং অযোধ্যানাথকে নিকটে বসিতে বলিলেন। বারম্বার অযোধ্যানাথের এবং ভগ্নীদ্বয়ের মুখেরদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এখন আর অধিক কথা বলিবার শক্তি নাই। অস্ফুটস্বরে—"দিদি—দিদি"! "প্রাণেশ্বর"এই প্রকার দুই চারি কথা বলিতে বলিতে নয়ন মুদ্রিত করিলেন। অন্তিম কাল উপস্থিত হইল। স্পন্দরহিত—আত্মাপরিত্যক্ত মানকুমারীর ক্ষুদ্র দেহখানি পড়িয়া রহিল। তাঁহার স্বামী, ভাই,ভগ্নী, পিতা এবং কৈলাশেশ্বরী সকলেই হাহাকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বিষাদে গৃহ পরিপূর্ণ হইল। মৃত্যু—এই অপ্রিয় শব্দ গৃহে প্রবেশ করিল। কৈলাশেশ্বরী মানকুমারীর চরণতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"দিদি! তোমার চির সঙ্গিনীকে ফেলিয়া চলিলে। আমি তোমার চিরসঙ্গিনী। আমি আত্মহত্যা করিয়া তোমার সঙ্গিনী হইব।"

বৃদ্ধ গঙ্গাপ্রসাদ কন্যার শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। নারায়ণকুমারী পাগলের ন্যায় হাহাকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—

—"হে ছায়ারূপী দেবতা সকল বিপদের সময় তুমি দেখাদিলে; কিন্তু এ ঘোর বিপদে এ দাসীকে পরিত্যাগ করিলে?"

মানকুমারীর মৃত্যুর পূর্ব্বে অযোধ্যানাথ সময় সময় ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিতেন না। কখনও কখনও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেন। কিন্তু মৃত্যুর পর আর তাঁহাকে বিলাপ করিতে দেখা যায়নাই। তিনি বিলক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক যথা শাস্ত্রানুসারে তাঁহার অন্ত্যেষ্ঠি ক্রিয়ার আয়োজন করিতে লাগিলেন; কাশী-নাথের সঙ্গে মানকুমারীর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া দিগ্বিজয় সিংহের দুর্গের পশ্চিম দিকে লইয়া চলিলেন। অনতিবিলম্বে সেই স্বর্ণ প্রতিমা সদৃশ ক্ষুদ্র দেহ ভস্মীভূত হইল। অন্ত্যেষ্ঠি ক্রিয়া সমাপ-ণান্তে অযোধ্যানাথ সেইস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক সূর্য্যেরদিকে দৃষ্টি-পাত পূর্ব্বক বলিলেন—"হে সর্ব্বসাক্ষী-দিবাকর! আমার প্রাণেশ্বরী অনাহারে প্রাণত্যাগ করিলেন। বিগত তিন বৎসর তিনি ইচ্ছা-পূর্ব্বক কখনও আহার করেন নাই। অনাহারই তাঁহার মৃত্যুর একমাত্র কারণ। তোমাকে সাক্ষী করিয়া অদ্য হইতে অনশন ব্রতাবলম্বন করিলাম। অনশনে ঈশ্বর চিন্তায় জীবনাতিপাত করিব।"

তৎপর অযোধ্যানাথ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নারায়ণ কুমারী এবং চাঁদ কুমারীর হস্তে কৈলাশেশ্বরীকে অর্পণ করিলেন। বৃদ্ধ গঙ্গা প্রসাদের চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন—"বাবা! আপ-নার তিন কন্যা ছিল; তিন কন্যাই গৃহে রহিল। এজন্মের মত আমি বিদায় হইলাম।"

ভ্রাতাকে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কৈলাশেশ্বরী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অযোধ্যানাথ তাঁহাকে অনেক

প্রবোধবাক্যে সান্তনা করিয়া সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। গাজীপুরের নিকটস্থিত এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অনশনে ঈশ্বর চিন্তায় জীবনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

মানকুমারীর মৃত্যুর পর কাশীনাথ তাঁহার পিতা এবং ভগ্নীদ্বয়ের নিকট তাঁহার সমুদয় ভ্রমণ বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। তিনি বলিলেন—"পণ্ডিত দেবী প্রসাদ সাধুজীবন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বাক্য কখনও মিথ্যানহে। আমাদের পিতামহ জগন্নাথ শাস্ত্রী এখনও জীবিত আছেন। তিনি দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। এই ঘোর বিপদের সময় তিনিই আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন।" কাশীনাথের কথা শ্রবণ করিয়া নারায়ণ কুমারী বলিলেন যে এক ছায়ারূপী দেবতা তাঁহাকে দুইবার আত্মহত্যা হইতে বিরত রাখিয়াছেন। তবে এই দেবতা নিশ্চয়ই তাঁহার পিতামহ জগন্নাথশাস্ত্রী।

গঙ্গাপ্রসাদ শাস্ত্রী পুত্র এবং কন্যার মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিলে পর তাঁহার অন্তরে অত্যন্ত আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন—"ধন্য আমার কাশীনাথ—ধন্যা আমার নারায়ণ কুমারী। তাঁহারা বাল্যাবস্থা হইতে সর্ব্বদা পিতৃদেবকে স্মরণ করিতেন। সুতরাং পিতৃদেব তাঁহাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দিয়াছেন। কিন্তু আমি চির পাষণ্ড, নরাধম এবং অকৃতজ্ঞ। আমি কি তাঁহার সন্দর্শন লাভ করিতে পারিব? পিতৃদেবের সংসারত্যাগের পর একবারও তাঁহাকে স্মরণ করি নাই। তাঁহার বিষয় চিন্তা করিনাই। কিরূপে ধন সম্পত্তি এবং জমিদারী জায়গীর লাভ করিব তাহাই আমার একমাত্র জপমন্ত্র ছিল। তিনি জীবিত থাকিতে অনেকা-

নেক ঘটনা উপলক্ষে তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি। আমার এ পাপের কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে ?”

“আমার এপাপের কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে ?” এই প্রশ্ন সর্ব্বদাই গঙ্গাপ্রসাদের মনে পুনরুত্থিত হইতে লাগিল। পিতাকে চিন্তা করিতে করিতে গত জীবনের সকল কথা তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে পিত্রাজ্ঞা লঙ্ঘনই তাঁহার সকল বিপদের মূল কারণ।

মানকুমারীর মৃত্যুর দুই চারি দিনের পরে গঙ্গাপ্রসাদ প্রায় ক্ষিপ্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আহার নিদ্রা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। সর্ব্বদা রামসীতার মন্দিরদ্বারে পড়িয়া থাকেন। তাঁহার মুখে অন্য কোন কথা নাই। তিনি কখনও বলেন— “পিতঃ ক্ষম অপরাধী সন্তানে” কখনও বলেন—“আমার এ পাপের কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে ?”

কাশীনাথ এবং নারায়ণ কুমারী তাঁহাকে নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের প্রবোধবাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি কাশীনাথকে বলিতেন—“আমাকে হিমাচলে লইয়া চল। আমি পিতার পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব”। * * *

* * * * * *

আজ গঙ্গাপ্রসাদ গৃহে শয়ন করিয়াছেন। কাশীনাথ,নারায়ণকুমারী,চাঁদকুমারী এবং কৈলাশেশ্বরী তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়াছেন। প্রায় স্বায়ং কাল উপস্থিত। এই সময় বুন্দিয়া একখানিপত্র হাতে করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। কাশীনাথের হস্তে পত্র খানি দিয়া বলিল যে এক জন সন্ন্যাসী এই পত্র তাঁহার

নিকট দিতে বলিয়াছেন। কাশীনাথ পত্র খানি হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে সন্ন্যাসী কোথায় ?"

বুন্দিয়া বলিল যে সন্ন্যাসী পত্রখানি তাহার হাতে দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন।

কাশীনাথ পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। পত্রে এইরূপ লিখিতছিল—

"বাছা গঙ্গাপ্রসাদ ! মানকুমারীর জন্য শোকাকূল হইবে না। মানকুমারী ইহলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিব্যলোক লাভ করিয়াছেন। বিশুদ্ধ আত্মা এ নরকে দীর্ঘকাল অবস্থান করেন না। তাঁহারা হয় দেহত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে গমন করেন, না হয় সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাশ্রমে প্রবেশ করেন।

"মুসলমান রাজত্ব বিনাশের বীজ বপন করিয়া মানকুমারী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অযোধ্যার মুসলমান রাজত্ব বিলোপ হইবে। কিন্তু মুসলমান রাজত্ব বিলোপের অব্যবহিত পরে অযোধ্যায় ঘোর বিদ্রোহানল সমুপস্থিত হইবে। সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণ বিনষ্ট হইবে। অতএব পুত্রকন্যাসহ পুনর্ব্বার কাশীতে প্রস্থান কর। অন্ততঃ জীবনের শেষভাগে-নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন করিতে পারিবে।

"আমার আর একটী কথা স্মরণ রাখিবে। পরলোকগত পিতৃপুরুষদিগকে একেবারে বিস্মৃত হইবেনা। পরলোকগত শুদ্ধাত্মাগণ কিম্বা হিমাচলবাসী সিদ্ধপুরুষেরা সর্ব্বদা এই সুখদুঃখ পরিপূর্ণ সংসারের মঙ্গল কামনা করেন। জড়জগতে তাঁহাদিগের কার্য্য করিবার সাধ্যনাই। তাঁহারা আধ্যাত্মিক জগতে কার্য্য করিয়া সংসারবাসী জন সাধারণের মনে শুভ বুদ্ধি এবং সদিচ্ছা

প্রেরণ করেন। কিন্তু সংসারের মোহান্ধকারে পড়িয়া তোমরা তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হইলে তাঁহারা তোমাদিগের উপর শক্তি সঞ্চালন করিতে পারেন না।

"স্মৃতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রেমের বন্ধন কখনও ছিন্ন হয় না। স্মৃতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং ভালবাসা ইহলোক এবং পরলোকের মধ্যে নিগূঢ় বন্ধন সংস্থাপন এবং ভিন্ন ভিন্ন আত্মার মধ্যে যোগোৎ-পাদন করে। স্মৃতি,শ্রদ্ধা,ভক্তি এবং প্রেমের গাঢ়তা অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন আত্মার মধ্যে নৈকট্য সংস্থাপিত হয়।

"পক্ষান্তরে স্মৃতির অভাব একটী আত্মাকে অপর আত্মা হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে। পরলোকগত পিতা মাতা কিম্বা অন্যান্য শুদ্ধাত্মাদিগকে বিস্মৃত হইলে তাঁহারা কিরূপে তোমাদিগকে সৎ-পথে পরিচালন করিবেন ? তাঁহাদের শক্তি কখনও তোমাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে না।

"সংসারের কুকার্য্য, অসদনুষ্ঠান, কুসংসর্গ এবং পাপাচারের স্মৃতি হৃদয় হইতে দূর করিয়া শুদ্ধাত্মা এবং সাধুদিগকে কেবল চিন্তা করিবে। সাধুদিগের সদ্দৃষ্টান্ত সর্ব্বদা দৃষ্টি পথে রাখিবে। তাহাহইলে পরলোকগত শুদ্ধাত্মাগণ সংসারবাসী সাধুগণ তোমা-দিগকে সৎপথে পরিচালন করিতে সমর্থ হইবেন। মন পবিত্র না হইলে, কিম্বা সংসারচিন্তা হইতে মন বিশ্রাম লাভ করিতে নাপারিলে, হৃদয় মধ্যে সদিচ্ছা এবং শুভ বৃত্তির উদয় হয় না।

"সংসারের মোহান্ধকারে পড়িয়া, ধন সম্পত্তির প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তুমি আমাকে একেবারে বিস্মৃত না হইলে নিশ্চয়ই আমার পরিচালনে অনেকানেক দুর্ঘটনা এবং বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিতে। কিন্তু বিগত পঁয়ত্রিশ বৎ-

সরের মধ্যে আমি মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি নাই। বিস্মৃতি তোমার হৃদয় দ্বার একেবারে অবরুদ্ধ করিয়াছিল।

"বাছা কাশীনাথ! তুমি এবং নারায়ণ কুমারী আমার নির্ব্বাণ লাভে বিশেষ বাধা প্রদান করিয়াছ। তোমাদিগের নিমিত্ত আমাকে এই জড়জগতে কার্য্য করিতে হইয়াছে। কিন্তু জড় জগত আমার কার্য্যক্ষেত্র নহে। তোমরা এই ক্ষণস্থায়ী সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা এবং কষ্টে পড়িয়া বারম্বার আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছ। আত্মহত্যা ভয়ানক পাপ। তস্কর এবং দস্যু আপন আপন কুকার্য্যের নিমিত্ত দণ্ডিত হয়। তাহাদিগের প্রতি কারাবাসের আদেশ হয়। কিন্তু সে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া তাহারা কি দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করে? আবার ধৃত হইবামাত্র দ্বিগুণ দণ্ড প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বাদিষ্ট দণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে আবার পলায়নের অপরাধে নূতন দণ্ড ভোগ করে। এ সংসারে মানুষ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফলানুসারে বিবিধ কষ্ট যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আত্মহত্যা করিয়া সেই কষ্ট হইতে পলায়নের চেষ্টা করিলে তাঁহাকে কারারুদ্ধ তস্কর এবং দস্যুর ন্যায় দিগুণ দণ্ড ভোগ করিতে হয়। অন্যান্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। কিন্তু আত্মহত্যারূপ ভয়ানক পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

"সংসারের বিপদ, দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা অম্লান বদনে সহ্য করিবে। আত্মহত্যা করিয়া কখনও সংসারকষ্ট হইতে পলায়নের চেষ্টা করিবে না।

"বাছা! বাল্যাবস্থা হইতেই ধর্ম্মের প্রতি তোমার বিশেষ অনুরাগ রহিয়াছে। ধর্ম্মের সার তত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি—মনুষ্যের

প্রকৃতিস্থিত স্বাভাবিক ঈশ্বর পিপাসাই ধর্ম্ম এবং ঈশ্বরলাভ চেষ্টাই ধর্ম্ম সাধন। ঈশ্বর পিপাসা প্রকৃতিগত ভাব। তাহা অল্পাধিক সকল মনুষ্যের মধ্যেই রহিয়াছে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় লোক সেই পিপাসা তৃপ্ত করিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উপায় অবলম্বন করেন। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় লোকের ধর্ম্মসাধন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এই সাধন প্রণালী সম্বন্ধেই ধর্ম্মরাজ্যে মতভেদ রহিয়াছে। এই সাধন প্রণালী সম্বন্ধেই মনুষ্যের ভ্রম উপস্থিত হয়। হিন্দুর সাধন প্রণালী পূজা এবং অর্চ্চনা। মুসলমানের নেমাজ। খ্রীষ্টানের গীর্জ্জা গমন। কিন্তু কোন কোন সম্প্রদায় সাধন প্রণালী সম্বন্ধে গুরুতর ভ্রমে নিপতিত হইয়াছে। ঠগীগণ নরহত্যাকে ধর্ম্মসাধন বলিয়া বিশ্বাস করে। নরহত্যাই তাঁহাদের একমাত্র সাধন প্রণালী। আমি পৃথিবীর অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়াছি। ভিন্ন ভিন্ন জাতির সাধন প্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়াছি। আমার মনে হয় যে বুদ্ধদেব প্রচারিত নির্জ্জন ঈশ্বর চিন্তাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন প্রণালী। কিন্তু যে সকল দেশের লোকেরা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহারা কেহই বুদ্ধের প্রচারিত সাধন প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার এবং সাধনপ্রণালী বৌদ্ধধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত।

"আমি পূর্ব্বে মনে করিতাম যে এক এক দেশে এক এক জন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া এক একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু এখন দেখিতে পাই যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মহম্মদীয় এই চারিটী ধর্ম্মের মধ্যে ঠিক পিতা পুত্রের সম্বন্ধ রহিয়াছে। হিন্দুদিগের উপনিষদ্ প্রতিপাদিত সনাতন ধর্ম্ম কালক্রমে

বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইল। মহাপুরুষ বুদ্ধদেব ধর্ম্ম সংস্কারক স্বরূপ সেই উপনিষদ প্রতিপাদিত ধর্ম্মের পুনরুত্থান সাধন করিলেন। সেই পুনরুত্থিত ধর্ম্মের নাম বৌদ্ধধর্ম্ম হইল। কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম্মও আবার বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইল। বৌদ্ধ ঋষি যোহনের নিকট দীক্ষিত হইয়া যিশুখৃষ্ট বিশুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিলেন। সেই বিশুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম্ম খৃষ্টীয় ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইল। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম আবার বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইল। খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের মধ্যে ঘোর মতভেদ নিবন্ধন ধর্ম্মযুদ্ধ উপস্থিত হইল। নেষ্টো-রিয়ান দল নির্ব্বাসিত হইয়া আরব্য দেশে বাস করিতে লাগিল। তাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া মহম্মদ নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। সুতরাং স্পষ্টরূপেই দেখিতে পাই যে বেদ হইতে উপনিষদ্‌, উপনিষদ্‌ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম; বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম, এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্ম হইতে মহম্মদীয় ধর্ম্ম উৎপত্তি হইয়াছে।

"পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অনুসন্ধান এবং যত্নে শতবৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ধর্ম্মজগতে একতা সংস্থাপিত হইবে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে যে ঈদৃশ সম্বন্ধ এবং যোগ রহিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হইবে। সাম্প্রদায়িক ভাব, মতভেদ এবং ধর্ম্মযুদ্ধ শীঘ্রই জগৎ হইতে অদৃশ্য হইবে।

"বাছা কাশীনাথ! যদি ধর্ম্মপিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার বাসনা হয়,তবে অগ্রে সংসারের বিবিধ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া পরে সংসার হইতে একেবারে নির্লিপ্ত হইবে। নির্জ্জনে ঈশ্বরচিন্তায় অব-শিষ্ট জীবনাতিপাত করিবে।

"এই জীবনে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু সংসারের বিপদে পড়িয়া আমাকে স্মরণ করিলেই তোমার হৃদয়ে

শুভবুদ্ধির উদয় হইবে। আর আমার নিকট কিছু যাচ্ঞা করিবে না। যাহা সাধ্য অযাচিতরূপে প্রদান করিয়াছি।"

শ্রীজগন্নাথ শাস্ত্রী।

কাশীনাথ পত্রখানি পাঠ করিয়া তাহা গঙ্গাপ্রসাদের হাতে দিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ পত্রের নীচে জগন্নাথ শাস্ত্রীর নাম দেখিয়া বলিলেন এ ঠিক আমার পিতার স্বাক্ষর। তিনি পত্রখানি ধরিয়া মস্তকের উপর রাখিলেন। পিতাকে মনে মনে বারম্বার প্রণাম করিলেন।

এই পত্র প্রাপ্তির পর গঙ্গাপ্রসাদ ক্রমেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে লাগিলেন। মাসাধিক পরে বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হইলেন। মানকুমারীর মৃত্যুর পর কৈলাশেশ্বরী সর্ব্বদা গঙ্গাপ্রসাদের কাছে কাছে থাকিতেন। কৈলাশেশ্বরীর মধুর স্বভাব, হৃদয়ের পবিত্র ভাব, ত্যাগস্বীকার এবং পরসেবার প্রগাঢ় ইচ্ছা দর্শনে গঙ্গাপ্রসাদ একদিন কাশীনাথকে ডাকিয়া বলিলেন—"বাবা! মানকুমারী শুদ্ধাত্মা ছিলেন। তোমার নিমিত্ত উপযুক্ত পাত্রীই তিনি নির্ব্বাচন করিয়াছেন। অতএব আমার অনুরোধে তুমি কৈলাশেশ্বরীকে বিবাহ কর।"

কাশীনাথ কৈলাশেশ্বরীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। দুই তিন মাস পরে কাশীনাথের সঙ্গে কৈলাশেশ্বরীর বিবাহ হইল। পরে গঙ্গাপ্রসাদ পুত্র, পুত্রবধূ এবং কন্যাদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া কাশীতে প্রস্থান করিলেন। বুন্দিয়া কৈলাশেশ্বরীর সঙ্গে চলিল। গঙ্গাপ্রসাদ আর স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। পুত্র কন্যাসহ তিনি কাশীতে বাস করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর পরে কাশীতে তাঁহার মৃত্যু হইল।

উপসংহার।

I slept and I dreamt that life is beauty,
I awoke and found it is full of duty.

দর্শনসিংহের নির্ব্বাসনের পর, নসিরের মাতা জোনাবে আলিয়া ফায়েজাবাদে প্রেরিত হইলেন। মনা জান পাদ্‌সা বেগমের গৃহে রহিলেন। কিন্তু নসিরদ্দিন হায়দর ঘোষণাপত্র দ্বারা সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন যে মনা জান তাঁহার পুত্র নহেন। বেগমেরা চক্রান্ত করিয়া মনা জানকে তাঁহার পুত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

বিলাতি নাপিত সরফরাজখাঁর সঙ্গে নসিরের অন্যান্য ইংরেজ পারিষদের ঘোর বিবাদ আরম্ভ হইল। নাপিত দেখিলেন যে আর লক্ষ্ণৌ তিষ্ঠিতে পারেন না। লক্ষ্ণৌর বাদসাহের দরবারের চক্রান্তকারিগণ চারি পাঁচ দলে বিভক্ত হইয়াছে। একদল মেহেন্দি-আলি খাঁর পক্ষাবলম্বন করিয়াছে; দ্বিতীয় দল দর্শনসিংহের উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছে। তৃতীয়দল বেগমদের পক্ষাবলম্বী। চতুর্থদল নাপিতের আশ্রিত। ইহার একদলের লোকেরও ধর্ম্মাধর্ম্ম কিম্বা ন্যায়ান্যায় জ্ঞান নাই। দর্শনসিংহের নির্ব্বাসনের দুই তিন বৎসর পরে নাপিত ছয় মাসের বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক কলিকাতা চলিলেন। কলিকাতায় পৌঁছিয়া তাঁহার সঞ্চিত আশী নব্বই লক্ষ টাকার কতকাংশ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্কে রাখিলেন; এবং অধিকাংশ বিলাতে প্রেরণ করিলেন।

নাপিত বিদায় গ্রহণ করিবার সময় তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরকে বাদসাহের ক্ষৌর কার্য্যার্থ লক্ষ্ণৌ রাখিয়া গেলেন। কিন্তু

তাঁহার ভ্রাতা বিশেষ সুচতুর ছিল না। সে বাদসাহের প্রিয়পাত্র হইতে পারিল না।

নাপিতের অনুপস্থিতে নসিরের অন্যান্য ইংরেজ পারিষদ নাপিতকে পদচ্যুত করিবার নিমিত্ত দিবারাত্রি নসিরকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নসির প্রতিজ্ঞা করিলেন যে নাপিতের সঙ্গে আর এক টেবিলে আহার করিবেন না।

কিন্তু ছয় মাস পরে নাপিত লক্ষ্ণৌ প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র নসির তাঁহার প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইলেন। .আবার নাপিতের সঙ্গে এক টেবিলে আহার করিতে লাগিলেন। নসিরের অন্যান্য ইংরেজ পারিষদ নাপিতের সঙ্গে এক টেবিলে আহার করিতে অস্বীকার পূর্ব্বক আপন আপন পদত্যাগ করিলেন। তাঁহারাও কয়েক বৎসরে বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা এখন স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ইহাদিগের পদত্যাগের ছয় মাস পরে নাপিতের সঙ্গে নসিরের মনান্তর উপস্থিত হইল। নাপিত প্রাণের ভয়ে রাত্রে পলায়ন পূর্ব্বক কাণপুরে চলিয়া গেলেন; তৎপর কলিকাতা পৌঁছিয়া অনতিবিলম্বে সস্ত্রীক বিলাতে প্রস্থান করিলেন। বিলাতে তিনি বেরোনেট হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা তিনি বিলাতের ভদ্রবংশ্যগণকে আপন গৃহে নিমন্ত্রণ করিতেন; অনেক অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিলাতের লোকেরা তাঁহাকে ইণ্ডিয়ান নবাব নামে অভিহিত করিলেন। কেহই তাঁহাকে সার্ ড্যানিএল ডনিথ্রোন Sir Daniel Donnithrone বলিয়া সম্বোধন করেন নাই। যে সকল ব্যাঙ্ক এবং কারবারে নাপিত টাকা রাখিয়াছিলেন তৎসমুদয়ই দেউলিয়া হইল। চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে নাপিতের

সঞ্চিত টাকার কতকাংশ ব্যাঙ্কে এবং কারবারে নষ্ট হইল। আর কতকাংশ তিনি বেরোনেট হইবার জন্য নিজে ব্যয় করিলেন। অবশেষে অনতিবিলম্বে তিনি রিক্তহস্ত হইয়া পড়িলেন। তাহার হাতে আর কিছুই রহিল না। রহিল কেবল সেই পুরাতন ক্ষুর, নরূন এবং কাঁচি।

নাপিতের লক্ষ্ণৌ পরিত্যাগের তিন মাস পরে নসিরের ব্যারাম হইল। তিনি প্রায়ই অন্দরে থাকিতেন। তাঁহার বিশ্বস্তা বাঁদী আফজাল উলনেছা খানম্ তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ক্রমে নসিরের ব্যারাম আরোগ্য হইল। দুই এক দিন পরেই আবার দরবারে উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিলেন।

নসিরের আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহার বিপক্ষ। সকলেই তাঁহাকে বিষ প্রদান করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। কিন্তু আফজাল উলনেছা খানম্ বড় বিশ্বস্তা বাঁদী।

১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দের ৭ই জুলাই অপরাহ্ণে নসির গ্রীষ্মাতিশয্য প্রযুক্ত আফজাল উলনেছাকে সরবৎ আনিতে বলিলেন। আফজাল উলনেছা হাসিতে হাসিতে সরবৎ আনিয়া দিল। নসির সরবৎ পান করিবার আধঘণ্টা পরেই ছটফট করিতে লাগিলেন। আফজাল উলনেছাকে আর দেখিতে পাইলেন না। অন্যান্য বাঁদীরা গোলমাল আরম্ভ করিল। হেকিম মিরজা আলির জন্য লোক প্রেরিত হইল। মিরজা আলি নসিরের অবস্থা দৃষ্টে বলিলেন —"বাদসাহ নিশ্চয়ই বিষপান করিয়াছেন।"

নসিরকে সরবৎ প্রদানের পর, আফজাল উলনেছা লক্ষ্ণৌর বাজারে মাধুসিংহের দোকানে চলিল। মাধুসিংহ পূর্ব্বে রাজা

দর্শনসিংহের ভৃত্য ছিল। দর্শনসিংহের নির্ব্বাসনের পর সে এখন বস্ত্রবিক্রয় ব্যবসা করিতেছে। মাধুসিংহ প্রধান দোকানদার। পঞ্চাশহাজার টাকার কারবার করিতেছে। আফজাল উল্‌নেছা বস্ত্র ক্রয় করিতে আসিয়াছেন। মাধুসিংহ তাহাকে দেখিয়া হাসিল। আফজাল উলনেছাও হাসিতে লাগিলেন। মাধুসিংহ হাসিতে হাসিতে নিজেই বাক্স খুলিয়া বস্ত্র বাহির করিতে আরম্ভ করিল। তাহার পশ্চাৎ হইতে দুরুম দুরুম দুইটী শব্দ হইল। বিলাতি রিবল্‌বারের দুইটী গোলা মাধুসিংহের মস্তকে প্রবেশ করিল। আফজাল উলনেছা তৎক্ষণাৎ বিদ্যুতের ন্যায় অদৃশ্য হইল। মাধুসিংহের ভৃত্যগণ এবং অন্যান্য দোকানের লোক চতুর্দ্দিক হইতে তাহার গৃহে প্রবেশ করিল। তাহারা দেখিল মাধুসিংহের মৃতশরীর পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহার মৃত শরীরের পার্শ্বে বাদসাহের গৃহের একটী বিলাতি রিবল্‌বার পড়িয়া আছে।

এদিকে রাত্রি এগার ঘটিকার সময় অযোধ্যার দ্বিতীয় বাদসাহ নসিরদ্দিন হায়দর মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। রেসিডেন্সিতে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছিল। রেসিডেন্সির আসিষ্টাণ্টদ্বয় মধ্যে সেক্সপিয়ার সাহেব বাদসাহের গৃহে প্রবেশ করিলেন। পাটন সাহেব দ্বারে পাহারা দিতে লাগিলেন।

স্বয়ং রেসিডেণ্ট কর্ণেল লো তৎক্ষণাৎ নসিরের চাচা মহম্মদ আলির নিকট যাইয়া বলিলেন যে তাঁহাকে অযোধ্যার সিংহাসন প্রদান করিতে তিনি অনুরোধ করিবেন।

বৃদ্ধ মহম্মদআলি রেসিডেণ্টকে তিনবার সেলাম করিয়া বলিলেন—"খোদা কোম্পানী বাহাদুরকে বজায় রাখুন। পরে

তিনি নেমাজ করিতে চলিলেন। রেসিডেণ্ট রেসিডেন্সিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রাত্রি তিন ঘটীকার সময় পাদ্‌সা বেগম মনা জানকে সঙ্গে করিয়া পাল্কী আরোহণে প্রাসাদ দ্বারে আসিলেন। পাটন সাহেব প্রাসাদের দ্বার অবরোধ করিলেন। বেগম হাতী আনাইয়া দ্বার ভাঙ্গিলেন। বেগমের পক্ষে অন্যূন পনের শত সিপাহী জুটিল। বেগম প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। পাটন সাহেব বেগমের পাল্কী ধরিলেন। বেগমের সৈন্যগণ পাটনকে প্রহার করিতে উদ্যত হইবামাত্র তিনি পলায়ন করিলেন।

বেগম সিংহাসন গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক মনা জানকে সিংহাসনে বসাইলেন। এদিকে রেসিডেণ্ট হুকুম করিলেন পাদ্‌সা বেগম পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রাসাদ পরিত্যাগ না করিলে ইংরেজ সৈন্য গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিবে। বেগম রেসিডেণ্টের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ৮ই জুলাই প্রাতে হুরূম হুরূম কামানের শব্দ হইতে আরম্ভ হইল। সিংহাসন গৃহের সমুদয় জিনিসপত্র লুট হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বেগমের সৈন্যগণ মধ্যে পাঁচশত লোক হত হইল। বেগমের সৈন্যের অবশিষ্ট সহস্রাধিক লোক প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিল।

ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ মনা জানের হস্তপদ বন্ধন করিলেন। একটা মেথরাণী বেগমকে ধৃত করিয়া রেসিডেন্সিতে লইয়া চলিল। বেগম এবং মনা জান চারিদিন রেসিডেন্সিতে কারারুদ্ধ রহিলেন। তৎপরে তাঁহারা বন্দিস্বরূপ কাণপুরে প্রেরিত হইলেন। নসিরদ্দিন হায়দরের রাজত্ব শেষ হইল। বৃদ্ধ মহম্মদ আলি সা সিংহাসনারূঢ় হইয়া নসিরের সমুদয় কর্ম্মচারিদিগকে বরখাস্ত করিলেন।

হেকিম মেহেন্দি আলি খাঁ পুনর্ব্বার প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হইলেন।

আফজাল উল্‌নেছাখান্‌ম মুসলমানি নাম পরিত্যাগ করিয়া তাহার মাতা বুন্দিয়ার সঙ্গে কাশীনাথের গৃহে বাস করিতে লাগিল। সে মুসলমান হইয়াছিল বলিয়া কাশীনাথ তাহাকে আপন গৃহে আশ্রয় দিতে কখনও অসম্মত হয়েন নাই।

কাশীনাথ কাশীতে বাস করিতে লাগিলেন। কাশীনাথের একটী পুত্র এবং একটী কন্যা জন্মিয়াছে। পুত্রটী ঠিক মাতুরাকৃতিঃ। তাহার মুখখানি ঠিক কৈলাশেশ্বরীর মুখের ন্যায়। বিগত সিপাহী বিদ্রোহের সময় কাশীনাথের পুত্রের প্রায় বিশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে। তাঁহাকে এখন ঠিক পণ্ডিত অযোধ্যা নাথের ন্যায় দেখা যায়। কাশীনাথের কন্যার মুখাকৃতি পিতার মুখের ন্যায়। কাশীনাথের এবং মানকুমারীর মুখের গঠন এক প্রকার ছিল। সুতরাং কাশীনাথের ভগ্নীদ্বয় কন্যাটীকে বাল্যকালে "মানকুমারী মানকুমারী" বলিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিতেন।

কাশীনাথের ভগ্নীদ্বয় অত্যন্ত যত্নসহকারে তাঁহার পুত্রকন্যার প্রতিপালন করিতেন। তাঁহারা পিতামাতা অপেক্ষাও পিসিমা দ্বয়ের প্রতি অধিকতর অনুরক্ত এবং পিসিমাদ্বয়েরই বিশেষ অনুগত। পাঠক এই উপন্যাসের প্রারম্ভেই এক প্রকার পিসিমার ছবি দেখিয়াছেন। কিন্তু কাশীনাথের পুত্র কন্যার পিসিমা স্নেহময়ী স্বর্গীয় দেবী। যাহারা বাল্যকালে পিতৃ মাতৃহীনাবস্থায় পিসিমা দ্বারা প্রতিপালিত হয়েন,তাঁহারাই পিসিমার মহত্ব, দেবত্ব এবং সহৃদয়তা অনুভব করিতে পারিবেন।

কাশীতে কাশীনাথের গৃহে সর্ব্বদা সংসারত্যাগী সাধুদিগের সমাগম হইত। সাধু সঙ্গে এবং সৎপ্রসঙ্গে কাশীনাথ দিনাতিপাত করিতেন। বিগত সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৯ সালের জানুয়ারী মাসে একদিন অপরাহ্ণে কাশীনাথ স্বীয় ভগ্নী, স্ত্রী এবং পুত্র কন্যাসহ গৃহে বসিয়া নানাবিধ ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন। এই সময় তাঁহার ভৃত্য গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক বলিলেন—"মহারাজ গাজিপুরের পাবাহারী বাবাজি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

কাশীনাথ পূর্ব্বেও পাবাহারী বাবাজির নাম শ্রবণ করিয়াছেন। কিন্তু পাবাহারী বাবাজিকে তিনি কখন দেখেন নাই। তিনি লোকমুখে শুনিয়াছেন যে, গাজিপুরের নিকটস্থিত পাহাড়ের গুহাতে পাবাহারী বাবাজি নামে একজন মহাপুরুষ অনশনে নিমিলিত নেত্রে সর্ব্বদা ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। তিনি কখনও আহার করেন না; কিম্বা কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ করেন না। কিন্তু পাবাহারী বাবাজী তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন এ কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন। জনপ্রবাদে কথিত আছে যে মহারাজ হলকার পাবাহারী বাবাজিকে আপন রাজ্যে লইয়া যাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে বাবাজির ধ্যান ভঙ্গ হইল না। পাবাহারী বাবাজি কখনও কখনও একক্রমে দুই তিন বৎসর ধ্যানস্থ হইয়া নিমিলিত নেত্রে ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন।

কাশীনাথ প্রথমে মনে করিলেন যে ইনি হয়ত সেই গাজিপুরের প্রসিদ্ধ পাবাহারী বাবাজী নহেন। অন্য কোন সাধু

পাবাহারী বাবাজি নাম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। সংসারত্যাগী সাধুদিগের নাম শ্রবণ করিলেই কাশীনাথ তাঁহাদিগের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎ করেন। তিনি ভৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিলেন। গৃহ দ্বারে আসিবামাত্র দেখেন যে পণ্ডিত অযোধ্যানাথ দ্বারে দণ্ডায়মান। "অযোধ্যানাথ"—"অযোধ্যানাথ"—বলিয়াই কাশীনাথ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে উভয়ে একত্র হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। পঁচিশ বৎসরের পর, কৈলাশেশ্বরী স্বীয় সহোদরকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহার নয়ন দ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জিত হইতে লাগিল। নারায়ণকুমারী এবং চাঁদকুমারী স্নেহনেত্রে অযোধ্যানাথকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা বুন্দিয়া অযোধ্যানাথের গাত্রে হস্ত স্থাপন করিল। অযোধ্যানাথকে প্রাপ্ত হইয়া কাশীনাথের সমুদয় পরিবার আনন্দ সাগরে ভাসিলেন।

* * * * * *

গাজিপুরের পাবাহারী বাবাজির কাশীতে আগমন বার্ত্তা সর্ব্বত্র প্রচার হইল। কাশীবাসী অসংখ্য অসংখ্য লোক পাবাহারী বাবাজিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত কাশীনাথের বাড়ীতে আসিতে লাগিলেন। পাঁচ সাত দিন কাশীনাথের গৃহ সর্ব্বদাই লোকারণ্যে পরিপূর্ণ। কে বিশ্বাস করিতে পারে যে মানুষ অনাহারে পঁচিশ বৎসর জীবন ধারণ করিতে পারে? কিন্তু কথিত আছে যে পাবাহারী বাবাজি বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে একবিন্দু জলও পান করেন নাই।

কৈলাশেশ্বরী দীর্ঘকাল পরে আপন সহোদরের সন্দর্শন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা হইত যে সর্ব্বদা তিনি ভাইয়ের

কাছে বসিয়া থাকেন এবং বিবিধ মিষ্টান্ন ভাইয়ের মুখে প্রদান করেন। কিন্তু একদিকে লোকারণ্যের সমাগমে ভাইয়ের নিকট তাঁহার সর্ব্বদা বসিয়া থাকিবার সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে অযোধ্যানাথ অনশন ব্রতাবলম্বী। তিনি এক বিন্দু জলও পান করেন না।

সাতদিন পাবাহারী বাবাজী কাশীতে রহিলেন। পরে ভগ্নী এবং কাশীনাথের নিকট হইতে জন্মের মতন বিদায় হইয়া হিমাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পাবাহারী বাবাজী কাশীতে অবস্থান কালে কাশীনাথ তাঁহাকে ধর্ম্মবিষয়ে অনেকানেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বড় কথা বলিতেন না। একদিন বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার অনশন ব্রতাবলম্বন করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি হিমাচলে আরোহণ করিবার অভিপ্রায় করিলেন। কিন্তু হিমাচলবাসী একজন মহাত্মা তাঁহাকে সে পথাবলম্বনে বিরত রাখিলেন। প্রাগুক্ত মহাপুরুষ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে সংসারের কর্ত্তব্য সাধন না করিয়া হিমাচলে গমন করিলে বিশেষ ফল নাই। সেইজন্যই তিনি এ দীর্ঘকাল গাজিপুরে বাস করিতেছিলেন।

কাশীনাথ তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে গাজিপুরে অবস্থান কালে তিনি সংসারের কি কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বাবাজি আর কোন কথা না বলিয়া তাঁহার ঝুলি হইতে একখানি দৈনিক পুস্তক (Diary) বাহির করিয়া কাশীনাথের হাতে দিলেন। সে পুস্তক কাশীনাথকে আর প্রত্যার্পণ করিতে হইল না। সে দৈনিক পুস্তক পাঠ করিয়া কাশীনাথ দেখিলেন যে, ভারতে দস্যু নিবারণার্থ পাবাহারী

বাবাজি কর্ণেল স্লিম্যান সাহেবের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন; এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাবাজি সন্ন্যাসীর বেশে ইংরেজদিগকে যথাসময় বিদ্রোহীদিগের আক্রমণের সংবাদ প্রদান করিতেন। বস্তুতঃ পাবাহারী বাবাজির সাহায্য ভিন্ন ইংরেজেরা এত সহজে সিপাহীবিদ্রোহ নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেন না। ভারতে ইংরেজ রাজত্ব রক্ষার্থ হিমাচলের মহাত্মাগণ এবং পাবাহারী বাবাজির ন্যায় সংসারত্যাগী সাধুগণ সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। পাবাহারী বাবাজির দৈনিক পুস্তকে সিপাহীবিদ্রোহের প্রকৃত বিবরণ এবং ঠগী এবং দস্যুর কার্য্যকলাপ সবিস্তারে উল্লিখিত হইয়াছে।

সমাপ্ত।

APPENDIX.

NOTE 1.

ON December 10, 1814, Mr. C. M. Ricketts, Secretary to Government, writes to Lieutenant-Colonel Baillie, Resident at Lucknow, praising his "admirable skill in negotiation," and suggesting its employment in extracting the second crore of rupees which "you mentioned, I think," the Nawaub would readily advance, "since his treasury was full."—*Dacoitee in Excelsis ; Or the Spoliation of Oudh, page* 64.

NOTE 2.

ON January 2nd, 1815, Mr. Ricketts again writes to Colonel Baillie—"Lose no time in commencing this negotiations with the Nawab for a further supply of cash."—*Ibid.*

NOTE 3.

COLONEL BAILLIE in reply writes—"I have no recollection of the circumstance of His Excellency's former offer of a second crore of rupees. It was certainly not made to me nor to His Lordship distinctly in my presence. The Nawab made a general observation, in the true oriental style, that his Jan Mal (Life and property) were at His Lordship's command, and an expression to the same

effect was contained in one of the papers of requests which he recalled. You told me, I also remember, and so did Swinton and Adam, that at a conference from which I was absent, His Excellency had offered the first crore as a gift instead of a loan, and as much more as might be wanted ; but His Excellency's written offer to me of a crore was expressed in by no means so liberal terms, and as the paper is still by me, I insert a translation of it here :—"You mentioned yesterday the necessity of a supply of cash for the extraordinary charges of the Company. As far as a crore of rupees I shall certainly furnish by way of loan, but beyond that sum is impossible, and a voucher for this sum must be given."—*Dacoitee in Excelsis* ; *Or The Spoliation of Oudh*, *pages* 64-65.

NOTE 4.

ON the 18th February, however, Mr. Ricketts is still pressing Colonel Baillie,—"as without another crore Government may experience the most serious embarassment."—*Dacoitee in Excelsis* ; *or The Spoliation of Oudh*, *page* 65.

NOTE 5.

ON the 23rd we find from another letter of Ricketts that the Wuzier is offering only an additional fifty lakhs, instead of the required crore ; and in his letter he (the Wuzier) makes us apparently

blow hot and cold in one breath, for he says "that we decline the offer of his troops because the urgency of the case did not require it, but that we solicit pecuniary aid because a necessity has occurred of raising troops;" in fact, if we understand the Wuzier's difficulty, he conceived that we were reverting to the plan of subsidies under another denomination. Nevertheless, the second crore of rupees was obtained before long, whether by allurements or menaces, or by the spontaneous good will of the Wuzier, it is vain now to inquire; and the Governor-General expressed his high approbation of the ability and address with which Colonel Baillie had conducted the negotiation to this result."—*Dacoitee in Excelsis; or The Spoliation of Oudh, page* 65.

NOTE 6.

Translation of a Khurceta (letter to a Prince) from LORD AMHERST, *Governor-General of India, to* HIS MAJESTY GHAZEE-OOD-DEEN HYDER, *King of Oudh, dated 14th October 1825.*

AFTER the usual compliments—"It is now sometime since I conveyed to your Majesty, through the Resident, Mr. Mordaunt Ricketts, my cordial thanks for the instance you have given me of your friendship, by advancing, upon certain conditions, by way of loan, the sum of one crore of rupees (£1,000,000 sterling) in case of extreme emergency

and need, the Burmese war having cost enormous sums of money.

"This your offer has proved of essential service, and at the same time manifests your unfeigned attachment, as well as the interest you take in the welfare of the British Government, from among all the allies of which, I have further to assure you, Your Majesty has carried off the Golden Ball of Superiority.

"The ever-verdant and blooming garden of our mutual friendship has been refreshed and embellished, while the benefits and fruits of our amity, which have existed from the days of yore, are impressed upon the heart of every Englishman, both here and in Europe, as indelibly as if they had been engraven upon adamant, nor will lapse of time or change of circumstances efface from the memory of the British Nation so irrefragable a proof, so irresistible an argument, of the fraternal sentiments of Your Majesty.

"I have also to express my entire approbation of the conduct and fullest satisfaction with the efficiency of your Prime Minister, illustrious son and sincere friend, Nawab Matmood Dowlah Muktear-ool Moolk, lion in the battle-field, Commander-in-Chief, pillar of the State, for ever devoted to the King of the World Ghazee-ood-Deen Hyder, Padshah of Oudh, and who has exerted himself most efficiently in this matter, gaining thereby my

unqualified commendation."—*Dacoitee in Excelsis; or The Spoliation of Oudh, page* 68.

NOTE 7.

THE name of Nasseerudeen Hyder's European barber was Drossette.

NOTE 8.

LORD WILLIAM BENTINCK in his evidence before a Committee of the House of Commons in 1837, said—"In many respects the Mahomedans surpassed our rule, they admitted them (the natives) to all privileges; the interests and sympathies of the conquerors and the conquered became identified. Our policy, on the contrary, has been the reverse of this,—cold, selfish and unfeeling—the iron hand of power on one side, monopoly and exclusion on the other.

NOTE 9.

HIS capricious Majesty has just degraded his chief favourite—the Sejanus of Lucknow, the Maharaja Dursun Sing, who has been put in chain, his food defiled, and his turban removed and kicked by Mehturs. His relations and followers have all likewise been disgraced, and new darogahs appointed to his numerous offices. The prime minister, his bitterest enemy is living in one of the apartments of the palace, to be in immediate attendance on the king, and every moment dreading a similar ebullition of wrath from his royal master. This state of things arises, it is supposed, from an intrigue with

the exiled queen mother.—*Asiatic Journal, April* 1836, *page* 261.

NOTE 10.

THE following circumstance is related as having recently occurred, and some say was the real cause of the royal squabble between the king and his mother. The king made proposals of marriage to one of his father's begums, which the lady declined, on the plea that such a union would violate the Mahommedan Law. His Majesty, however, was determined to be consistent and so persevered in his intention of espousing his step-mother. The lady at last escaped from the palace and took refuge with the Padsha Begum, and His Majesty demanded the refugee, the old lady made a noise about it, and the king joined in the wordy war with all his might.—*Asiatic Journal. April* 1835, *page* 237.

NOTE 11.

INAYETEE BEGUM and others, who had connived at, or were privy to, Her Majesty's (Koodsha Begum) taking poison, are paraded through the bazar every day, with their heads uncovered, with collars on their necks, and irons on their legs and are tortured and beaten to such a degree, that they must shortly sink under their sufferings. One lack of Rupees in cash, besides property, found in their houses, has been confiscated and lodged in the royal treasury.—*Asiatic Journal, April* 1835, *page* 237.